বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শনিবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-১১ ॥ ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১৩ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ২৭ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বিএনপি সব সময় হিন্দুদের পাশে ছিল, ভবিষতেও থাকবে: দুলু

নাটোর প্রতিনিধি : বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, বিএনপি সব সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে ছিল এবং ভবিষতেও থাকবে। তাদের পাশে থেকে সকল কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করবে। শুক্রবার দুপুরে নাটোর শহরের পিলখানা কাপুড়িয়াপট্টি এলাকায় শ্রী মন মহাপ্রভুর বাৎসরিক ভোগ মহোৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে দুলু এসব কথা বলেন।

তিন পার্বত্য জেলাকে কফি অঞ্চল বানাতে চাই: পার্বত্য উপদেষ্টা

রাঙামাটি প্রতিনিধি : পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেছেন, তিন পার্বত্য জেলাকে (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) কফি অঞ্চল বানাতে চাই। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) সকালে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিকাশে করণীয় শীর্ষক' সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

দেশে স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করবে সরকার: প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের কারখানাগুলোতে স্বচ্ছন্দে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে একটি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম দোহায় সাংবাদিকদের বলেছেন, 'অনেকে বলেছেন, গ্যাসের অভাবে তারা কারখানা স্থাপন করতে পারছেন না।

গরমে পুড়ছে দেশ অতিষ্ঠ জনজীবন

স্টাফ রিপোর্টার : বৈশাখের খরতাপে পুড়ছে যশোর। সূর্যের দাপট যেন বেড়েই চলেছে। অব্যাহত তাপপ্রবাহে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে জনজীবন। গ্রাম থেকে জেলা শহরের সর্বত্র হাঁস-ফাঁস অবস্থা। তীব্র গরমে সব থেকে বেশি করুণ অবস্থায় রয়েছেন শ্রমজীবী মানুষ। রিকশাচালক, দিনমজুর থেকে শুরু করে দিন আনা দিন খাওয়া প্রতিটি মানুষের জীবনে নেমে এসেছে দুর্ভোগ। আগামী দু'একদিনের মধ্যে এর থেকে পরিত্রাণের কোনো সম্ভাবনা দেখছে না স্থানীয় আবহাওয়া অফিস। স্বস্তিতে নেই সাধারণ ব্যবসায়ীরাও। তীব্র গরমে কারণে দিনের বেলা বিপণিবিতানগুলোতে ক্রেতার দেখা মিলছে কম। খাদ্যাভ্যাসেও এসেছে পরিবর্তন। বাজারে বেড়েছে সবজির দাম। মাঠে ধান কাটায় ব্যস্ত কৃষকের অবস্থা খুবই নাজুক। গরমের কারণে বেশি মজুরি দিয়ে শ্রমিক নিতে হচ্ছে। আবার বেশি মজুরি দিয়েও অনেক জায়গায় শ্রমিক মিলছে না। এদিকে তীব্র গরমের কারণে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। যশোর বিমানবন্দর আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলায় কয়েকদিন মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বিরাজ করছে। এর মধ্যে দুদিন দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয় এ জেলায়। যা ছিল গত বুধবার (২৩ এপ্রিল) ৩৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি ও মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) ৩৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) যশোরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) বেড়ে

দাঁড়িয়েছে ৩৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। রিকশাচালক শাহজাহান বলেন, 'গরমে সামান্য সময় রিকশা চালিয়ে কিছুক্ষণ জিরুতি (বিশ্রাম নেওয়া) না পারলি আর কাজ করা যাচ্ছে না। দু'তিনডে ভাড়া মারার পর ছাওয়ায় বসে কিছু না খেয়ে আর ভাড়া মারার ইচ্ছা হয় না। 'যশোর রেলবাজারের সবজি বিক্রেতা ইব্রাহিম হোসেন বলেন, 'ঠা-ঠা রোদে গা পুড়ে যাচ্ছে। খরতাপে রাস্তা থেকেও বের হচ্ছে তাপ। এ পরিস্থিতিতে রাস্তার পাশে ছাতির তলায় বসে থাকাও যাচ্ছে না। খরিদ্দাররা ভোরের দিকে এসে সামান্য কেনাকাটা করে চলে যাচ্ছে। তার ওপর বাজারে সবজি কম, দামও বেশি। শার্শা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের ঘিবা গ্রামের কৃষক আব্দুল গণি বলেন, যে গরম আর রোদ পড়েছে মাঠে টিকে থাকা দায়। কিন্তু উপায় নেই। ঝড়-বৃষ্টির আগে যদি মাঠের পাকা ধান উঠোতি না পারি তাহলে চরম ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। একই কথা বলেছেন লক্ষণপুর ইউনিয়নের বহিলাপোতা গ্রামের ওমর আলী। তিনি বলেন, এখনও মাঠে প্রচুর ধান পাকা পড়ে আছে। গরমের কারণে শ্রমিকের অভাবে তা কাটা সম্ভব হচ্ছে না। শ্রমিক যাও পাওয়া যাচ্ছে, তাদের মজুরি দিতে হচ্ছে অনেক বেশি। ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কায় কৃষকরা বাধ্য হয়ে তাই মাঠে একযোগে কাজ করে ধান গোয়ালে ওঠানোতে সময় পার করছেন। তবে গরমের কারণে কাজে খুব একটা এগোনো যাচ্ছে না। যশোর শহরের সিটিপ্লাজা ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সভাপতি শফিকুর আজাদ বলেন, ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ। গরমের কারণে দিনের বেলায় দোকানগুলোতে খুব একটা খরিদ্দাররা আসছেন না। সন্ধ্যায় সামান্য কয়েকজনের আনাগোনা দেখা যায়। জেলা শহরের সব বিপণিবিতানগুলোতে একই পরিস্থিতি। তিনি আরও বলেন, গরমে মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ফাস্টফুডের দোকানগুলোতে ভাজাপোড়া বিক্রি একেবারে কমে গেছে। ২-এর পাতায় দেখুন

পোপ ফ্রান্সিসের শেষকৃত্যে যোগ দিতে দোহা থেকে রোমে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কাতারের দোহা থেকে সরাসরি ইতালির রাজধানী রোমের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) সকালে তিনি কাতার ত্যাগ করেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টা ইতালি সময় দুপুর ২ টা ১৫ মিনিটে রোমে পৌঁছাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ইতালিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং ভ্যাটিকান সিটিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তাকে স্বাগত জানাবেন। শনিবার (২৬ এপ্রিল) পোপ ফ্রান্সিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। শফিকুল আলম জানান, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার বাইরে প্রধান উপদেষ্টার অন্য কোনো ধরনের বৈঠক সেখানে নেই। আগামী রোববার (২৭ এপ্রিল) তার দেশে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস গত সোমবার ভ্যাটিকানে মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি গত ১২ বছর রোমান ক্যাথলিক গির্জার সর্বোচ্চ নেতার দায়িত্ব পালন করেন।

কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তান ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে গোলাগুলি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানি ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) রাতে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে সেখানে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি। অবশ্য ভারতীয় গণমাধ্যমে গোলাগুলির এই খবর এলেও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বা দেশটির সংবাদমাধ্যমে এখনও এ বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। এনডিটিভির প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মিরে নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) বরাবর বৃহস্পতিবার রাতের দিকে ভারতীয় সেনা চৌকির দিকে গুলি চালায় পাকিস্তানি সেনারা। জবাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীও পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। সেনা সূত্রে জানা গেছে, এই গোলাগুলিতে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এর আগে, গত মঙ্গলবার বিকেলে পেহেলগামের বৈসারণ উপত্যকায় সশস্ত্র হামলায় ২৬ জন নিহত হন। তাদের মধ্যে ২৫ জন ভারতীয় এবং একজন নেপালের নাগরিক। ওই হামলার পর ভারত দাবি করে-এটি পাকিস্তান থেকে পরিচালিত একটি জঙ্গিগোষ্ঠীর কাজ। তবে পাকিস্তান এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং হামলার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে জানিয়েছে। হামলার পরে প্রথমে ২-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা 'সর্বাত্মক যুদ্ধে' রূপ নিতে পারে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, পারমাণবিক শক্তিধর দুই দেশের মধ্যে পূর্ণ মাত্রার সংঘাতের সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্বকে 'চিন্তা' করতে হবে। ভারতের সাথে উত্তেজনা 'সর্বাত্মক যুদ্ধে' রূপ নিতে পারে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজকে ২-এর পাতায় দেখুন

ভারতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার হুমকি পাকিস্তানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাশ্মীরের পেহেলগামে ভয়াবহ বন্দুক হামলার পর ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নতুন করে উত্তেজনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে ভারত একতরফাভাবে 'সিন্ধু পানি চুক্তি' স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে। জবাবে ইসলামাবাদ হুঁশিয়ারি দিয়েছে, এ ধরনের পদক্ষেপ 'যুদ্ধ ঘোষণার শামিল' এবং তার জবাব দেওয়া হবে 'সকল ধরনের প্রচলিত ও অপ্রচলিত (অর্থাৎ পরমাণু) শক্তি দিয়ে'। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি গত বুধবার চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয়। বলা হচ্ছে, পাকিস্তানের ওপর চাপ বাড়ানোর অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ। পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ (এনএসসি) বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানায়, পানি হচ্ছে দেশের 'জীবনরেখা', যা ২৪ কোটিরও বেশি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। তাই পানির প্রবাহ বন্ধ করা হলে ২-এর পাতায় দেখুন

শহীদি সমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই, পিলখানা ও শাপলা চত্বরের ঘটনার বিচার এবং গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে রাজধানীতে 'শহীদি সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) বিকেল সোয়া ৩টায় শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে ইনকিলাব মঞ্চের ব্যানারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগকে নির্বাহী আদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পরবর্তী সময়ে বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত নিষিদ্ধ করতে হবে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে জুলাই অভ্যুত্থানে চোখ হারানো এক আহত ব্যক্তি বলেন, আমি চোখহারা জুলাই যোদ্ধা হয়ে বলতে চাই, এই দেশে আওয়ামী লীগের কোনো পুনর্বাসন হতে পারে না। যারা তাদের পুনর্বাসন করতে চায়, তাদের এ ২-এর পাতায় দেখুন

অস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন অভিযানে 'গুলি চালাতে পারবেন' মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তারা

স্টাফ রিপোর্টার : ১৭ বছর পর অবশেষে পেশাগত কাজে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি পেলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) কর্মকর্তারা। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা এখন থেকে মাদকবিরোধী অভিযানের সময় ৯ এমএম আধা-স্বয়ংক্রিয় পিস্তল ব্যবহার করতে পারবেন। গত ২১ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহারের সংশোধিত নীতিমালা অনুমোদন করে গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে। তবে গুলি করার ক্ষেত্রে কড়া নিয়ম মেনে চলতে বলা হয়েছে। অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে নীতিমালায় বলা হয়েছে- 'একমাত্র সর্বশেষ পন্থা' হিসেবে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা যাবে। তবে আদেশ প্রদানকারীকে অধিদপ্তর বা নির্বাহী তদন্তে গুলি করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হবে। গুলি করার আদেশ দেওয়ার আগে যত দূর সম্ভব বলপ্রয়োগ (যেমন লাঠিপেটা ও অস্ত্রের বাঁট দিয়ে আঘাত) করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা যাবে না। মাদক নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে সুরক্ষিত অস্ত্রাগার না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্র সংরক্ষণ করতে হবে জেলা প্রশাসকের ট্রেজারি রুম অথবা জেলা পুলিশ লাইনস বা সংশ্লিষ্ট থানার অস্ত্রাগারে। নীতিমালায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক থেকে সাব-ইন্সপেক্টর পর্যন্ত ৫৭৯ জন কর্মকর্তাকে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, যত দূর সম্ভব ন্যূনতম বলপ্রয়োগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে। তাতে কাজ না হলে দুই-একটি গুলি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে। কোনোভাবেই প্রথমে দুটি ফাঁকা ও সরাসরি একটির বেশি গুলি চালানো যাবে না। নীতিমালায় বলা হয়েছে, অধিদপ্তরের ৯০ জন উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ৯৩ জন, পরিদর্শক ১৮৬ জন এবং উপপরিদর্শক ২১০ জন মোট ৫৭৯ জন ৯ মিমি সেমি অটোমেটিক পিস্তল ব্যবহার করবেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, তাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, মাঠপর্যায়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অস্ত্র দেওয়া। কারণ, মাদকবিরোধী ২-এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আ. লীগের উপকমিটির সদস্য রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের পক্ষে মিছিল করার অভিযোগে রাজধানীর পল্টন থানার সন্ত্রাস বিরোধী আইনের মামলায় আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক উপকমিটির সদস্য সন্তোষ কুমার মল্লিকের ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল শুক্রবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাউসার পারভীন এ রিমান্ডের আদেশ দেন। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পল্টন মডেল থানার সাব-ইন্সপেক্টর আজিজুল হক সুমন তাকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষে সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর জামিনের বিরোধিতা করে। শুনানি শেষে আদালত তার দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ২-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তান-ভারতকে 'সর্বোচ্চ সংযম' দেখাতে বলল জাতিসংঘ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত-শাসিত কাশ্মিরের পেহেলগামে প্রাণঘাতী হামলার পর পাকিস্তান ও ভারতকে "সর্বোচ্চ সংযম" দেখাতে বলেছে জাতিসংঘ। মূলত হামলার পর দুই দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি কূটনৈতিক পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এই আহ্বান জানিয়েছেন। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি। হামলার ঘটনাটি ঘটেছে ভারত-শাসিত জম্মু ও কাশ্মিরের পেহেলগামে ড় যা গ্রীষ্মকালে হাজার হাজার পর্যটকের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র। বন্দুকধারীদের গুলিতে সেখানে কমপক্ষে ২৬ জন নিহত হন, যাদের প্রায় সবাই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দা এবং একজন নেপালের নাগরিক। আহত হন আরও অন্তত ১৭ জন। এই ঘটনায় পাকিস্তানের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে ভারত। তবে ভারতের দাবি প্রত্যাখ্যান করে কাশ্মিরের এই হামলাকে সাজানো ঘটনা বলে দাবি করেছে পাকিস্তান। দেশটি বলেছে, এটি ছিল একটি ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশনড়অর্থাৎ নিজেরাই ঘটিয়ে অন্যের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা। হামলার এই ঘটনার পর উভয় দেশই উভয়ের ২-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টার : পাকিস্তানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে ইসলামাবাদে একটি পাঁচতারকা হোটেলে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান ও তার সহধর্মিণী নাহিদ রওশন এবং হাইকমিশনের কর্মকর্তারা অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রতিরক্ষাবিষয়ক ফেডারেল মন্ত্রী খাজা মোহাম্মদ আসিফ প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আরও কয়েকজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, সিনেটর, ও জাতীয় পরিষদের সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, প্রবাসী বাংলাদেশিসহ পাঁচ শতাধিক অতিথি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ২-এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শহরের গরিব শ্রমজীবী মানুষের জন্য বিনামূল্যে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিশুদ্ধ পানির দাবিতে যৌথভাবে এ গণসমাবেশের আয়োজন করে ভাববৈঠকি, জুলাই কমিউনিটি অ্যালায়েন্স মিরপুর, গণঅভ্যুত্থান সুরক্ষা মঞ্চ।

নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন বাতিলের দাবিতে খেলাফত মজলিসের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনকে 'ধর্মবিদ্বেষী ও ইসলামবিরোধী' আখ্যায়িত করে অবিলম্বে এটি বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে বিক্ষোভ মিছিল পূর্ববর্তী সমাবেশে দলের মহাসচিব ড. আহমদ আবদুল কাদের এই দাবি জানান। মহাসচিব বলেন, কিছু উচ্ছিষ্টভোগী নাস্তিক ও পশ্চিমা দালালদের দিয়ে এই কমিশন গঠন করা হয়েছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের ধর্মীয় ও পারিবারিক কাঠামোকে ধ্বংস করা। তিনি আরও বলেন, নারীর অধিকার নিশ্চিত করার নামে তারা আসলে ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। অভিন্ন পারিবারিক আইন, বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার এবং ভরণপোষণের ২-এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়ে ব্যয় কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : বিদ্যুতের দাম না বাড়য়ে ব্যয় কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। যদিও সরকারের ওপর দাতা সংস্থা আইএমএফ ঋণের শর্ত হিসেবে বিদ্যুতের ভর্তুকি তুলে দেয়ার চাপ রয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ খাতে বিপুল পরিমাণ লোকসানের কারণে প্রতিবছরই বাড়ছে সরকারের আর্থিক চাপ। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিগত সরকার দফায় দফায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করেছে। তবে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চেষ্টা করছে অযাচিত ব্যয় কমিয়ে ও দুর্নীতির লাগাম টেনে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার। বিদ্যুৎ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিদ্যুৎ খাতের খরচ কমাতে সরকার পুরনো, অদক্ষ ও ব্যয়বহুল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পর্যায়ক্রমে বন্ধ ও সিস্টেমলস কমানো, ক্যাপাসিটি চার্জ কমানো, কেনাকাটায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে সস্তা জ্বালানিকে অগ্রাধিকার দেয়া, পিডিবি ও অন্যান্য সংস্থাগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যয় হ্রাস, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, সব ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হওয়াসহ বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি ৬৮২ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়েকটি রেন্টাল, কুইক রেন্টাল এবং আইপিপি কেন্দ্রের সঙ্গে চুক্তি করা হবে। তাতে এক অর্থবছরে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। সূত্র জানায়, বিগত সরকারের দেড় দশকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে। তাতে বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়লেও প্রয়োজনীয়

জ্বালানির অভাবে চাহিদামতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে না। আবার প্রাথমিক জ্বালানির সংস্থান নিশ্চিত না করে চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ফলে এখন ওসব কেন্দ্রের মাত্রাতিরিক্ত ক্যাপাসিটি চার্জ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলত বিদ্যুৎ খাতে অযৌক্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ব্যয়বহুল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং বিনা দরপত্রে কাজ দেয়ার কারণে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। ফলে বিদ্যুৎ খাতের লোকসান এবং ভর্তুকি বাড়তে থাকায় দফায় দফায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করা হয়। এমনকি এক বছরে তিনবার বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিরও রেকর্ড আছে। আর বিদ্যুতের ২-এর পাতায় দেখুন

পারভেজ হত্যার প্রধান আসামি মেহেরাজ ৫ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাহিদুল ইসলাম পারভেজ হত্যা মামলার প্রধান আসামি মেহেরাজ ইসলামের পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরা মাহবুবের আদালত এ আদেশ দেন। এদিন তাকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার পরিদর্শক এ কে এম মাইন উদ্দিন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক আসামির জামিন নামঞ্জুর করে পাঁচদিনের ২-এর পাতায় দেখুন

দেশে কলেজ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ অতিষ্ঠ জনগণ, বিরক্ত পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : ভরদুপুরে ব্যস্ত নগরে নানামুখী কাজে মানুষ যখন বাইরে সময় পার করছেন, তখন হঠাৎ কলেজ ইউনিফর্ম পরা কিছু কিশোর গুরুত্বপূর্ণ সড়কের দুপাশে জড়ো হয়ে পাল্টাপাল্টি ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করছেন। আবার একপক্ষ আরেক পক্ষকে দিচ্ছে ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া। কিছু সময় পর পর 'ধর ধর ধর' স্লোগানেও তারা একে অন্যকে পরাস্ত করতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে এ যেন কোনো সিনেমার অ্যাকশন দৃশ্য। তবে এটিই বেশ স্বাভাবিক এবং অতিপরিচিত দৃশ্য রাজধানীর সায়েন্সল্যাব, নিউমার্কেট এবং ধানমন্ডি এলাকার সাধারণ মানুষ, দোকানি এবং ব্যবসায়ীদের কাছে। আর বিষয়টি নিয়ে বেশ বিরক্ত স্থানীয় থানা পুলিশ থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও। স্থানীয়রা বলছেন, ব্যস্ত দুপুরে হঠাৎ শুরু হওয়া হইচই, রাস্তাজুড়ে দৌড়াদৌড়ি, ইট ছোঁড়া কিংবা কাঁদানে গ্যাসে কাশতে থাকা সাধারণ

মানুষড় সবই এখন পরিচিত দৃশ্য। তাই পুলিশ থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এসব ঘটনা যেন একটা 'সিজনাল ফেস্টিভ্যালে' পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে মাঝেমধ্যে আবার যুক্ত হন ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরাও। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সংঘর্ষ, মারামারি এতটাই বেড়েছে যে, শিক্ষার্থীদের দৌড়াদৌড়ি দেখলেই এলাকাবাসী থেকে ২-এর পাতায় দেখুন

রিমান্ড শেষে কারাগারে সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হক

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার মো. পারভেজ মিয়া হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে ৪ দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাউসার পারভীন এ আদেশ দেন। এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক মো. নাজমুল হাসান তাদের কারাগারে রাখার আবেদন করেন। পরে শুনানি শেষে আদালত তা মঞ্জুর করেন। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সালমান এফ ২-এর পাতায় দেখুন

বাজেট সাপোর্ট হিসেবে তিন বিলিয়ন ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, আগামী বাজেট কী হবে তা বলা মুশকিল। গত বাজেট নিয়ে আলোচনা করছি। তিন বিলিয়ন ডলার বাজেট সাপোর্ট মিলবে। এগুলো পেতে ঋণচুক্তি হবে। সব কিছু ঠিক হলে চলতি জুনে পাওয়া যাবে। বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ২-এর পাতায় দেখুন

ইলিয়াস কাঞ্চন ও শওকত মাহমুদের নেতৃত্বে নতুন দলের আত্মপ্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : জনপ্রিয় অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চনের নেতৃত্বে 'জনতা পার্টি বাংলাদেশ' নামে নতুন রাজনৈতিক দলের যাত্রা শুরু হয়েছে। এ দলের স্লোগানড় 'গড়বো মোরা ইনসাফের বাংলাদেশ'। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে নতুন এ দলটির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে দলের রূপরেখা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত জানানো হবে। দলের চেয়ারম্যান হলেন ইলিয়াস কাঞ্চন নিজেই। ১৯৯৩ সালে স্ত্রী জাহানারা কাঞ্চনের সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর থেকে তিনি 'নিরাপদ ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শনিবার ॥ ২৬ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১৩ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

গাজায় ইসরাইলি হামলায় ৬০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজায় হামলা চালিয়ে আরও ৬০ জনের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) থেকে চালানো হামলায় তারা নিহত হন। গাজাজুড়ে অব্যাহত হামলা চালানোর কারণে হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলছে। ১৮ মার্চ যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে হামলা চালানো শুরু করে দখলদার বাহিনী। তারপর থেকে প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন পাঁচ হাজার ২০৭ জন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুদ্ধে এখন পর্যন্ত মোট ৫১ হাজার ৩৫৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন এক লাখ ১৭ হাজার ২৪৮ জন। যদিও গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত মোট নিহতের সংখ্যা ৬১ হাজার ৭০০ জনের বেশি। কারণ ধ্বংসস্তূপের নিচে যারা চাপা পড়েছেন তাদেরও নিহতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদিকে ইসরায়েলের ডানপন্থি জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির আইন প্রণেতারা গাজায় খাদ্য ও ত্রাণ ডিপোতে বোমা হামলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তার ?'স্পষ্ট অবস্থান'কে সমর্থন করেছে। এর অর্থ দাঁড়ায় গাজায় হামলা আরও জোরদার হতে পারে। এর আগে ইয়েমেন থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ইয়েমেন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কারণে হাইফা, কিরিয়াত আতা এবং পশ্চিম গ্যালিলিসহ উত্তর ইসরায়েলে বিমান হামলার সাইরেন বেজে ওঠে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, তারা বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করেছে এবং ক্ষেপণাস্ত্রটি সফলভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

দুঃসংবাদ দিল আবহাওয়া অফিস

স্টাফ রিপোর্টার : বৈশাখের প্রথম ভাগে দেশের সব বিভাগে বৃষ্টির পর আবারও বেড়েছে তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার দেশের সর্বোচ্চ থার্মোমিটারের পারদ ছাড়িয়েছে ৩৯ ডিগ্রি রাজশাহীতে। টানা ৪ দিন ধরে তাপপ্রবাহ বইছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। আজও দেশের এক বিভাগ ও ৬ জেলায় তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এটি আরও অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) রাজশাহী বিভাগসহ টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, দিনাজপুর, নীলফামারী, যশোর ও চুয়াডাঙ্গা জেলাসমূহের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। এ ছাড়া আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। আজ শুক্রবার সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপামাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। প্রবাহমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে।

শনিবার (২৬ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

এমন দেশ চাই, যেখানে বৈষম্য থাকবে না: জামায়াত আমির

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, আমরা এমন একটি দেশ চাইড়যেখানে কোনো শোষণ, জুলুম ও মানুষে মানুষে কোনো বৈষম্য থাকবে না; দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হবো না এবং সবার অধিকার থাকবে সমান। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) সকাল ১১টায় ময়মনসিংহ নগরীর সার্কিট হাউস মাঠে জেলা ও মহানগর জামায়াতের কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। জামায়াত আমির বলেন, আমরা শুনতে পাচ্ছি, সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মূল কর্তৃত্ব থাকবে নিম্নকক্ষের হাতে। এটি হবে বর্তমান পদ্ধতিতে, আর উচ্চকক্ষ হবে পিআর পদ্ধতিতে। উচ্চকক্ষ যদি পিআর পদ্ধতিতে হয় তাহলে নিম্নকক্ষ কেন হতে পারবে না? একই দেশে দুই পদ্ধতির প্রয়োজন কী? পৃথিবীর ৬২টি দেশ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করে। ইউরোপের ২৬টি দেশের মধ্যে ১৬টি দেশ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করে। এই সুফল যদি তারা যুগ যুগ ধরে পেয়ে থাকে তাহলে আমরা এ সুবিধা থেকে জাতিকে বঞ্চিত করার কে। এটা যারা মানবেন না, মনে করতে হবেড়তারা হলো বিচার মানি কিন্তু তালগাছটা আমার। ডা. শফিকুর রহমান আরও বলেন, নারী অধিকার সংস্কারের নামে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট জমা হয়েছে। সেই রিপোর্টের বেশ কিছু জায়গায় কোরআন ও সুন্নার সম্পূর্ণ খেলাপ কিছু সুপারিশ জমা হয়েছে। কিন্তু যারা এই সুপারিশ পেশ করেছেন, তারা এদেশের সাড়ে ৯ কোটি মায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তারা যে জায়গায় সমাজকে নিতে চায়, সেটা হতে দেওয়া হবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস দেশে ফিরলেই এটি বাতিলের জন্য আহ্বান জানানো হবে। মহানগর জামায়াতের আমির মাওলানা কামরুল আহসান এমরুলের সভাপতিত্বে ও মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যাপক শহীদুল্লাহ কায়সার এবং জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মোজাম্মেল হক আকন্দের যৌথ সঞ্চালনায় কর্মী সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেনড় কেন্দ্রীয় নির্বাহী মিডিয়া ও প্রচার সম্পাদক অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ, মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমির আসাদুজ্জামান সোহেল, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যক্ষ কামরুল হাসান মিলন, কিশোরগঞ্জ জেলা আমির অধ্যাপক রমজান আলী, নেত্রকোনা জেলা আমির অধ্যাপক সাদেক আহমেদ হারিছ, জামালপুর জেলা সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আবদুল আওয়াল, ছাত্রশিবির সাবেক সভাপতি হাফেজ রাশেদুল ইসলাম, ময়মনসিংহ মহানগর সাংগঠনিক সম্পাদক ৭-এর পাতায় দেখুন

রানা প্লাজার ঘটনায় শুধু রানার বিচার হলেই আমি খুশি

— শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ বলেছেন, রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় শুধু রানার বিচার হলেই আমি খুশি। যারা কারখানার ও বিল্ডিংয়ের পারমিশন দিয়েছে, কারও কিছু দরকার নেই। শুধু রানার বিচার হলেই হবে। গতকাল শুক্রবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তন হলে ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। রানা প্লাজার দুর্ঘটনার স্মৃতিচারণমূলক দুই দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ বলেন, আমরা একটা প্ল্যান করছি, সেখানে আইনি বিচারের দাবি থাকবে, রানা প্লাজার থেকে শিক্ষা নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া পরিবর্তন হওয়া দরকার, সেগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে সাবমিট করতে হবে। আপনারা প্রতিবেদন দিলে ৭-এর পাতায় দেখুন

সবজির বাজার চড়া, পেঁয়াজ ডিমও বাড়তির তালিকায়

স্টাফ রিপোর্টার : অস্থির হয়ে উঠেছে সবজির বাজার। শীত মৌসুমের সবজি নিয়ে গত তিন-চার মাস সাধারণ ক্রেতাদের মাঝে যে স্বস্তি ছিল, তা আর নেই। বাজারে এখন বেশির ভাগ সবজির দাম ৭০ টাকার ওপরে। পাশাপাশি বাড়তির তালিকায় রয়েছে পেঁয়াজ ও ডিম। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) রাজধানীর কারওয়ান বাজার, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট ও নাখালপাড়া সমিতি বাজার ঘুরে এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। বাজারগুলোতে প্রতি কেজি ঢ্যাঁড়শ, পটোল, শালগম, ঝিঙা, চিচিঙ্গার কেজি ৬০ থেকে ৭০ টাকা। উচ্ছে ও বেগুন কিনতে খরচ করতে হচ্ছে কেজিতে ৭০ থেকে ৮০ টাকা। এর চেয়ে বেশি দর দেখা গেছে বরবটি ও কাঁকরোলের। গ্রীষ্মকালীন এসব সবজি বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ১০০ থেকে ১২০ টাকায়। শজিনার দর সব সময় কিছুটা বেশি থাকে। এর কেজি দেখা গেছে ১২০ থেকে ১৩০ টাকা। গাজর ও টমেটোর কেজি ৩০ থেকে ৪০ টাকা। দাম বেড়েছে শসারও। কেজিপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ৭০ থেকে ৮০ টাকা। বেড়েছে কাঁচামরিচের দাম। মানভেদে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৭০ থেকে ১০০ টাকায়। আলুর দর এখনও কম। প্রতি কেজি কেনা যাচ্ছে ২০ থেকে ২২ টাকায়। সবজির দাম বাড়লেও গত বছরের এই সময়ের তুলনায় কিছুটা কম রয়েছে। তখন বেশির ভাগ সবজির দাম ৮০ টাকার ওপরে ছিল। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, শীতকালীন সবজির মৌসুম শেষ হয়ে এসেছে। এখন গ্রীষ্মকালীন কিছু সবজি আসা শুরু হয়েছে। এগুলোর উৎপাদন খরচ তুলনামূলক বেশি। দামও শুরুর দিকে একটু বেশি থাকে। তাদের ভাষ্য, এবার শীত মৌসুমে সবজির দাম অনেক কম ছিল। এতে কৃষকদের লোকসান গুনতে হয়েছে। ফলে এখন তারা কিছুটা দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছেন। কারওয়ান বাজারের সবজি বিক্রেতা কামাল আহমেদ বলেন, দর কমে ৭-এর পাতায় দেখুন

কোহিনুর কেমিক্যাল ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক আচরণ সমর্থন করে না

স্টাফ রিপোর্টার : ধর্ম অবমাননার অভিযোগে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সড়ক অবরোধের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা দিয়েছে কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড। গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, কোহিনুর কেমিক্যাল বাংলাদেশের একটি ৭০ বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও এটি দেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্রয়ক্ষমতার আওতায় গুণগতমানসম্পন্ন সাবান, প্রসাধনী ও ডিটারজেন্ট উৎপাদন ও বাজারজাত করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরে একটি মসজিদ রয়েছে, যেখানে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে নামাজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২০ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির এক কর্মকর্তা তার অধীনস্থ এক সহকর্মীর সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করার সময় কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করেনড় যা এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান কর্মীর ধর্মীয় ৭-এর পাতায় দেখুন

বেরাইদে ৭ কিমি রাস্তার কাজ শেষ পর্যায়ে: ডিএনসিসি প্রশাসক

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বেরাইদ এলাকায় ৭ কিমি রাস্তার কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে, পাশাপাশি আরও ১৯ কিমি রাস্তার কাজ শিগগিরই শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। গতকাল শুক্রবার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি একথা জানান। প্রশাসক বলেন, নতুন ওয়ার্ডগুলো পরিকল্পিতভাবে নগরায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। অপরিকল্পিত বাড়িঘর ও সংকুচিত রাস্তাগুলো চিহ্নিত করে প্রশস্তকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পুরনো ও নতুন এলাকার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। পুরনো এলাকায় মাঠ, পার্ক ও ফুটপাত দখল হয়ে আছে, যেগুলো আমরা উদ্ধার করছি। আর নতুন ১৮টি ওয়ার্ডে রাস্তা, ড্রেন, ফুটপাতসহ মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, 'বেরাইদে রাস্তার আবেদনগুলো যাচাই করছি। জনগণের উপকার হলে তবেই রাস্তা নির্মাণ করা হবে। চলমান কাজে অনিয়মের প্রসঙ্গে তিনি জানান, কিছু জায়গায় ত্রুটি পাওয়া গেছে, ঠিকাদারকে তা নিজ খরচে ঠিক করতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে বাসাবাড়ি পরিষ্কার রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রশাসক ৭-এর পাতায় দেখুন

২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৬৪২

স্টাফ রিপোর্টার : সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত এক হাজার ৭২ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৭০ জন। সবমিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার হয়েছেন এক হাজার ৬৪২ জন। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) বিকেলে পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) ইনামুল হক সাগর এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত এক হাজার ৭২ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৫৭০ জন। এ সময়ে মোট গ্রেফতার করা হয়েছে এক হাজার ৬৪২ জনকে। বিশেষ অভিযানে একটি পিস্তল, একটি একনলা বন্দুক, পাঁচটি পাইপগান, দুইটি ওয়ান শুটারগান, একটি ম্যাগাজিন, চার রাউন্ড গুলি, চার রাউন্ড কার্তুজ, পাঁচটি চাইনিজ কুড়াল, একটি রামদা, তিনটি দা, একটি কিরিচ, তিনটি চাকু, একটি ৭-এর পাতায় দেখুন

৮০০ কর্মী-স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে ডিএসসিসির বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : ৮০০ জন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর সমন্বয়ে মশা নিধন এবং বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএসসিসির প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া। সকালে শুরু হওয়া এ অভিযানে ডিএসসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৪৫০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী, স্বাস্থ্য বিভাগের ৫০ জন মশককর্মী, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবক, বিডি ক্লিনের ৫০ জন এবং ধানমন্ডি সোসাইটির ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক অংশ নেন। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকাকে সাতটি জোনে ভাগ করে মূল রাস্তা, লেক, পার্ক, মসজিদ, ঈদগাহ সংলগ্ন এলাকা ৭-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম নগরীর লালদিঘী এলাকায় ঐতিহ্যবাহী জব্বারের বলী খেলা ঘিরে বৈশাখি মেলায় গৃহস্থালি ও ঘর সাজানোর পণ্য কিনতে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের ভিড়। ছবিটি শুক্রবার তোলা।

বার কাউন্সিল পরীক্ষায় ভুয়া প্রশ্নপত্র ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

স্টাফ রিপোর্টার : অ্যাডভোকেটশিপ তালিকাভুক্তির এমসিকিউ পরীক্ষার কিছু ভুয়া প্রশ্নপত্র সরবরাহের ঘটনায় মিজানুর রহমান নামে এক ব্যক্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সচিব মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এ বিষয়ে বার কাউন্সিলের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দেশের আইনজীবীদের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য অ্যাডভোকেটশিপ তালিকাভুক্তির এমসিকিউ পরীক্ষার কিছু ভুয়া প্রশ্নপত্র সরবরাহের তথ্য কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হয়েছে এবং এই বানোয়াট প্রশ্ন ছড়ানোর অভিযোগে মিজানুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে ইতোমধ্যে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা গ্রেপ্তার করেছে। তার বিরুদ্ধে রাজধানীর শাহবাগ থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের করা ৭-এর পাতায় দেখুন

অলস পড়ে রয়েছে সমুদ্র তলদেশ দিয়ে জ্বালানি তেল পরিবহনের প্রকল্প

স্টাফ রিপোর্টার : আট হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং বা এসপিএম প্রকল্পের নির্মাণকাজ শেষ হলেও অপারেটর নিয়োগের অভাবে তা চালু হচ্ছে না। ফলে কক্সবাজারের মাতারবাড়ী থেকে সমুদ্র তলদেশ দিয়ে চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল) পর্যন্ত জ্বালানি তেল পরিবহনের সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং বা এসপিএম প্রকল্পটি অলস পড়ে রয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রকল্পটি উদ্বোধনের পরও অপারেশন শুরু না হওয়ায় অপচয় হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ। অথচ নির্মাণকাজ চলাকালেই অপারেটর নিয়োগসহ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গঠনের উদ্যোগ নেয়া হলে প্রকল্পটি চালুর সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি তেল পরিবহন শুরু করা সম্ভব হতো। কিন্তু এখনো অপারেটর নিয়োগ ও উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ায় প্রকল্পটি চালু হতে সময় লাগতে পারে আরো এক থেকে দেড় বছর। মূলত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনসহ (বিপিসি) সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের অদক্ষতা ও দূরদর্শিতার অভাবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) সংশ্লিষ্ট সূত্র এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিগত ২০১৫ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত সমুদ্র তলদেশ দিয়ে জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য ইনস্টলেশন অব এসপিএম উইথ ডাবল পাইপ লাইন শীর্ষক প্রকল্পটির মূল ও সংশোধিত উন্নয়ন প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করা হয়। শুরুতে প্রকল্পটির ব্যয় প্রায় ৪ হাজার ৯৩৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আরো তিন দফা বাড়িয়ে সংশোধিত ব্যয় ৮ হাজার ২৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। জিওবি ও বিপিসির অর্থায়নে প্রকল্পটিতে চায়না এক্সিম ব্যাংক ঋণ দেয়। চায়না পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড (সিপিপিইসি) প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কাজ করে। প্রকল্পটিতে ২২০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। তার মধ্যে অফশোর পাইপলাইন ১৩৫ কিলোমিটার, এইচডি ক্রসিংয়ের অফশোর অংশ ১১ কিলোমিটার এবং মোট অনশোর পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় ৭৪ কিলোমিটার। তাছাড়া সমুদ্র থেকে মহেশখালী ট্যাংক টার্মিনাল পর্যন্ত ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ দুটি পাইপলাইন এবং মহেশখালী থেকে ইস্টার্ন রিফাইনারি অংশে সাগরের তলদেশে ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৯৪ কিলোমিটার ৭-এর পাতায় দেখুন

সৌদির কাছে ১০০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বেচবে যুক্তরাষ্ট্র, চুক্তি শিগগির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবকে ১০ হাজার কোটি ডলারের (১০০ বিলিয়ন) বেশি মূল্যের অস্ত্র সরবরাহের একটি চুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছয়টি সূত্রের বরাতে সংস্থাটি বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) জানিয়েছে, আগামী মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সৌদি আরব, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের আগেই এ চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। রয়টার্স জানায়,

লকহিড মার্টিন, আরটিএক্স করপোরেশন, বোয়িং, নর্থরপ গ্রুম্যান এবং জেনারেল অ্যাটমিকসের মতো শীর্ষ অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানিগুলো এ চুক্তির আওতায় থাকছে। ট্রাম্পের সফরসঙ্গী হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শীর্ষ নির্বাহীর যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সূত্রগুলো জানায়, চুক্তির আওতায় সৌদি আরবকে সি-১৩০ পরিবহন প্লেন, ক্ষেপণাস্ত্র এবং রাডার সিস্টেমসহ নানা রকম উন্নত অস্ত্র সরবরাহ করা হতে পারে। তবে সৌদি আরব লকহিড মার্টিনের তৈরি অত্যাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান পাবে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র সাধারণত কেবল ন্যাটোর মিত্র দেশ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়াকে এ যুদ্ধবিমান সরবরাহ করে। রয়টার্স জানায়, সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সৌদি আরবের সঙ্গে একটি নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তির চেষ্টা করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল ইসরায়েলের সঙ্গে সৌদির সম্পর্ক স্বাভাবিক করা। সেই প্রস্তাবিত চুক্তিতে চীনা বিনিয়োগ ৭-এর পাতায় দেখুন

ইয়েমেনে ৭ ড্রোন ধ্বংস, পেন্টাগনের ২০০ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীরা ছয় সপ্তাহেরও কম সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি রিপার ড্রোন ভূপাতিত করেছে, যার মোট মূল্য ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। ইরান-সমর্থিত এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে এটি পেন্টাগনের জন্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ও নাটকীয় আর্থিক ক্ষতির ঘটনা। প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন, গত এক সপ্তাহেই তিনটি রিপার ড্রোন ভূপাতিত হয়েছেড় যা ইয়েমেনে মার্কিন ড্রোনগুলোর ওপর হুতিদের হামলার ক্ষমতা আরও উন্নত হয়েছে। হুতিদের হামলায় ধ্বংস হওয়া এসব ড্রোনের মধ্যে কিছু ড্রোন সাগরের মধ্যে পড়েছে, আর কিছু ড্রোন স্থলভাগে পড়ে ভেঙে গেছে। এসব ড্রোন হামলা চালানোর জন্য বা নজরদারি কাজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্র হুতিদের ওপর হামলা বাড়িয়েছে। ৭-এর পাতায় দেখুন

স্রোত নেই, তবু ভাঙছে মধুমতি

নড়াইল প্রতিনিধি : নড়াইলের লোহাগড়ার মধুমতি নদীতে বর্তমানে নেই কোন স্রোত, তবুও থেমে নেই কয়েকটি গ্রামের নদী ভাঙন। কোন কোন এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের দেওয়া বালির বস্তাগুলো নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে। ফলে আগের বস্তা সরে গিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছে ভাঙন। এমন দৃশ্য দেখা গেছে, লোহাগড়া উপজেলার শালনগর ইউনিয়নের কাশিপুর, মাকড়াইল,রামচন্দ্রপুর ও নওখোলা গ্রামে। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, লোহাগড়া উপজেলার শালনগর ইউনিয়নের চারটি গ্রামের ফসলি জমিসহ ঘরবাড়ি একের পর এক নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে। ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ আমলে নির্মিত মাকড়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ আশপাশের ৩টি স্কুল, কয়েকটি মসজিদ, আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং গ্রামীণ সড়ক। বর্ষা মৌসুমে মধুমতি নদীতে ভাঙন দেখা দিলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোন জায়গায় বালির বস্তা ফেলে বাঁধ নির্মাণ করায় ভাঙন কিছুটা রোধ হয়েছিল। তবে ড্রেজার মেশিন বসিয়ে ইজারাকৃত ও ইজারা বহির্ভূত স্থান থেকে বালু উত্তোলনের কারণে বেশ কিছু জায়গায় বাঁধ ভেঙে পড়েছে। সেই কারণেই এ বছর বর্ষা মৌসুম আসার আগেই ভাঙন শুরু হয়েছে। শালনগর ইউপির কাশিপুর গ্রামের আমেনা বেগম বলেন, "মধুমতি নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের কারণেই এ এলাকার ফসলি জমিসহ ঘরবাড়ি ভেঙে যাচ্ছে। কোথাও গিয়ে নতুন করে বাড়িঘর করার মতো জমি তাদের নেই। তবে এবার বর্ষা মৌসুম এলে সব কিছু চলে যাবে মধুমতি নদী গর্ভে।" মাকড়াইল গ্রামের ফজল মৃধা বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

ট্রাম্প বললেন আলোচনা চলছে, চীন বলছে 'ভুয়া খবর'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উচ্চ শুল্ক ইস্যুকে ঘিরে বাণিজ্য বিষয়ে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের 'সক্রিয়ভাবে' আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত বুধবার রাতে এ দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের বক্তব্যে কয়েক ঘণ্টা পর বেইজিং জানালো ভিন্ন কথা। ট্রাম্পের বক্তব্যের বিরোধিতা করে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুয়ো জিয়াকুন এটিকে 'ভুয়া খবর' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। গুয়ো বলেছেন, উভয় পক্ষ শুল্ক নিয়ে কোনো আলোচনা করেনি। গুয়ো জিয়াকুন বলেন, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শুল্কসংক্রান্ত সমাধান নিয়ে কোনো কথা হয়নি। এই শুল্কযুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র শুরু করেছে। এটা যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তা হলে আমরা লড়ব। যুক্তরাষ্ট্র কথা বলতে চাইলে আমাদের দরজা খোলা। সেই আলোচনা হতে হবে সাম্য, ৭-এর পাতায় দেখুন

গণঅভ্যুত্থানের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছাতে সরকার ব্যর্থ: ফরহাদ মজহার

স্টাফ রিপোর্টার : লেখক ও রাষ্ট্রচিন্তক ফরহাদ মজহার বলেছেন, গণঅভ্যুত্থানের পরে যে সরকার এসেছে- আমরা যেমন করে মনে করেছিলাম, তেমন হয় নাই। গণঅভ্যুত্থানের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনীতিতে আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে, এটা আমরা বুঝি। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এক গণসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। শহরের গরিব শ্রমজীবী মানুষের জন্য বিনামূল্যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিশুদ্ধ নিরাপদ পানির দাবিতে যৌথভাবে এই গণসমাবেশের আয়োজন করে 'ভাববৈঠকি', 'জুলাই কমিউনিটি এলায়েন্স মিরপুর' ও 'গণঅভ্যুত্থান সুরক্ষা মঞ্চ'। সরকার কিছু কিছু কাজ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তালবাহানা করছে অভিযোগ করে ফরহাদ মজহার বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে নীতির গোড়ায় থাকবে পানি। কারণ পানি আমাদের জীবন রক্ষা করে। কোম্পানির হাতে পানির অধিকার তুলে দেওয়ার অধিকার সরকারের নাই। সরকারকে আমরা সহযোগিতা করবো, যেন ঢাকা শহরের মানুষ বিনা পয়সায় সুপেও পানি পায়। বিনা পয়সায় পানি পাওয়ার অধিকার শহরের জনগণের রয়েছে। বিনা পয়সায় সুপেয় পানি পাওয়া জনগনের অধিকার। যারা সুপেয় পানি বিভিন্নভাবে নষ্ট করছে, এদের ক্রিমিনালের আওতায় ফেলে দিতে হবে। অবিলম্বে 'পানি কমিশন' গঠনের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, সুপেয় পানির নিশ্চয়তার প্রদান করতে হবে। সুপেয় পানি প্রদানের মাধ্যমে এই সরকারকে প্রমাণ করতে হবে যে, তারা কোনও ফ্যাসিস্টের আওতায় পড়ে নাই। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশে তিনি বলেন, যারা কথায় কথায় ধর্মের কথা বলেন, তারা যদি সত্যিকারের ইসলামিক রাজনীতি করতেন, তাহলে সুপেয় পানির ব্যাপারে কথা বলতেন। যে সরকার পানির অধিকার কোম্পানির কাছে ইজারা দেয়, এমন সরকার আমাদের দেশে দরকার ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

ইলিয়াস কাঞ্চন ও শওকত মাহমুদের

সড়ক চাই (নিসচা)' নামে একটি সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। দলের সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্বে রয়েছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদ। ভাইস চেয়ারম্যান হলেন সাবেক উপমন্ত্রী গোলাম সারওয়ার মিলন। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এ পর্যন্ত দেশে প্রায় ২ ডজন নতুন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করেছে।

বাজেট সাপোর্ট হিসেবে তিন বিলিয়ন

কার্যালয়ের বাংলাদেশ মিশন অফিসে সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। বাজেট সাপোর্ট প্রসঙ্গে গভর্নর বলেন, যে বাজেট শেষ হতে যাচ্ছে তার দেনা যাতে কম হয় সে কাজ করছি। আমরা বাজেট সাপোর্ট বাড়াতে চাচ্ছি। অনেক প্রগ্রেস হয়ে গেছে। মোটামুটি সব শেষ। এখন আইএমএফ এর সঙ্গে ফাইনাল হয়ে যাবে। আইএমএফ টাকা ছাড় করা শুরু করবে। আড়াই থেকে সাড়ে তিন বিলিয়ন হবে। ব্যাংক পুনর্গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ব্যাংকগুলো পুনর্গঠন করা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। যে ব্যাংকগুলো ভালো কাজ করছে... ইউসিবিএল ভালো চলছে। ইসলামি ব্যাংক ভালো কাজ করছে। আরও কিছু কাজ করার আছে। ব্যাংকগুলো যাতে ভালোভাবে চলে, দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বের হতে পারে সে কাজ করা হচ্ছে। যেমন, এনআরবিসি ব্যাংক ভালোভাবে চলবে। আমরা শুধু গভর্নেন্স ইম্প্রুভ করে দিচ্ছি। তিনি আরও বলেন, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ সভায় আমরা ব্যস্ত সময় পার করছি। আমাদের অনেক প্রগ্রেস হয়েছে। আমরা কান্ট্রি ও সংস্থাদের সঙ্গে বসেছি। জাপান ও ইউএস ব্যাংক কমিউনিটির সঙ্গে বসেছি। এলডিসি গ্রাজুয়েশন হচ্ছি। ফলে স্বল্প সুদে বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ মিলবে না। তাই আমরা বিকল্প চ্যানেল খুঁজছি। আইএমএফের ঋণ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত তিনটি কিস্তিতে ২৩১ কোটি ডলার পেয়েছে। বাকি রয়েছে আরও ২৩৯ কোটি ডলার। আলোচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর জানান, কিছু কাঠামোগত সংস্কারের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ এগুলোর অনেকটাই পূরণ করেছে। তাই পরবর্তী কিস্তি পাওয়া নিয়ে বড় কোনো অনিশ্চয়তা নেই। সামনে মিটিং হবে। এর পরেই সব কিছু ফাইনাল হয়ে যাবে।

রিমান্ড শেষে কারাগারে সালমান এফ

রহমান, আনিসুল হক, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও তৃণমূল বিএনপির সভাপতি শমসের মবিনের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। আদালতের সাধারণ নিবন্ধন শাখার কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলার সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় অংশ নেন পারভেজ মিয়া। বিকালে আসামিদের ছোড়া গুলিতে আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেলে যান। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানায় গত ২৯ অক্টোবর মামলা করেন নিহতের মা কানীছ ফাতেমা।

পারভেজ হত্যার প্রধান আসামি

রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত বুধবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে গাইবান্ধা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ নিয়ে আলোচিত এই হত্যা মামলায় চারজনকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে ও দুইজন দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন। জানা যায়, জাহিদুল ইসলাম পারভেজ প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। গত ১৯ এপ্রিল বিকেল ৪টার পর বনানীতে প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। ওই ঘটনার এক পর্যায়ে ছুরিকাঘাতে জাহিদুল ইসলাম পারভেজ নিহত হন। এ ঘটনার পরের দিন ২০ এপ্রিল পারভেজের ফুফাতো ভাই হুমায়ুন কবির বাদী হয়ে বনানী থানায় মামলা করেন। মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এলএলবি ও ইংরেজি বিভাগের তিন ছাত্র মাহাথির, মেহেরাব, আবুজর গিফারীসহ আটজনকে এজাহারনামীয় আসামি করা হয়। এছাড়া মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ২০-৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

দেশে কলেজ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

শুরু করে দোকানদার, পথচারীড়সবাই যেন আগেই বুঝে ফেলেন, এবার কোন দল মারামারিতে নামবে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বছরের পর বছর ধরে চলা এই সংঘর্ষের কারণ বা নেপথ্যের ঘটনা প্রায়শই অজানা কিংবা আড়ালেই থেকে যায়। ফলে, কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারি কিংবা সংঘর্ষ শুরু হয়েছে সেটি না জেনেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। ফলশ্রুতিতে তাৎক্ষণিকভাবে এটি লাঘব হলেও পরবর্তী সময়ে আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। যা নিয়ে সম্প্রতি ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলমের 'সংঘর্ষের কারণ তারা (ছাত্ররা) আর আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না' মন্তব্যও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ ভাইরাল হয়েছে। খোদ পুলিশের হিসাব বলছে, গত বছরের অক্টোবর মাস থেকে এ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ৬ মাসে নিউমার্কেট, ধানমন্ডি ও কলাবাগান থানার আওতাধীন ঢাকা কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ এবং ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ১২০টি মারামারি-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা ৪৮টি, সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা ৪২টি এবং আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা ৩০টি সংঘর্ষে জড়িয়েছেন। অবশ্য, গত কয়েক বছর ধরেই এই তিন কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ছুতোয় সংঘর্ষ লেগেই আছে। অধিকাংশ সময় ফেসবুক স্ট্যাটাস, ফুটপাতে হাঁটা, চোরাগোপ্তা হামলা, কলেজ বাস ভাঙচুর, স্লেজিং এবং বুলিংকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত হয় মারামারির। যা জিইয়ে রেখে কয়েক দিন দফায়-দফায় ঘটে সংঘর্ষ ও মারামারি। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা মুখ খুলতে নারাজ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী জানান, সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই এমন সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। আর কিছু শিক্ষার্থীর জন্য সবাইকেই সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। দেখা যায়, কোনো একজন ছাত্রের ব্যক্তিগত বিরোধ, ক্রোধ অথবা ঝামেলা নানানভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কলেজে নিয়ে আসা হয়। একপর্যায়ে এসে কলেজের ঝামেলা হিসেবে সড়ক পর্যন্ত গড়ায়। এর জের ধরে উভয় কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঢাকা কলেজ-সিটি কলেজ সংঘর্ষে শিক্ষার্থী, সাংবাদিকসহ আহত ১৩ সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলছেন, এই সংঘর্ষের কারণে নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশ নিতে দুশ্চিন্তায় পড়তে হচ্ছে। যা তাদের শিক্ষাজীবনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ভয়ে কলেজে আসা এবং যাওয়ার সময় তটস্থ থাকতে হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের দুর্বল নজরদারি এবং পুলিশ প্রশাসন কড়াকড়ি না থাকায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেছেন তারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা কলেজের এক শিক্ষার্থী বলেন, সামান্য কিছু হলেই মারামারি লেগে যায়। আমরা সাধারণ ছাত্ররা তো ভয়ে থাকি যে কখন কী হয়। ক্লাসে যেতেও ভয় লাগে, আবার ক্যাম্পাস থেকে বের হতেও ভয় লাগে। এই মারামারির জন্য আমাদের পড়াশোনার কত ক্ষতি হচ্ছে, সেটা কেউ বোঝে না। সিটি কলেজের আরেক শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এসব আসলে কিছু শিক্ষার্থীর বাড়াবাড়ি। নিজেদের মধ্যে একটু ঝামেলা হলেই সেটাকে কলেজের ঝামেলা বানিয়ে ফেলে। আর এর ভুক্তভোগী হই আমরা সবাই। ঠিকমতো ক্লাস করতে পারি না, রাস্তায় বের হলে টেনশন লাগে। এই শিক্ষার্থী আরও বলেন, আসলে মারামারির কারণগুলো অনেক সময় আমরা নিজেরাও ঠিকভাবে জানি না। হঠাৎ শুনি মারামারি শুরু হয়ে গেছে। পরে দেখি রাস্তা বন্ধ, চারদিকে শুধু ইট আর চিৎকার। ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের এক ছাত্রী বলেন, দেখেন যখন মারামারি শুরু হয়, তখন রাস্তায় একটা ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। আমরা মেয়েরা তো আরও বেশি আতঙ্কে থাকি। কখন কার গায়ে ইট পড়ে বা ধাক্কা লাগে, সেই ভয়ে থাকি। এর একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া দরকার। সম্প্রতি ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের কারণ গত ১৫ এপ্রিল এবং ২২ এপ্রিল সংঘর্ষে জড়ান ঢাকা কলেজ এবং সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে ১৫ এপ্রিলের সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ এখনও অজানা। দুই কলেজের শিক্ষার্থীরাই এক পক্ষ অপর পক্ষকে দোষারোপ করে বক্তব্য দিয়েছেন। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের দাবি, সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রথমে তাদের সহপাঠীদের মারধর করেছেন, যার প্রতিবাদে সবাই রাস্তায় নেমে এসেছেন। আবার ঢাকা সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা দাবি করছেন, ঢাকা কলেজের ছাত্ররাই আগে তাদের সহপাঠীকে মেরেছেন। সেদিন সায়েন্সল্যাব এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শান্ত থাকার আহ্বান পুলিশের পরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম বলেন, ঘটনা শুরুর প্রকৃত কারণ জানতে সময় লাগবে। তারা কী কী কারণে এটা করে, এরা (শিক্ষার্থীরা) এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। আমরা ঘটনার সূত্রপাতের বিষয়টি পরে তদন্ত করে দেখব। তবে এরা মাঝেমধ্যে এই কাজ (সংঘর্ষ) করে থাকে।

সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে স্ব-স্ব কলেজের শিক্ষকদের ভূমিকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আজ শিক্ষকদের সহায়তা আমরা পেয়েছি। অনেকেই চেষ্টা করছিলেন তাদের শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে নিতে। তবে শিক্ষক প্রতিনিধিদের সংখ্যা আরও বেশি বড় হলে ভালো হয়। একজন বা কয়েকজন শিক্ষকের পক্ষে এত বড় সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তবে ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সে বিষয়ে আমরা কাজ করব। ঠিক তার ৭ দিন পরই গত ২২ এপ্রিল (মঙ্গলবার) আবারও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়ান এই দুই কলেজের শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা ধরে চলা এই সংঘর্ষে ছাত্র, পুলিশ, সাংবাদিকসহ ২০ জনের অধিক আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস এবং সাউন্ড গ্রেনেডের আশ্রয়ও নিতে হয়েছে পুলিশকে। এর জেরে পর পর দুই দিন উভয় প্রতিষ্ঠানের ক্লাস বন্ধ রাখা হয়েছে। পুলিশ বলছে, এ ঘটনার পেছনের কারণও স্পষ্ট নয়। ২১ এপ্রিল (সোমবার) ঢাকা কলেজের একজন শিক্ষার্থীকে মারধর করা হয়েছে। তবে কারা মারধর করেছে সেটি স্পষ্ট নয়। রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম বলেন, গতকালের একটি ঘটনার ভুল বোঝাবুঝির পরিপ্রেক্ষিতেই আজকের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে। গতকাল ঢাকা কলেজের একজন শিক্ষার্থীকে সায়েন্সল্যাব এলাকায় মারধর করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা মনে করেছেনড় এর সঙ্গে সিটি কলেজের শিক্ষার্থীরা জড়িত। সেই জেরেই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে। রাজধানীর সায়েন্সল্যাব, নিউমার্কেট এবং ধানমন্ডি এলাকায় কলেজ শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক সংঘর্ষে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরাও। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং মারামারির ঘটনায় প্রায়শই সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন এবং ব্যবসায়ীরা সম্মুখীন হচ্ছেন চরম ক্ষতির।

স্থানীয়রা বলছেন, ব্যস্ত সময়ে হঠাৎ করে রাস্তায় হট্টগোল, দৌড়াদৌড়ি এবং ইটের বৃষ্টির মতো ঘটনা সামনে আসছে। এখন এটি যেন এক পরিচিত দৃশ্য। আবার এর সংঘর্ষের কারণে রাস্তায় যান চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও চরম ভোগান্তির শিকার হন। ৪ ঘন্টা মানুষকে ভুগিয়ে চলছে দুই কলেজের শিক্ষার্থীর নিউমার্কেট এলাকার ব্যবসায়ী হানিফ ভূঁইয়া বলেন, যেদিন এদের মারামারি হয়, সেই দিনটিই পুরো মাটি হয়ে যায়। কাস্টমারের সংখ্যা কমে যায়। দিনের শেষে বিরাট ক্ষতি হয়। সায়েন্সল্যাব এলাকার দোকানীরা বলছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে ওঠার জোগাড়। যখন মারামারি শুরু হয়, তখন সব দোকানপাট বন্ধ করে দিতে হয়। কাস্টমার তো দূরের কথা, নিজের জান বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়ে। আগে মাঝেমধ্যে দুই-একটা ঘটনা শুনতাম, এখন তো প্রায় প্রতিদিনই লাগে। এমন অবস্থায় প্রশাসন ও কলেজ কর্তৃপক্ষের কঠোর অবস্থানের দাবিও জানিয়েছেন তারা। প্রশাসন কিংবা কলেজ কর্তৃপক্ষদুই জায়গা থেকেই কোনো স্থায়ী উদ্যোগ চোখে পড়ছে না বলে মনে করেন শিক্ষার্থীরা। কেউ কেউ মনে করছেন, কর্তৃপক্ষ যদি ক্যাম্পাস পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ জোরদার করত, অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থা থাকত, তাহলে এমন পরিস্থিতি এড়ানো যেত। আবার পুলিশের উপস্থিতিও অনেক সময়ই সংঘর্ষ শুরুর পরে দেখা যায়। তাই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থার বাইরেও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান দরকার বলে মনে করছেন শিক্ষার্থীরা। এমন অবস্থায় এবার কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে ঢাকা কলেজ ও পুলিশ প্রশাসন। শিক্ষার্থীদের মধ্যকার সংঘর্ষ এবং সংঘাত কমাতে গতকাল বুধবার (২৩ এপ্রিল) ধানমন্ডি মডেল থানায় দীর্ঘ ৪ ঘন্টা বৈঠক করেন ঢাকা কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ এবং ডিএমপির রমনা বিভাগের ডিসি, এডিসি, ধানমন্ডি জোনের এসি ও তিন থানার ওসি। সেখানে সিটি কলেজের নামফলক খুলে নিলো ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা মিটিংয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেড় জানতে চাইলে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস বলেন, আমরা কেউই চাই না কোনো কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হোক। তারপরও বিভিন্ন সময় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে। এসব রোধে আমরা সম্মিলিতভাবে কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেড় এখন থেকে কলেজে কেউ উচ্ছৃঙ্খলতা করলে তাদের তালিকা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে। প্রতে থানা পুলিশ ওই ছাত্রদের অভিভাবকসহ ডেকে এনে সতর্ক করবেন। তাতেও যদি তারা সতর্ক না হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে। এরপরও যদি তাদের পরিবর্তন না হয়, তাহলে প্রয়োজনে কলেজ থেকে টিসি দিয়ে বহিষ্কার করা হবে। আর কলেজের অধ্যক্ষরা মিলে একটি নীতিমালা তৈরি করবে যাতে এক কলেজ টিসি দিলে অন্য কলেজ তাদের ভর্তি না করে। তিনি আরও জানান, পুলিশ প্রশাসনসহ কলেজের অধ্যক্ষ ও দুজন করে কলেজ প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে আপডেট তথ্য আদান-প্রদান করা হবে। একই সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য তিনটি কলেজই ক্লাসের সময় পুনর্নির্ধারণ করবে। এরপরও যদি কোনো শিক্ষার্থী সংঘাতের পথে পা বাড়ায়, তবে তার বিরুদ্ধে কলেজ ও পুলিশ প্রশাসনের সম্মিলিত ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়ে ব্যয়

দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দামও। সূত্র আরো জানায়, দেশের বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে ডলারে চুক্তি এবং টাকার অবমূল্যায়নের কারণেও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) লোকসান বেড়েছে। ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টাকার অবমূল্যায়নের কারণে ডলারের দাম ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয়ে তার প্রভাব পড়েছে। যদিও দেশীয় মুদ্রা টাকায় বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি করতে বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে তাগিদ দিয়ে এলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে বিগত সরকার দফায় দফায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রয়োজনে গত অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ৩৩ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে দিয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও সংশোধিত বাজেটে বিদ্যুৎ খাতে মোট ভর্তুকি বরাদ্দ বেড়ে ৬২ হাজার কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। সমগ্রতি আইএমএফ ঋণ দেওয়ার শর্ত হিসেবে বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনে গ্রাহক পর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির পরামর্শ দিলেও সরকারের পক্ষ থেকে তা নাকচ করে দেয়া হয়। এদিকে বিগত সরকারের সময় স্বল্প মেয়াদে যে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং নতুন করে চুক্তি নবায়নের করার প্রস্তাব আসছে, তার কোনোটিই নবায়ন করা হচ্ছে না। এমনকি বিগত ৫ আগস্টের আগে যেসব চুক্তি নবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় কমানোর উদ্যোগের অংশ হিসেবে মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য একটি চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছে, যেখানে ইউনিটপ্রতি ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ টাকা ৪ পয়সা। সব কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এই রেট বেঞ্চমার্ক হিসেবে কাজ করবে। উৎপাদন ব্যয় কমাতে অন্যান্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশাপাশি গ্যাস ও তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের শুল্ক পুনর্নির্ধারণ কাজ চলছে। পাশাপাশি, স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর (আইপিপি) জন্য ক্যাপাসিটি চার্জসহ শুল্ক কাঠামো পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন গ্রাহক পর্যায় ও শিল্পে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এখন খরচ কমানোর দিকেই মনোযোগী হতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিদ্যুৎ গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি ও সম্পর্ক উন্নয়ন করার পাশাপাশি এ খাতে দুর্নীতি কমাতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়ে অন্যান্য যেসব ব্যয় রয়েছে সেগুলো কমানোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। মূলত বিদ্যুৎ খাতে অপচয়, চুরি, লুণ্ঠনমূলক ব্যয় কমানো গেলে ভর্তুকি বাড়ানো নয়, বরং কমিয়ে দেওয়া শতভাগ সম্ভব। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের গড় উৎপাদন খরচ ছিল ৬ টাকা ৬১ পয়সা এবং পাইকারি বিক্রির দর ছিল ৫ টাকা ১৩ পয়সা। ফলে প্রতি ইউনিটে পিডিবির ১ টাকা ৪৮ পয়সা লোকসান ছিল। চলতি অর্থবছরে গড় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৩১ টাকা। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের পাইকারি মূল্য ৭ টাকা ৪ পয়সা। অর্থাৎ এক ইউনিটে ঘাটতি হচ্ছে ৫ টাকা ২৭ পয়সা। আর বিগত ২০০৯ সালে বিদ্যুতের খুচরা দাম ছিল ইউনিটপ্রতি ৩ টাকা ৭৩ পয়সা। গত ১৫ বছরে প্রতি ইউনিটের খুচরা দাম বেড়ে হয়েছে ৮ টাকা ২৫ পয়সা। দাম বাড়িয়েও লোকসান কমেনি। তাই ভর্তুকির মাধ্যমে এই লোকসান সামাল দেয়ার চেষ্টা করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা। আর চলতি অর্থবছরে ভর্তুকি বেড়ে হয়েছে ৬২ হাজার কোটি টাকা। প্রতিবছর ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের বড় অংশ ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধে খরচ করতে হয়। বর্তমানে চাহিদার চেয়ে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৫৪ শতাংশ বেশি। অতিরিক্ত সক্ষমতার কারণে বিদ্যুৎ না কিনেও ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধে বিদ্যুৎ বিভাগকে প্রতিবছর কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হয়। তাছাড়া চাহিদার অতিরিক্ত সক্ষমতার বিদ্যুৎ খাত বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত অর্থবছরের শেষে রিজার্ভ মার্জিন, ক্যাপাসিটি ও সর্বোচ্চ চাহিদার মধ্যে পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৬২১ মেগাওয়াট। বার্ষিক চাহিদা বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হলেও প্রকৃত প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার তুলনায় কম হয়েছে। আদর্শ রিজার্ভ মার্জিন ২০ শতাংশ হলেও বর্তমানে বাংলাদেশে এটি প্রায় ৪১ শতাংশ, যা বিনিয়োগের সুযোগ ব্যয় বৃদ্ধি তুলছে। অন্যদিকে বিদ্যমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান জানিয়েছেন, অনেক চাপ সত্ত্বেও বর্তমান সরকার বিদ্যুতের দাম বাড়ায়নি। এই মুহূর্তে দাম বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ নেই। নিকট ভবিষ্যতেও বিদ্যুতের দাম বাড়বে না। সরকার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং খাতভিত্তিক সংস্কারের মাধ্যমে ভর্তুকি কমাবে। ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হওয়া, কেনাকাটায় স্বচ্ছতা আনতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা

অগ্রগতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পর্যটন ও কৃষি তুলে ধরে ব্যানার, স্ট্যান্ডি, লোকজশিল্প পণ্য, ফুল ও আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত করা হয় অনুষ্ঠানস্থলটি। অতিথিরা বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সমৃদ্ধ ব্যানার, স্ট্যান্ডিজ ও ভিডিও ইত্যাদি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে দেখেন। অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এবং জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। হাইকমিশনার বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদারে উভয় দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ওপর আলোকপাত করেন। পাশাপাশি তিনি দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে সবাইকে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন। ফেডারেল মন্ত্রী খাজা মোহাম্মদ আসিফ শুভেচ্ছা বক্তব্যে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দ্বিপক্ষিক সম্পর্ক, ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে এ সম্পর্ক আরও জোরদার করার জন্য দুই দেশের মানুষের উন্নয়ন সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন বাতিলের

ক্ষেত্রে সব ধর্মের নারীর জন্য এক আইন চালুর প্রস্তাব সরাসরি কোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী এবং মুসলমানদের বিশ্বাসের ওপর নগ্ন আঘাত। ওই প্রস্তাবে ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। ড. কাদের বলেন, প্রতিবেদনে এমন কিছু প্রস্তাব রাখা হয়েছে যা দেশের ৯০ শতাংশ মুসলমান। তাদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি কোনো প্রকার শ্রদ্ধা না রেখেই কমিশন যৌনকর্মীদের পেশাগত স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। এটি শুধু ইসলামবিরোধী নয়, বরং সমাজে অবাধ যৌনতা ও নৈতিক অবক্ষয় ছড়ানোর একটি সুদূরপ্রসারী কৌশল। যৌনকর্মীদের আইনি স্বীকৃতি দেওয়া মানে এই পেশাকে উৎসাহিত করা, যা কোনো ধর্মপ্রাণ দেশের নাগরিক মেনে নিতে পারে না। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এই এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হলে দেশের প্রচলিত পারিবারিক অবস্থান সৃষ্টি হবে এবং সমাজে সংঘাত ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে সরকারকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছেড়এই কমিশন বাতিল করা না হলে দেশের ধর্মপ্রাণ জনতা কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। সমাবেশে ড. আবদুল কাদের ভারতে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। দলের অন্যান্য নেতারা বলেন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন একটি বিশেষ মতাদর্শের প্রতিফলন। এর বেশ কিছু প্রস্তাব সরাসরি পবিত্র কুরআনের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা আরও বলেন, এই প্রস্তাবনা বাংলাদেশের মুসলিম নারী সমাজের বাস্তবতা ও স্বকীয়তার সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কহীন এবং এটি ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের ওপর একটি সুপরিকল্পিত আঘাত। এই প্রস্তাবগুলো দেশের ধর্মীয় ভারসাম্য ও পারিবারিক কাঠামো ধ্বংসের গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। নেতারা আরও অভিযোগ করেন, কমিশনের সদস্যরা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চান এবং তারা নারীদের প্রকৃত অর্থে প্রতিনিধিত্ব করেন না। তারা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন অবিলম্বে বাতিল এবং এর বিতর্কিত প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যানের জোর দাবি জানান। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলটির নায়েবে আমির মাওলানা আহমদ আলী কাসেমী, যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর হোসাইন, মুহাম্মদ মুনতাসির আলী, ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফয়সল, অধ্যাপক আবদুল জলিল ও সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান প্রমুখ।

পাকিস্তান-ভারতকে 'সর্বোচ্চ সংযম

বিরুদ্ধে পাল্টাপাল্টি বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছে এবং এতে করে উভয় দেশের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এমন অবস্থায় নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান ডুজারিক বলেন, "মহাসচিব এই পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং এতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমরা ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের সরকারকে সংযম বজায় রাখার জন্য জোরালোভাবে আহ্বান জানাচ্ছি, যেন পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে না যায়।"এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, মহাসচিব এখন পর্যন্ত পাকিস্তান বা ভারতের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেননি। ডুজারিক আরও বলেন, "আমাদের বিশ্বাস, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার যেকোনও সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হওয়া উচিত।"ভারতের একতরফাভাবে ১৯৬০ সালের সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করার ঘোষণা প্রসঙ্গে জাতিসংঘ মুখপাত্র বলেন, "আমরা এমন কোনও পদক্ষেপ সমর্থন করি না যা পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করতে পারে। তাই আমরা সংযম বজায় রাখার আহ্বানই পুনর্ব্যক্ত করছি।" তবে জাতিসংঘের এই আহ্বানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লাইন অব কন্ট্রোল (এলওসি)-এ ভারত ও পাকিস্তানের সেনাদের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। আজাদ কাশ্মির সরকারের কর্মকর্তা সৈয়দ আশফাক গিলানি এএফপি-কে বলেন, "সীমান্তে সেনারা গুলি বিনিময় করেছে। তবে বেসামরিক জনগণের ওপর কোনও হামলা হয়নি।" এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার এক ব্রিফিংয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস জানান, "দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। কাশ্মির বা জম্মুর অবস্থান নিয়ে আমরা বর্তমানে কোনও অবস্থান নিচ্ছি না।" এদিকে পেহেলগাম হামলার পর ভারতের কড়া পদক্ষেপের জবাবে পাকিস্তানও পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য স্থগিত, আকাশপথ বন্ধ এবং আরও বেশ কয়েকটি কূটনৈতিক ও প্রতিরক্ষামূলক সিদ্ধান্ত। ভারতের পদক্ষেপগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯৬০ সালের সিন্ধু পানিচুক্তি একতরফাভাবে স্থগিত করা। বিশ্ব ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং দুই দেশের মধ্যকার নানা বৈরিতার মধ্যেও এতদিন চুক্তিটি টিকে ছিল।

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায়

পল্টন মডেল থানার আদালতের প্রসিকিউশন বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর রোকনুজ্জামান রিমান্ডের তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ৬ এপ্রিল সকাল ৭টার দিকে পল্টন মডেল থানাধীন জাতীয় স্টেডিয়ামের বিপরীত পাশে শহীদ আবরার হোসেন অ্যাভিনিউয়ের পূর্ব পাশে রাস্তায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ এবং তাদের সহযোগী অঙ্গসংগঠন নিয়ে মিছিল করে সরকার ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে। ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের পরিকল্পনা করতে সমবেত হয়। তারা সরকার-বিরোধী স্লোগান দিয়ে সমাবেশের চেষ্টা করছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলে তারা পালিয়ে যান। এ ঘটনায় ওইদিনই পুলিশ পল্টন মডেল থানায় মামলা করে।

অভিযানে 'গুলি চালাতে পারবেন'

অভিযান খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সাধারণত অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়। কিন্তু জরুরি অবস্থায় সব সময় প্রয়োজনীয় মাত্রায় সহযোগিতা পাওয়া নিশ্চিত নয়। অনেক মাদক কারবারির কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকে। ফলে অভিযানের সময় তাদের জীবন ঝুঁকিতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে আগ্নেয়াস্ত্র বহন এবং ব্যবহারের অনুমতি পাওয়ায় মাদকের বিরুদ্ধে আরও কার্যকর ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হবে। নীতিমালায় বলা হয়েছে, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বাংলাদেশে মাদক অপরাধ দমনে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত জনবল নিয়মিত মাদক উদ্ধার অভিযান, মাদক চোরাকারবারিদের গ্রেফতার, মামলার তদন্ত ও পরিচালনার কাজে নিয়োজিত। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এবং অভিযানকালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা ঝুঁকি বিবেচনায় 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালা জারির তারিখ থেকে এটি কার্যকর হবে।

দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) প্রধান মূল সংস্থা হিসেবে কাজ করে। ২০০৮ সাল থেকে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মাদকবিরোধী অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি চাইলেও নানান জটিলতা ও বিভিন্ন পক্ষের আপত্তিতে বিষয়টি ঝুলে যায়। এই সময়ে অধিদপ্তরের নিরস্ত্র সদস্যরা মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধারের পাশাপাশি ৭৮টি পিস্তল, সাতটি শটগান, ২৭টি ম্যাগাজিন, ১৭টি রিভলবার, একটি এয়ারগান, এক হাজার এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার ও জব্দ করে। মাদক উদ্ধারের পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে বিগত ১০ বছরে অভিযান পরিচালনাকালে অধিদপ্তরের ১২৫ জন সদস্য গুরুতর আহত হন। দুজন প্রাণও হারান। অস্ত্র ব্যবহারকারী অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় অভিযান চালালেও জরুরি অবস্থায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার আগে প্রয়োজন অনুযায়ী সময়মতো সহযোগিতা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়তো। এছাড়া, মাদক সংক্রান্ত অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা বেশিরভাগই সশস্ত্র, হিংস্র ও সংঘবদ্ধ হওয়ায় অধিদপ্তরের নিরস্ত্র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হয়। কারা অস্ত্র পাচ্ছেন, প্রশিক্ষণ কোথায়? নীতিমালায় বলা হয়েছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মোট জনবল তিন হাজার ৫৯ জন। এর মধ্যে ৯০ জন উপপরিচালক, ৯৩ জন সহকারী পরিচালক, ১৮৬ জন পরিদর্শক এবং ২১০ জন উপপরিদর্শক রয়েছেন। তারা আগ্নেয়াস্ত্র বহন এবং ব্যবহারে অনুমতি পাচ্ছেন। তাদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে অস্ত্র সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করা হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে নীতিমালায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা বিজিবি বা আনসার বা পুলিশ বিভাগের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ একাডেমিতে অধিদপ্তরের অগ্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পরে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্য থেকে দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরি করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। গুলি করার ক্ষেত্রে মানতে হবে যেসব সতর্কতা অস্ত্রসংক্রান্ত নীতিমালায় বলা হয়েছে, গুলি করার প্রয়োজন হলে প্রথমে কারও দিকে তাক না করে আকাশের দিকে ফাঁকা গুলি ছুড়তে হবে। পাশাপাশি হ্যান্ড মাইকে ঘোষণা দিতে হবে। ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করে লাঠিচার্জ ও অস্ত্রের বাট দিয়ে আঘাতের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক থেকে দুটি গুলি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে এর বেশি গুলি করা যাবে না। ফাঁকা গুলির মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে একজন মাদক কারবারির কোমরের নিচে, হাঁটু অথবা পায়ে একটি গুলি করা যাবে।

যেকোনো একজনের দিকে তাক করার সময় খেয়াল রাখতে হবে বর্ষিত গুলি যেন কোনো ক্রমেই পেছনে অন্য কাউকে আঘাত না করে। ঘনবসতি অথবা আবাসিক এলাকায় অথবা সমবেত উচ্ছৃঙ্খল জনতার ওপর গুলিবর্ষণের সময় খেয়াল রাখতে হবে নিরপরাধ জনগণ যেন আঘাত না পায়। গুলি করার পর গুলির খোসা অবশ্যই সংগ্রহের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়? বা ভয় পেয়ে এলোপাতাড়ি গুলি না করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে গুলির আদেশ প্রদানকারী ব্যক্তি গুলিবর্ষণের আদেশ দেওয়ার যৌক্তিকতা পরবর্তীতে যুক্তিযুক্তভাবে উপস্থাপনের জন্য দায়ী থাকবেন। গুলি করার পর করণীয় যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গুলিবর্ষণ করার প্রয়োজন হলে অথবা জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গুলির ঘটনা ঘটলে তা তাৎক্ষণিকভাবে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বা মেট্রো বা জেলা বা বিভাগীয় গোয়েন্দা বা বিশেষ জোন কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা মহাপরিচালককে অবহিত করবেন। অভিযানকারী দলের দলনেতা যত শিগগির সম্ভব মৃতদেহগুলোকে পুলিশ না আসা পর্যন্ত পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন এবং আহতদের হাসপাতালে পাঠাবেন। তিনি গুলির খোসা সংগ্রহ করে ইস্যুকৃত রাউন্ড সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন। প্রতি ক্ষেত্রেই গুলিবর্ষণের পর যথা শিগগির সংশ্লিষ্ট থানায় এজাহার বা মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করতে হবে।

গুলির নির্দেশনা মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা, আসামি গ্রেফতার ও আলামত উদ্ধার, আত্মরক্ষা এবং সরকারি সম্পত্তি- অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, স্থাপনা, যানবাহন উদ্ধার, উদ্ধারকৃত আলামত, আসামি, জব্দকৃত আলামত, সম্পদ রক্ষা করার আইনানুগ অধিকার রক্ষার্থে শক্তি প্রয়োগ তথা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা যাবে। তবে কোনো অবস্থাতেই অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা যাবে না এবং ঘটনার পর যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্যভাবে বল প্রয়োগ বা গুলিবর্ষণের প্রমাণ দেখাতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মেহেদী হাসান বলেন, সরকার আমাদের জন্য অস্ত্রের অনুমোদন দিয়েছে। এটি দীর্ঘদিন ধরে দাবি ছিল। কারণ বর্তমানে অধিকাংশ মাদক কারবারির কাছে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। ফলে অভিযান ঝুঁকিপূর্ণ হয়। এবার আমাদের অফিসাররা আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করবেন। ইতোমধ্যে পুলিশের সারদা ট্রেনিং সেন্টারে আমাদের সদস্যরা আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। পরবর্তী প্রশিক্ষণের জন্য আরও কয়েকজনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. হাসান মারুফ বলেন, মাদক কারবারিদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় অভিযানে গিয়ে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী আহত হয়েছেন। অপরাধীদের মোকাবিলা করার পাশাপাশি নিজেদের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার জন্যই আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োজন।

শহীদি সমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগ

দেশে জায়গা হবে না। তিনি আরও বলেন, যারা দিল্লি বা পাকিস্তানের প্রেসক্রিপশনে দেশ চালাতে চায়, তারা যেন ভারত বা পাকিস্তানে চলে যায়। আমরা বাংলাদেশপন্থীরা নতুন দেশ গঠন করব। দাবি জানিয়ে চোখ হারানো ওই ব্যক্তি বলেন, আহত ও শহীদ পরিবারগুলোর পুনর্বাসন করতে হবে। সমাবেশে শহীদ সাইমের মা বলেন, আমার ছেলে কী অপরাধ করেছিল, যে ১৯ জুলাই যাত্রাবাড়ীতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলো? আমি শহীদের মা হয়ে বলছি, আওয়ামী লীগ যেন আর এ দেশে রাজনীতি করতে না পারে। জুলাই এখনও শেষ হয়নি উল্লেখ করে সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা এ বি জোবায়ের বলেন, আমাদের প্রত্যাশা এখনও পূরণ হয়নি। কেউ কেউ আজ টাকার পাহাড় গড়েছে। অথচ আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। কেউ আমাদের আশা বিক্রি করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই, নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হোক। পাশাপাশি গণভোটের মাধ্যমে দলটিকে চিরতরে বিদায় করতে হবে। শাপলা চত্বর ও বিডিআর হত্যাকাণ্ডসহ সব ঘটনার বিচার করতে হবে এবং জুলাই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করতে হবে। ইসলামি ছাত্র আন্দোলনের সেক্রেটারি শেখ মাহবুবুর রহমান বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা চলছে। তাদের পুনর্বাসনের আগে আমাদের গলায় ফাঁসির দড়ি পড়বে। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে আমাদের সভা-সমাবেশ করতে হবে এটা ২৪ পরবর্তী দেশে প্রত্যাশা করতে পারিনি। এ সময় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সংগঠন- পুসাবের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ জাকারিয়া, বিপ্লবী ছাত্র পরিষদের আব্দুল ওয়াহেদ, শহীদ সজলের মা, শহীদ সাইমের পরিবারসহ জুলাই আন্দোলনে আহত ও শহীদ পরিবারের একাধিক সদস্য সমাবেশে বক্তব্য দেন। প্রসঙ্গত, আজকের সমাবেশ থেকে চার দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। সেগুলো হলো-

১. আগামী ১০০ দিনের মধ্যে জুলাই গণহত্যার দৃশ্যমান বিচার শুরু করতে হবে এবং আওয়ামী লীগকে নির্বাহী আদেশ, আদালতের রায় ও রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

২. শাপলা চত্বরের ঘটনার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘের সহায়তায় একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে শহীদদের তালিকা প্রকাশ ও বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। ৩. পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে গঠিত কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করে সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। ৪. দেশের সব রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগের গণহত্যার বিচারের বিষয়ে স্পষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।ইনকিলাব মঞ্চ সূত্রে জানা গেছে, এই দাবিতে তারা আগামী ১০০ দিন দেশের ৬৪ জেলায় গণসংযোগ চালাবে। দাবি পূরণ না হলে আগামী ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) 'মার্চ ফর বাংলাদেশ' কর্মসূচি ঘোষণা করে শাহবাগ থেকে সচিবালয় ঘেরাও করা হবে।

ভারতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার

তা 'যুদ্ধ' হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর জবাবে পাকিস্তান সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করবে না। এনএসসি বৈঠকের পর জারি করা ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সিন্ধু পানি চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের পানিপ্রবাহ বন্ধ বা ভিন্ন দিকে সরানোর যে কোনও প্রচেষ্টা এবং নদীর নিচু তীরবর্তী অঞ্চলের অধিকার হরণকে 'যুদ্ধ' হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং জাতীয় শক্তির সম্পূর্ণ পরিসরে পূর্ণ শক্তি দিয়ে তার জবাব দেওয়া হবে।' পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমি ভারত সরকারের আরোপিত অভিযোগগুলোকে প্রত্যাখ্যান করছি, দৃঢ়?ভাবে প্রত্যাখ্যান করছি।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতশাসিত কাশ্মীরে কর্মরত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।' এছাড়া পাকিস্তান সার্ক কর্মসূচির অধীনে ভারতীয়দের জন্য প্রদত্ত ভিসা স্থগিত করেছে এবং শিখ তীর্থযাত্রী ব্যতীত সব ভারতীয় নাগরিককে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের সিদ্ধান্ত শুধুই প্রতীকী নয়য়্যদি বাস্তবে কোনও বাঁধ, জলাধার বা পানি আটকানোর প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়, তবে পাকিস্তান তা সামরিক হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেবে, এমনকি পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেউ কেউ। বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের সিদ্ধান্ত শুধুই প্রতীকী নয়য়্যদি বাস্তবে কোনও বাঁধ, জলাধার বা পানি আটকানোর প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়, তবে পাকিস্তান তা সামরিক হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেবে, এমনকি পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের কথাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না কেউ কেউ। একজন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক বলছেন, 'যদি ভারত কোনো জলাধার বা বাঁধ তৈরি করে যা পাকিস্তানের পানির অধিকার হরণ করে, তাহলে পাকিস্তান সামরিক শক্তি দিয়ে তা ধ্বংস করবেড়এমনকি তা পরমাণু হামলা করে হলেও।' আরেকজন বিশ্লেষক আরও স্পষ্ট করে বলেন, 'যেহেতু পানি আমাদের জাতীয় স্বার্থের অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব এক মুহূর্ত দেরি না করেই পদক্ষেপ নেবে এবং সেই স্থানে হামলা করবে না যা পাকিস্তানের পানি সরবরাহকে বিপন্ন করে।' পাকিস্তানের সাবেক সিন্ধু পানি কমিশনার জামাত আলী শাহ মনে করেন, ভারতের এই সিদ্ধান্ত 'রাজনৈতিক কৌশল ও জনমত শান্ত করার একটি প্রচেষ্টা'। কারণ চুক্তি অনুযায়ী, এটি একতরফাভাবে বাতিল বা স্থগিত করা সম্ভব নয়। যেকোনও পরিবর্তনের জন্য দুই দেশের পারস্পরিক সম্মতি প্রয়োজন। তবে ভারতীয় কর্মকর্তারা বলছেন, তারা 'স্থগিত' শব্দটি ব্যবহার করেছে 'বাতিল' নয়য়্যা ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাংকের সামনে একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ভারতের দাবি, পাকিস্তান যদি তাদের নিরাপত্তা উদ্বেগের সমাধান করে, তাহলে চুক্তি আবার কার্যকর হতে পারে। পরিস্থিতি যা, তাতে সিন্ধু নদীর পানির জন্য পরমাণু শক্তিধর দুই প্রতিবেশীর পুরোমাত্রায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা।

ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা 'সর্বাত্মক

দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি। শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) জিও নিউজ এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ভারত সরকার এই হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করেছে। যদিও এই দাবি ইসলামাবাদ দৃঢ়?ভাবে অস্বীকার করেছে এবং এটিকে ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশন হিসেবেও অভিহিত করেছে। খাজা আসিফ জোর দিয়ে বলেন, ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। ভারত যা কিছু শুরু করবে তার প্রতি আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়া দেখাবো। যদি কোনো সর্বাত্মক আক্রমণ বা এই জাতীয় কিছু হয়, তাহলে অবশ্যই একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ হবে। তবে, তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে পরিস্থিতি এখনও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত কিনা জানতে চাইলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইতিবাচক উত্তর দেন। বলেন, দুইটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে সংঘর্ষ সর্বদা উদ্বেগজনক। যদি পরিস্থিতি সেই রকম কিছু হয়, তাহলে দুঃখজনক পরিণতি আসতে পারে। এর আগে, আসিফ বলেছিলেন যে এর সঙ্গে পাকিস্তানের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ পাকিস্তান সব ধরণের এবং সর্বত্র সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। তিনি বলেছিলেন যে ভারতের উচিত পেহেলগাম ঘটনার তদন্ত করা। গত ২২ এপ্রিল বিকেলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামের বৈসরন উপত্যকায় পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন ২৬ জন। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে পাকিস্তান ভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার স্থানীয় শাখা দ্য রেসিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। এদিকে, উত্তেজনার মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) ভারত ও পাকিস্তানের সেনা সদস্যদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কেউ হতাহত হননি।

কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তান ও ভারতীয়

ভারত, আর তারপরে পাকিস্তান, একে অপরের বিরুদ্ধে এক গুচ্ছ কড়া ব্যবস্থার ঘোষণা দিয়েছে। এ সব পদক্ষেপগুলোর মধ্যে দুই দেশেরই ওয়াঘা-আটারি সমন্বিত সীমান্ত চৌকি বন্ধের ঘোষণার পাশাপাশি দুটি দেশই অপর দেশের সামরিক কর্মকর্তাদের বহিষ্কারের ঘোষণাও দিয়েছে। ভারত বুধবার ঘোষণা করেছিল, 'সার্ক দেশগুলোর জন্য ভিসা ছাড়' প্রকল্পের আওতায় যেসব পাকিস্তানি নাগরিক বিশেষ ভিসা পেয়েছেন, তা বাতিল করা হলো। জবাবে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানও ঠিক ওই একই ঘোষণা করেছে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য। এ ছাড়া ভারত সিন্ধু নদের পানি চুক্তি স্থগিত করেছে। জবাবে পাকিস্তান আবার ভারতের সঙ্গে সব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্থগিত করেছে। পাকিস্তানের আকাশ সীমাও ভারতীয় বিমান চলাচলের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে ইসলামাবাদ।

গরমে পুড়ছে দেশ অতিষ্ঠ জনজীবন

তবে বেড়েছে লাচ্ছি আর ফালুদার চাহিদা। তীব্র গরম পরিস্থিতিতে সবাইকে বাইরে চলাচলে ও খাদ্যাভ্যাসে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে যশোরের ডেপুটি সিভিল সার্জন নাজমুস সাদিক রাসেল বলেন, বাইরে সাবধানতার সঙ্গে চলাচলের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেতে হবে। তা না হলে পানি শূন্যতা থেকে জন্ডিস, ডায়রিয়াসহ নানা সমস্যার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে এই তীব্র গরমে। তিনি বলেন, গরমের তীব্রতায় বিশেষ কিছু সতর্কতা মেনে চলা জরুরি। পানি শূন্যতা থেকে রক্ষা পেতে ঘন ঘন পানি খেতে হবে। ডায়রিয়া ও জন্ডিস থেকে রক্ষা পেতে ভাজাপোড়াসহ তেল জাতীয় খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

নোয়াখালীতে পুকুর থেকে ২ শিশুর লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর সুবর্ণচরে চরক্লার্ক ইউনিয়নে পুকুর থেকে পাখি আক্তার (৭) ও আলিশা আক্তার (৭) নামে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকালে উপজেলার চরক্লার্ক ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ চরক্লার্ক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পাখি আক্তার দক্ষিণ চরক্লার্ক গ্রামের দিনমজুর মনু মিয়ার মেয়ে ও আলিশা খাতুন একই গ্রামের সাইফুর রহমান মাসুদের মেয়ে। শিশুরা উভয়ে স্থানীয় ফকির মার্কেট নূরানী মাদ্রাসার নুরানি বিভাগের শিক্ষার্থী ছিল। স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আবুল বাসার জানান, দুপুরে দুই শিশু অসাবধানতাবশত তাদের মায়ের অগোচরে পুকুরে নামে। তারা সাঁতার না জানায় পুকুরের পানিতে ডুবে যায়। অভিভাবকরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে অবশেষে বাড়ির পুকুরে তল্লাশি করলে একজনের লাশ ভাসতে দেখেন।

গণঅভ্যুত্থানের সুফল জনগণের কাছে

নাই। সচেতন নাগরিক সমাজের সদস্য সচিব মেজর (অব.) আহমেদ ফেরদৌস বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে আমরা আশা করেছিলাম, জনগণের দাবি দাওয়া নিয়ে কথা বলবো। গরিব মানুষের অধিকার নিয়ে কেউ কথা বলে না। আগে দেখতাম ঢাকা শহরে মানুষের গোসল করার অনেক জায়গা ছিল, এখন নাই। সিটি করপোরেশনের কাছে দাবি অন্তত প্রত্যেক ওয়ার্ডের মোড়ে মোড়ে বিশুদ্ধ পানির ফিল্টার স্থাপন করুন। পানি আমাদের জীবন বাঁচাতে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। আমাদের টাকার যে বাজেট, তাতে সুপেয় পানি বরাদ্দ দেওয়া বড় কোনও কাজ না। শুধু মন-মানসিকতার ব্যাপার। এসময় গণসমাবেশে ভাবৈঠকি, জুলাই কমিউনিটি এলায়েন্স মিরপুর ও গণঅভ্যুত্থান সুরক্ষা মঞ্চের নেতা-সমন্বয়করা উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাম্প বললেন আলোচনা চলছে, চীন

সম্মান এবং পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে। চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য, দুই দেশের আলোচনা সংক্রান্ত খবরের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। তবে ট্রাম্প তার দাবিতে অটল। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্যের পর সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, দুই দেশের প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার সকালেই বৈঠক করেছেন। প্রতিনিধিদের পরিচয় জানতে চাইলে, ট্রাম্প কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। চলতি মাসের শুরুতে ট্রাম্প চীনা পণ্যের ওপর ১৪৫ শতাংশ শুল্ক বাড়ালে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বিরোধ আরও তীব্র হয়। চীনও মার্কিন পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ শুল্কারোপসহ অন্যান্য পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শুল্কনীতি নিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের এ যুদ্ধকে 'মোরগ লড়াই' বলে অভিহিত করেছেন এমআইটির বৈশ্বিক অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ইয়াশেং হুয়াং। চীনের এমন বক্তব্যের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিসরে ফের জটিলতা বাড়বে বলে ধারণা বিশ্লেষকদের। চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উচ্চ শুল্কারোপের ঘোষণার পর পরই বিশ্ববাজারে ব্যাপক প্রভাবে। বিভিন্ন দেশে শেয়ারবাজার ধস নামে। পরে বিভিন্ন দেশের আবেদনের মধ্যেই চীন বাদে বাকি সব দেশের পারস্পরিক শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন ট্রাম্প। গত মঙ্গলবার ট্রাম্পের কথায় মনে হয়েছিল, শুল্কযুদ্ধের সমাধানের প্রশ্নে নরম হচ্ছেন তিনি। আগের অবস্থান পাল্টে হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, 'চীনের ওপর পাল্টা শুল্ক যথেষ্ট পরিমাণে কমবে। তবে সেটা 'শূন্য' হবে না। 'পরদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছিলেন, চীনা সরকারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার প্রশাসন যোগাযোগ রাখছেন। সেই ইঙ্গিতের ওপরে ভিত্তি করে গতকাল সারা বিশ্বের শেয়ারবাজার চাঙা হয়ে ওঠে। কিন্তু চীনের বক্তব্যের পর সংশ্লিষ্ট মহলের শঙ্কা, শুল্ক সমাধানের আশায় প্রাণ ফিরে পাওয়া বাজার এবার কোন পথে পা বাড়ায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। লগ্নিকারীদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সময় এখনও আসেনি। এদিকে শুক্রবার ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট দাবি করেছেন, ভারতের সঙ্গে প্রথম বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে তাদের। ভারতের শুল্ক খুব উঁচু নয়। অন্যান্য বাধাও কম। সরকারি ভর্তুকিও বেশি নয়। ফলে তাদের সঙ্গে চুক্তি করা অপেক্ষাকৃত সহজ। অন্যদিকে, ট্রাম্পের শুল্কনীতির বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্কের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আদালতে আবেদন জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক, কলোরাডো, অ্যারিজোনা, ইলিনয়সহ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ১২টি প্রদেশ। তাদের বক্তব্য, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ 'বেআইনি'। যা অর্থ ব্যবস্থাকে সমস্যায় ফেলেছে। ফলে ঘরে-বাইরে চাপ বাড়ছে ট্রাম্পের ওপরে।

ইয়েমেনে ৭ ড্রোন ধ্বংস, পেন্টাগনের

গত ১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে বড় পরিসরে সামরিক অভিযান শুরু করার নির্দেশ দেন। সেই থেকে মার্কিন বাহিনী প্রতিদিনই হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, হুতিরা যতদিন গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ দিয়ে চলাচল করা জাহাজে হামলা বন্ধ না করবে, ততদিন যুক্তরাষ্ট্র চূড়ান্ত প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করবে। অভিযানের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র হুতিদের ওপর ৭৫০টির বেশি হামলা চালিয়েছে।

সৌদির কাছে ১০০ বিলিয়ন ডলারের

সীমিত করা এবং বেইজিং থেকে অস্ত্র কেনা বন্ধের বিষয়টিও ছিল। তবে ট্রাম্পের প্রস্তাবিত চুক্তিতে এসব শর্ত থাকবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। হোয়াইট হাউস কিংবা সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। চুক্তিতে যুক্ত কোনো অস্ত্র নির্মাতা কোম্পানিও রয়টার্সের প্রশ্নের জবাব দেয়নি। উল্লেখ্য, সাংবাদিক জামাল খাশোগির হত্যাকাণ্ডের পর ২০১৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রিতে ব্যাপক বিধিনিষেধ আরোপ করে। ২০২১ সালে মার্কিন কংগ্রেস সৌদি আরবের কাছে আক্রমণাত্মক অস্ত্র বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, বিশেষ করে ইয়েমেনে যুদ্ধে দেশটির ভূমিকার প্রেক্ষাপটে। তবে ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট দেখা দিলে যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে সৌদি আরবের প্রতি কঠোর অবস্থান শিথিল করে। সবশেষ, ২০২৪ সালে গাজা পুনর্গঠনে সৌদি আরবকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে যুক্তরাষ্ট্র।

স্রোত নেই, তবু ভাঙছে মধুমতি

"মধুমতি নদীতে আমাদের কয়েক একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে। আমার ভাই ইতোমধ্যে বাড়িঘর ভেঙে অন্যত্র চলে গেছে। নদী থেকে বালি তোলার কারণে মাকড়াইল গ্রামের বেশ কিছু বাড়ির সামনের বাঁধ ভেঙে পড়েছে।"লোহাগড়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা আবু রিয়াদ বলেন, "মধুমতি নদী ভাঙনের কারণে শালনগর ইউনিয়নের চারটি এলাকার বালি মহলের ইজারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ যদি অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"নড়াইল জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী অভিজিৎ কুমার সাহা বলেন, "নিয়ম না মেনে বালি উত্তোলনের কারণে আমাদের নির্মিত প্রতিরক্ষা বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে প্রশাসনের সহযোগিতায় ইজারাকৃত ও অনিয়মিত বালি উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছে। তবে বর্ষা মৌসুম আসার আগেই ওই এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ নির্মাণে কাজ করবে।"

অলস পড়ে রয়েছে সমুদ্র তলদেশ

দৈর্ঘ্যরে দুটি পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি অপরিশোধিত জ্বালানি তেল এবং অন্যটিতে ডিজেল পরিবহনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া নির্মাণ করা হয়েছে গভীর সমুদ্রে একটি ভাসমান মুরিং পয়েন্ট এবং মহেশখালীতে একটি স্টোরেজ ট্যাংক টার্মিনালও। সূত্র জানায়, এসপিএম প্রকল্পের কক্সবাজার অংশে মহেশখালীতে প্রায় ৮৯ একর জমিতে তিনটি ক্রুড অয়েল ট্যাংক (প্রতিটি ৫০ হাজার ঘনমিটার), ৯০ হাজার টনের তিনটি ডিজেল ট্যাংকসহ (প্রতিটি ৩০ হাজার ঘনমিটার) স্কাডা, প্রধান পাম্প, বুস্টার পাম্প, জেনারেটর, মিটারিং স্টেশন, পেগিং স্টেশনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু অপারেটর নিয়োগ না হওয়ায় পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি এখন এসপিএম পরিচালনা করছে। মূলত জ্বালানি তেল খালাস ও পরিবহনের সময় কমিয়ে আনার জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে কক্সবাজারের মাতারবাড়ী অংশ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ডিজেলসহ বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি তেল পরিবহন শুরু করা হয়। ওই সময় প্রাথমিকভাবে কিছু জটিলতা দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে জ্বালানি তেল পরিবহনে সফলতা এলে বিপিসি অপারেশন কার্যক্রম শুরুর জন্য আলাদা অপারেটর নিয়োগ না দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান চায়না পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেডকে (সিপিপিইসি) অপারেটর নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে। ওই প্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের নভেম্বর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদের কমিটির সভায় চায়না কোম্পানির সঙ্গে অপারেটর নিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু গত জানুয়ারিতে অর্থ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সভায় ওই অনুমোদন বাতিল করে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে অপারেটর নিয়োগ করে প্রকল্প পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়। তবে কবে নাগাদ অপারেটর নিয়োগ করে এসপিএমের কার্যক্রম শুরু করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়নি। সূত্র আরো জানায়, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ই পরবর্তী সময়ে প্রকল্পটি কীভাবে চলবে, কারা অপারেশন করবে তার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তাতে প্রকল্পের কাজ শেষের সঙ্গে সঙ্গে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু এসপিএমের ক্ষেত্রে এমন না হয়ে বিগত সরকারের সময়ে চীনা কোম্পানি দিয়ে অপারেশন চালানোর সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু কাজ শেষ হলেও এখন কারা অপারেশন চালাবে তার কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সেজন্য অপারেটর বা অপারেশন পরিচালনায় প্রতিষ্ঠান নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত প্রকল্পটিকে অলস অবস্থায় বসিয়ে রাখতে হচ্ছে। তাতে প্রকল্পের সুফলবঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ও করতে হচ্ছে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে অপারেটর নিয়োগের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাতে জ্বালানি তেল পরিবহন পুরোদমে শুরু হতে আরো বছর দেড়েক সময় লাগতে পারে। তবে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কীভাবে প্রকল্পটির অপারেটর নিয়োগ করা হবে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে উন্মুক্ত দরপত্রের জন্য কাজ শুরু করা হচ্ছে, একটি কমিটিও করা হয়েছে। তবে কবে নাগাদ অপারেটর নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা যাবে সে বিষয়ে বলা যাচ্ছে না। মূলত অপারেটর নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ওই প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাবে না। যদিও অপারেশনাল কাজ শুরুর জন্য বিপিসি ও মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। এদিকে এ বিষয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেডের (ইআরএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. শরীফ হাসনাত জানান, প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও অপারেটর নিয়োগ জটিলতায় এসপিএমের অপারেশনাল কাজ শুরু করা যায়নি। গত সরকারের সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে তা চীনা কোম্পানি পরিচালনা করবে ধরে নিয়ে অপারেটর নিয়োগে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়কালে অনেক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়েছে। যে কারণে জিটুজির মাধ্যমে যে অপারেটর নিয়োগ দেয়ার কথা ছিল সেটা বাতিল করে ওটিএম পদ্ধতিতে অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স (ওঅ্যান্ডএম) ঠিকাদার নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বার কাউন্সিল পরীক্ষায় ভুয়া প্রশ্নপত্র

হয়েছে। একইসঙ্গে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা/বানোয়াট/ভুয়া প্রশ্নপত্রের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সজাগ ও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে বার কাউন্সিল। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, ভুয়া প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ও প্রচারের মাধ্যমে এই পরীক্ষাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার মতো ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যে বা যারাই জড়িত থাকবে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মর্মে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত করা হলো।

৮০০ কর্মী-স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে

পরিষ্কার ও মশার ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। পরিচ্ছন্নতাকাজ চলাকালে ব্রিফিংয়ে মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী সাংবাদিকদের বলেন, ঢাকাকে সুন্দর ও বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ডিএসসিসি ও বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক সোসাইটিগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে রাজউক, গণপূর্ত, বিআরটিএ, পুলিশসহ অন্যান্য সংস্থার অংশগ্রহণে সরকার একটি সুপারিকল্পিত ও সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করছে। এছাড়া পয়ঃনিষ্কাশনের জন্যেও মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন হচ্ছে। নিজের আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে নাগরিক দায়িত্ব পালনের জন্য নগরবাসীকে আহ্বান জানান তিনি। প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া বলেন, বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গুর প্রকোপ রোধে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রতিটি অঞ্চলে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও মশকনিধন অভিযান চালানো হবে। ধানমন্ডি লেকের বিভিন্ন অংশ শুরু হয়েছে। প্রশাসক আরও বলেন, ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত ঢাকা শহরকে নিয়ে তিনটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৯১৭ সালে স্যার প্যাট্রিক গেডিস যে মাস্টারপ্ল্যান করেছিলেন, সেখানে বলা হয়েছিল ঢাকা হবে একটি বাগানের শহর। কিন্তু বেসরকারি হাউজিং শুরু হওয়ার পরে ঢাকা থেকে সবুজ ও জলাশয় হারিয়ে যেতে থাকলো। আমরা ঢাকাকে সবুজ ফিরিয়ে আনতে এ বছর বর্ষার শুরুতেই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করবো। অভিযান কার্যক্রমে অংশ হিসেবে অতিথিরা জনসচেতনতামূলক একটি র‍্যালিতে অংশ নেন। পরিচ্ছন্নতা অভিযানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. জিল্লুর রহমান, সব বিভাগীয় প্রধান এবং ধানমন্ডি সোসাইটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার

কাচি, একটি হাতুড়ি, একটি লাঠি, তিনটি রড, একটি কুচা ও একটি সুলফি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের এ বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানিয়েছেন এআইজি ইনামুল হক সাগর।

বেরাইদে ৭ কিমি রাস্তার কাজ শেষ

বলেন, ওষুধ ছিটানো ঠিকমতো হচ্ছে কি না তা তদারকিতে সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করা হবে। হেল্থ ট্যাক্স বিষয়ে তিনি বলেন, এ মাসে প্রথম সপ্তাহে বড় মেলার আয়োজন করা হবে। নতুন এলাকায় শুধু গৃহকর নেওয়া হবে, অন্য কোনও কর নয়। পরিদর্শনে ডিএনসিসির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

কোহিনুর কেমিক্যাল ধর্মীয়

অনুভূতিতে আঘাত হানে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ২২ এপ্রিল দুপুরে শ্রমিকরা বিষয়টি প্রশাসনকে জানালে কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য ও প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার দোষ প্রমাণিত হলে তাকে বহিষ্কার করা হয়। একই সঙ্গে তাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে প্রশাসন আশ্বাস দেন। তবে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কিছু বহিরাগত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে বলে অভিযোগ করেছে কর্তৃপক্ষ। কোহিনুর কেমিক্যাল স্পষ্ট করে জানায়, প্রতিষ্ঠানটি কখনোই ধর্মীয়, সামাজিক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক কোনো বক্তব্য বা আচরণকে সমর্থন করে না। তারা বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠানে শূন্য সহিষ্ণু নীতি (জিরো টলারেন্স পলিসি) অনুসরণ করা হয়। আমরা দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলি এবং তা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানটি আরও জানায়, তারা ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে কঠোর নীতিমালা গ্রহণ করবে।

সবজির বাজার চড়া, পেঁয়াজ ডিমও

যাওয়ায় এ বছর অনেক কৃষকেরা লোকসানে হয়েছে। এখন যেসব সবজি আসছে, সেগুলোর উৎপাদন ব্যয় কিছুটা বেশি। সে জন্য কৃষক দাম একটু বেশি নিচ্ছেন। ক্রেতারা বলছেন, রোজায় সবজির দাম কম থাকলেও, ঈদের পর থেকেই বাজার চড়া। তাদের দাবি দাম কমাতে বাজার মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে। এদিকে এক সপ্তাহ ধরে চড়া পেঁয়াজের বাজার। এ সময় কেজিতে ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়েছে। খুচরা পর্যায়ে ভালো মানের প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬৫ টাকায়। পাড়া-মহল্লায় এ দাম আরও বেশি। এ ছাড়া হাইব্রিড জাতের পেঁয়াজের কেজি কেনা যাচ্ছে ৫০ থেকে ৫২ টাকায়। রোজার শুরু থেকে কমতে শুরু করে ডিমের দাম। এ সময় প্রতি ডজন ফার্মের ডিমের ডজন ১১৫ টাকায় নেমে এসেছিল। তবে তিন-চার দিন ধরে বাড়ছে। বর্তমানে ফার্মের প্রতি ডজন ডিম (বাদামি রং) বিক্রি হচ্ছে ১২৫ থেকে ১৩০ টাকায়। গত সপ্তাহে প্রতি ডজন কেনা গেছে ১১৫ থেকে ১২০ টাকায়। রোজার শেষদিকে এসে মুরগির দাম বেড়েছিল। তবে এখন অনেকটা কম। প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা ও সোনালি জাতের মুরগি ২৫০ থেকে ২৬০ টাকা। ভোজ্যতেলের বাজারে বোতলের আকাল এখনও আছে। খোলা সয়াবিন ও পামওয়েলের সরবরাহে ঘাটতি দেখা যায়নি। পাঁচ লিটারের বোতলের সরবরাহ কিছুটা কম রয়েছে। দুই-তিন মাস ধরে বোতলজাত তেলের সরবরাহ ঘাটতি নিয়েই চলছে বাজার।

রানা প্লাজার ঘটনায় শুধু রানার বিচার

আইন সংশোধন হবে। রানা প্লাজাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে একটি নিরাপদ কর্মস্থল তৈরির জন্য যে সংশোধনী আছে, সেগুলো নিশ্চিত করতে হবে। আমরা সেগুলো সংশোধন করে আইন সংশোধন করবো। তিনি বলেন, একটা ট্র্যাজেডিকে কেন্দ্র করে আমরা এখানে একত্রিত হইনি। আমরা একত্রিত হয়েছি আমাদের দায়িত্ব ও চিন্তাভাবনাকে একত্রিত করার জন্য। ১২ বছর পরে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ নেই, বিচার দাবি করা এখন আমাদের দায়িত্ব হয়ে গেছে। রানা প্লাজা ধস একটা ট্র্যাজেডি ছিল না, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। গোল টেবিল বৈঠকে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের কার্যনির্বাহী সদস্য রাশেদুল আলম রাজু। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সভাপতি মো. তৌহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতারের সঞ্চালনায় এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি সালাউদ্দিন স্বপ্ন, নারীবিষয়ক সম্পাদক চায়না রহমান, অর্থ সম্পাদক কামরুল ইসলাম ও সদস্য আমিনুল হক আমিন।

এমন দেশ চাই, যেখানে বৈষম্য

অধ্যাপক আল হেলাল তালুকদার প্রমুখ।

পরে অপর শিশুকে ডুবন্ত অবস্থায় পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর স্থানীয় পল্লী চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদেরকে দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। চরজব্বার থানার ওসি মোহাম্মদ শাহীন মিয়া বলেন, শিশু দুটির পানিতে পড়ে মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক আহত

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে আসাদুল ইসলাম (২৮) নামে এক বাংলাদেশি নাগরিক আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার মনিয়ন্দ ইউনিয়নের ইটনা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত আসাদুল ইসলাম ইটনা গ্রামের ফেরদৌস মিয়ার ছেলে। তাকে আহত অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিজিবি ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ইটনা সীমান্তের ভারতীয় অংশে আসাদুলকে লক্ষ্য করে পর পর তিন রাউন্ড গুলি করে বিএসএফ। চোখে গুলি লেগে আহত হন আসাদুল। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সুলতানপুর বিজিবি-৬০ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউর রহমান বলেন, ভারত সীমান্তের ১২০ গজ ভেতরে অর্থাৎ ভারতীয় অংশে গুলির ঘটনাটি ঘটে। ওই ব্যক্তি ভারতের সীমান্তের ভেতরে একটি ছোট নদী পার হওয়ার সময় তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে বিএসএফ। তার বাঁ চোখে গুলি লেগেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। তাকে চিকিৎসার জন্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঠানো হয়েছে। তবে সে শঙ্কামুক্ত বলে জেনেছি। তিনি আরও জানান, এ ব্যাপারে আহত ব্যক্তির কাছ থেকে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি জানায়, বিকাল সাড়ে ৫টায় পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

তেজগাঁওয়ে বোবা রফিক হত্যা: প্রধান আসামি ১২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর তেজগাঁওয়ে মোহাম্মদ রফিক ওরফে বোবা রফিক (২০) হত্যাকাণ্ডের ১২ ঘণ্টার মধ্যেই মামলার প্রধান আসামি মো. আসিফ ওরফে ইব্রাহিম খলিলকে (২২) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-২। গতকাল শুক্রবার র‍্যাব-২ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া), সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার খান আসিফ তপু এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে কাওরান বাজারের চারুলতা রেস্তোরাঁর সামনে পূর্ব শত্রুতার জেরে ওত পেতে থাকা আসিফসহ ২-৩ জন রফিককে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে জখম করে। স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রফিক মারা যান। এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে তেজগাঁও থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। র‍্যাব জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামি ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এর আগে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন পেয়ে পুলিশ কাওরান বাজার রেললাইনের পূর্ব পাশ থেকে রফিকের মরদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, রফিকের শরীরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। তিনি জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ থানার অফিস তারাটি এলাকার বাসিন্দা এবং কাওরান বাজারে এলোমেলো জীবনযাপন করতেন। তার বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় চুরি ও ছিনতাইয়ের অন্তত ৮টি মামলা রয়েছে। গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

টাঙ্গাইলে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মাছ ব্যবসায়ী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে সাইফুল আলম (৫০) নামে এক মাছ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার ভোরে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে উপজেলার ডুবাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাইফুল আলম টাঙ্গাইল পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের সাকরাইল পশ্চিমপাড়া এলাকার মৃত একে সাব্বির আহমেদের ছেলে। নিহতের পরিবারের সদস্যরা ও পুলিশ জানায়, সাইফুল আলম এক মাছ চাষিকে সঙ্গে নিয়ে ভোর ৪টার দিকে অটোরিকশায় হ্যাচারি থেকে মাছের পোনা আনার জন্য মির্জাপুরের উদ্দেশে রওনা হন। তারা মহাসড়কের ডুবাইল এলাকায় পৌঁছালে তিন ছিনতাইকারী মোটরসাইকেল নিয়ে অটোরিকশাটির গতিরোধ করে। পরে পিস্তলসহ দেশি অস্ত্র ঠেকিয়ে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। সাইফুল আলম তাদের টাকা দিতে দেরি করায় তাকে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। দেলদুয়ার থানার ওসি সোহেব খান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ছিনতাইকারীরা সাইফুলের কাছে থাকা ২০ থেকে ৩০ হাজার ও একটি ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ছুরিকাঘাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। ছিনতাইকারীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

গোপালগঞ্জে সেনাবাহিনীর গাড়ি পোড়ানোর মামলার আসামিসহ গ্রেপ্তার ৫

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জে সেনাবাহিনীর গাড়ি পোড়ানোর ঘটনায় দায়ের করা মামলায় আসামিসহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। বৃহস্পতি ও গতকাল শুক্রবার (২৪ ও ২৫ এপ্রিল) রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন- শুকতাইল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও শুকতাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মো. আবেদ আলী শেখ (৫২), রমনা ও হাতিরঝিল থানা মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী মমতাজ পারভিন শিমু (৪২), ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মোহাম্মদ জাকির হোসেন সাগর (৪৩), মিরপুর থানা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এম আর বাদল (৫০) এবং উত্তরা থানা আওয়ামী লীগের কর্মী মনিরুল ইসলাম (৩৮)। গতকাল শুক্রবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ধানমন্ডি এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. আবেদ আলী শেখ এবং রাত ৯টার দিকে বাংলামোটর এলাকা থেকে মমতাজ পারভিন শিমুকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর মধ্যে মো. আবেদ আলী শেখ গোপালগঞ্জে সেনাবাহিনীর গাড়ি পোড়ানোর মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। একই রাতে বনানী এলাকায় ডিবি-সাইবার বিভাগের অভিযানে গ্রেপ্তার হন জাকির হোসেন সাগর। তিনি স্বীকার করেছেন, সম্প্রতি গুলশানে ছাত্রলীগের একটি ঝটিকা মিছিলে অংশ নেন। এছাড়া তিনি ২০১৫ সালে খালেদা জিয়ার গাড়িবহরে হামলা মামলারও আসামি। গতকাল শুক্রবার ভোরে ডিবি-মিরপুর বিভাগ অভিযান চালিয়ে মিরপুর এলাকা থেকে এম আর বাদলকে এবং উত্তরা এলাকা থেকে ডিবির অপর একটি টিম মনিরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। মনিরুল ১৮ এপ্রিল উত্তরা বিমানবন্দর এলাকায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশ নেন বলে স্বীকার করেছেন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

পল্লবীর কিশোর গ্যাং প্রধান আশিক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মিরপুর পল্লবীর একটি কিশোর গ্যাং গ্রুপের প্রধান আশিককে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল শুক্রবার সকালে মিরপুর কাফরুল থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানের সময় একটি ভবনের চারতলা থেকে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টাকালে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন আশিক। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পল্লবী থানার ওসি মো. নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার আশিক পল্লবী এলাকায় একটি কিশোর গ্যাং গ্রুপের প্রধান। এই কিশোর গ্যাং সদস্যরা চুরি-ছিনতাইসহ নানা অপরাধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। গ্রেপ্তার আশিকের বিরুদ্ধে ছিনতাই-মারামারিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর মিরপুর অঞ্চলে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে কিশোর গ্যাং। মিরপুরের পাড়া-মহল্লায় এই অপরাধী চক্রের তাণ্ডবে স্থানীয় সাধারণ মানুষকে দিন কাটাতে হচ্ছে আতঙ্কের মধ্যে। এদিকে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পালানোর সময় চারতলা থেকে নিচে পড়ে আশিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বর্তমানে তিনি জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল ছিটকে পড়লে আবুল কাশেম (৬০) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ওই মোটরসাইকেলের চালক। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলাএ হাদি ফকিরহাট বাজার এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কাশেম, মীরসরাইয়ের খৈয়াছড়া ইউনিয়নের উত্তর গাছবাড়িয়া এলাকার মৃত এবাদুর রহমানের ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মহাসড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিলেন আবুল কাশেম। এ সময় বাসের ধাক্কায় একটি মোটরসাইকেল তাঁর গায়ের ওপর ছিটকে পড়ে। এ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। কুমিরা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মামুন জানান, বলেন, এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রামে নিজ বাসা থেকে পোশাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরীতে নিজ বাসায় তানজিনা বেগম (২৩) নামে এক পোশাক কারখানার শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে পতেঙ্গা থানাধীন স্টিলমিল খালপাড় এলাকার চেয়ারম্যান গলির একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর থেকে মৃতের স্বামী পলাতক। পুলিশ ধারণা করছে, পারিবারিক কলহের জের ধরে স্ত্রীকে হত্যার পর পালিয়ে গেছে স্বামী। তানজিনা বেগমের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার নান্দাইল উপজেলায় হলেও চাকরির সুবাদে চট্টগ্রামের বাসায় থাকতেন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানিয়েছে, পতেঙ্গা খালপাড় এলাকায় একটি বাড়ির নিচতলায় স্বামী ও ভাইসহ ভাড়া থাকতেন তানজিনা বেগম। তারা সবাই পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। রাতে তানজিনার ভাই বাসায় এসে তালা দেওয়া দেখে আরেক ভাইয়ের কাছ থেকে চাবি এনে বাসায় ঢোকেন। এ সময় তানজিনাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে তারা পুলিশকে খবর দেন। গভীর রাতে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পতেঙ্গা থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ওই পোশাকশ্রমিককে গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে ওই তার স্বামী পলাতক রয়েছে। আমরা ধারণা করছি, পারিবারিক বিরোধ নিয়ে স্ত্রীকে হত্যার পর স্বামী পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

নারী সংস্কার কমিশন বাতিলের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ড. আহমদ আবদুল কাদের বলেছেন, নারী সংস্কার কমিশন ও তাদের প্রতিবেদন ইসলামবিরোধী। তাই অবিলম্বে তা বাতিল করতে হবে। তিনি ইসলামী ব্যক্তিত্বদের দিয়ে নতুন কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন। গতকাল শুক্রবার বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন ও তাদের প্রতিবেদন বাতিল এবং ভারতে মুসলিম নির্যাতনের প্রতিবাদে খেলাফত মজলিস আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আহমদ আবদুল কাদের বলেন, নারী সংস্কার কমিশন যৌনকর্মীদের শ্রমিকের মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। যা আমাদের মুসলিম অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। আমরা তাদের পুনর্বাসন চাই। তাছাড়াও মিরাস আইন নিয়ে তাদের দাবিও আপত্তিজনক। তিনি এ কমিশন বাতিলে গ্রামে-গঞ্জে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে ভারতে ওয়াক্‌ফ আইন পুরোপুরি বাতিল ও গাজায় গণহত্যা বন্ধেরও দাবি জানান তিনি। খেলাফত মজলিস ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি মাওলানা আজিজুল হক কাসেমীর সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেনড় কেন্দ্রীয় নায়েব আমির মাওলানা আহমেদ আলী কাসেমী ও যুগ্ম মহাসচিব মুহাম্মদ মুনতাসীর আলী প্রমুখ। এছাড়াও ভারতসহ বিভিন্ন দেশে মুসলিম নির্যাতনের প্রতিবাদে একই সময়ে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জাতীয় বিপ্লবী পরিষদ ও মৌলিক বাংলা দল নামের দুটি সংগঠন।

পাবনায় দুপক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ৫

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় পদ্মা নদীতে জেগে ওঠা চর দখলকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার লক্ষীকুণ্ডা ইউনিয়নের লক্ষীকুণ্ডা ডিগ্রির চরে এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ পাঁচজন হলেনড় পিল্লু (২৫), ছুবাইল (২৪), আসিফ (২০), আলম (২৭) ও বাদশা (২১)। আহত ১০ জনের পরিচয় জানা যায়নি। তবে তাদের সবাইকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ছেলে, ভাই-ভাতিজা ও নিজের পক্ষের লোকজনকে নিয়ে সরকার থেকে লিজ নেওয়া চরের সম্পত্তি দেখতে যান রিকাত আলী শেখ। এ সময় প্রতিপক্ষ মকুল মেম্বার, তরিকুল মেম্বার ও শফি মীরের নেতৃত্বে ২০-২৫ জন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এ হামলা চালায়। হামলায় পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হন এবং আহত হন অন্তত ১০। আহতদের মধ্যে গুরুতরদের পাবনা হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। রিকাত আলী শেখ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগ নেতা মকুল মেম্বার, তরিকুল মেম্বার, সরকারের পট পরিবর্তনের পর থেকে এলাকা থেকে পালিয়ে গিয়ে চরে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। এবং সেখান থেকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করছেন। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ডিগ্রির চরের হাজার বিঘা জমি দখল নিয়ে দীর্ঘ বছর ধরে কুষ্টিয়া অঞ্চলের একটি পক্ষের সঙ্গে ঈশ্বরদী অঞ্চলের পক্ষের মধ্যে ঝামেলা চলছে। সম্প্রতি সরকারিভাবে ডিগ্রির চরের এই সম্পত্তি লিজ দিয়েছে সরকার। সেই লিজের সম্পদ দখলকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার ঈশ্বরদী অঞ্চলের ইয়াসিন ও মক্কেল মৃধা পক্ষের সঙ্গে কুষ্টিয়া অঞ্চলের মুকুল ও কালু বাহিনীর সঙ্গে ঝামেলার সূত্রপাত। এ ঘটনার পর থেকে চর অঞ্চলে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঈশ্বরদী সার্কেল অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার সরকার জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এখনও কোনো পক্ষ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি। তবে ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নারায়ণগঞ্জে বাড়িতে ডাকাতি টাকা-স্বর্ণালংকার লুট

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া গ্রামে একটি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। এ সময় ডাকাতদল অস্ত্রের মুখে বাড়ির সবাইকে জিম্মি করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুটে নেয়। গতকাল শুক্রবার ভোরে এই ঘটনা ঘটে। বাড়ির গৃহকর্তা রুবেল জানান, তিনি বাবুর্চির কাজ করেন। রান্না করতে পাশের রামচন্দ্রদীতে যান। এই সুযোগে ভোরে ডাকাতদল তার ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে তার মা, স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে জিম্মি করে নগদ ১৫ হাজার টাকা, আড়াই ভরি স্বর্ণালংকার, দুই ভরি রুপা, দুটি মোবাইল ফোনসহ অন্যন্যা মালামাল লুটে নেয়। আড়াইহাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সাইফ উদ্দিন জানান, ঘটনাটি শুনছি। খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাত খুন মামলার রায় বাস্তবায়নের দাবিতে স্বজনদের মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের আলোচিত সাত খুন মামলায় উচ্চ আদালতের দেওয়া রায় বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন নিহতদের স্বজনরা। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিগঞ্জের মৌচাক এলাকায় এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নিহত নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) প্যানেল মেয়র ও কাউন্সিলর নজরুলের স্ত্রী সেলিনা ইসলাম বিউটি বলেন, আমার স্বামীসহ যে সাতজনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তা আপনারা সবাই দেখেছেন, সারা পৃথিবীর মানুষ দেখেছে। সবাই এই হত্যার জন্য কান্না করেছে। তিনি আরও বলেন, এখনও রায় কেন ঝুলে আছে। আমাদের দাবি আইন ও বিচার বিভাগের প্রতি, আইন উপদেষ্টার প্রতি, এই সাতটি পরিবারের দিকে তাকিয়ে এই রায় কার্যকর করুন। আমাদের সাতটি পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা সরকারের সহযোগিতা চাই। সার্বিক সহযোগিতা করে আমাদের মামলাটা যেন দ্রুত নিস্পত্তি হয়। আমরা যেন বিচার পাওয়ার সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারি। মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন- নিহত নাসিক প্যানেল মেয়র মোহাম্মদ নজরুল ইসলামের ভাই নূর মোহাম্মদ, আব্দুস সালাম, নিহত তাজুল ইসলামের বাবা আবুল খায়ের, তার ভাই রাজু আহমেদ, নিহত গাড়িচলক জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূপুরসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ আদালতে একটি মামলায় হাজিরা দিয়ে ফেরার পথে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের ফতুল্লার লামাপাড়া এলাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম, আইনজীবী চন্দন সরকারসহ সাতজনকে অপহরণ করা হয়। তিন দিন পর শীতলক্ষ্যা নদী থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিহত নজরুল ইসলামের স্ত্রী সেলিনা ইসলাম বিউটি ও নিহত আইনজীবী চন্দন সরকারের জামাতা বিজয় কুমার পাল বাদী হয়ে ফতুল্লা মডেল থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেন।

রাজধানীতে আ. লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৫ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে পৃথক অভিযানে গোপালগঞ্জে সেনাবাহিনীর গাড়ি পোড়ানো মামলায় এজাহারনামীয় আসামিসহ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের পাঁচনেতাকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। গতকাল শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। গ্রেপ্তাররা হলেন শুকতাইল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও শুকতাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মো. আবেদ আলী শেখ (৫২), রমনা ও হাতিরঝিল থানা মহিলা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী মমতাজ পারভিন শিমু (৪২), ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সাবেক সভাপতি এবং মহানগর উত্তর যুবলীগ কর্মী মোহাম্মদ জাকির হোসেন সাগর (৪৩), মিরপুর থানা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এম আর বাদল (৫০) ও উত্তরা থানা আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী মনিরুল ইসলাম (৩৮)। ডিবির বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গত বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে ধানমন্ডি এলাকা থেকে আবেদ আলী শেখকে এবং রাত ৯ টার দিকে বাংলামোটর এলাকা থেকে মমতাজ পারভিন শিমুকে গ্রেপ্তার করে ডিবি-ওয়ারী বিভাগের পৃথক টিম। আবেদ আলী শেখ গোপালগঞ্জে সেনাবাহিনীর গাড়ি পোড়ানো মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। অন্যদিকে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১২টা ৫ মিনিটের দিকে রাজধানীর বনানী এলাকায় অভিযানে জাকির হোসেন সাগরকে গ্রেপ্তার করে ডিবি-সাইবার বিভাগের একটি টিম। গ্রেপ্তার জাকির সম্প্রতি গুলশান এলাকায় ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল মর্মে স্বীকার করেছেন। এছাড়া তিনি ২০১৫ সালে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলার ঘটনায় রুজুকৃত মামলার এজাহারনামীয় আসামি। তিনি আরও বলেন, গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টা ৪৫ মিনিটের দিকে মিরপুর এলাকায় অভিযানে এম আর বাদলকে গ্রেপ্তার করে ডিবি-মিরপুর বিভাগের একটি দল। একইদিন রাজধানীতে অভিযানে মনিরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে ডিএমপি ডিবির পৃথক টিম। তিনি গত ১৮ এপ্রিল উত্তরা বিমানবন্দর এলাকায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল মর্মে স্বীকার করেছেন। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

হবিগঞ্জে টিনের ঢাল ও লাঠি হাতে দুই ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ, আহত ৫০

স্টাফ রিপোর্টার : হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির ঘর দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের দুই ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার নোয়াগড় গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে আজমিরীগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, নোয়াগড় গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি প্রতি বছর আশপাশের জমি, পুকুর, ডোবা ইজারা দিয়ে থাকে। সমিতির তহবিলে বেশ কিছু টাকাও রয়েছে। এতদিন সমিতি ঘরের নিয়ন্ত্রণ ওই গ্রামের শাহজাহান মেম্বারের কাছে থাকলেও সম্প্রতি লতিফুর মেম্বার তাতে বাধা দেয়। এ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। গতকাল শুক্রবার সকালে উভয়পক্ষ ডাকাডাকি করে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সেখানে দুই পক্ষের মানুষের হাতে টিনের ঢাল, লাঠিসহ দা-ছুরি দেখা গেছে। এতে উভয়পক্ষের অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়। আহতদের আজমিরীগঞ্জ, বানিয়াচং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে আজমিরীগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আজমিরীগঞ্জ থানার ওসি এ বি এম মাঈদুল হাসান সংঘর্ষের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।

মৌলভীবাজারে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : মৌলভীবাজার ডিবি ও পুলিশের যৌথ অভিযানে কুলাউড়া উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ স ম কামরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার মধ্যরাতে তাকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলা ডিবির ওসি আবু জাফর মোহাম্মদ কবির গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। উল্লেখ্য, আ স ম কামরুল ইসলাম সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রটোকল অফিসার আবু জাফর রাজুর ভাই।

রাঙামাটিতে প্রতিপক্ষের গুলিতে ইউপিডিএফের পরিচালক আহত

স্টাফ রিপোর্টার : রাঙামাটিতে প্রতিপক্ষের গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছেন পাহাড়িদের আঞ্চলিক সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) পরিচালক বাইট্টা চাকমা ওরফে লেত্তু চাকমা (৫৪)। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার সাপছড়ির যৌথ খামার মইনপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়, সশস্ত্র একটি গ্রুপ এলাকায় এসে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। এতে বাইট্টা চাকমা গুরুতর আহত হন। গুলির শব্দ শুনে এলাকাবাসী আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করেন। রাঙামাটির কোতোয়ালি থানার ওসি সাহেদ উদ্দিন বলেছেন, তিনি একজনের গুরুতর আহত হওয়ার সংবাদ বিভিন্ন লোকমুখে শুনেছেন, তবে বিস্তারিত কিছু জানতে পারেননি। এদিকে রাতে রাঙামাটি জেলা ইউপিডিএফের সংগঠক সচল চাকমা সংবাদ মাধ্যমে এক বিবৃতিতে হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জনিয়ে বলেন, এই ঘটনার জন্য জেএসএস সন্তু লার্মা গ্রুপ দায়ী।

সম্পাদকীয়

চুপিচুপি ছড়িয়ে পড়ছে পারকিনসন্স দরকার যত্ন ও চিকিৎসা

বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। জনসংখ্যার এই পরিবর্তন কেবল একটি সামাজিক রূপান্তরের ইঙ্গিতই দেয় না, বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গুরুতর স্বাস্থ্য সংকট–যার একটি বড় উদাহরণ পারকিনসন্স রোগ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে ‘বিশ্ব পারকিনসন্স দিবস’। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে–এই দিবস কি কেবল একদিনের আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি এটি হয়ে উঠবে সচেতনতা ও কার্যকর পদক্ষেপের উদ্দীপনা?

পারকিনসন্স চিকিৎসায় যে অগ্রগতি প্রয়োজন, সেটি আজও আমাদের স্বাস্থ্যের মূল স্রোতে আসেনি। অনেক রোগী চিকিৎসা না নিয়ে দ্রুত শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, শুধু মাত্র সচেতনতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে। এই প্রেক্ষাপটে ‘বিশ্ব পারকিনসন্স দিবস’-এর এবারের প্রতিপাদ্য–“বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের ক্ষমতায়ন, আবিষ্কার এবং যত্ন উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করুন”-এখানে যথার্থ বলেই প্রতিভাত হয়

পারকিনসন্স রোগ একটি স্নায়বিক সমস্যা, যা ধীরে ধীরে রোগীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসহায় করে তোলে। প্রথমে হাত-পায়ের কাঁপুনি দিয়ে শুরু হলেও ধীরে ধীরে রোগী হাঁটার অক্ষমতা, স্মৃতি হারানো, স্বর ও মুখাবয়বে জড়তা, বিষণ্নতা ও ঘুমের ব্যাঘাতসহ নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হন। অথচ এতো গুরুতর একটি রোগ সম্পর্কে দেশের বেশিরভাগ মানুষই জানেন না। কারণ এটিকে সাধারণ বার্ধক্যজনিত সমস্যা হিসেবে উপেক্ষা করা হয়। এমনকি চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও রোগটি নিয়ে কোনো জাতীয় পরিসংখ্যান বা গবেষণার অস্তিত্ব নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, ষাটোর্ধ্ব মানুষের প্রায় ১০ শতাংশ এই রোগে আক্রান্ত, এবং ৮০ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে এই সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। কিন্তু দেশে প্রবীণদের যত্ন ও সেবার যে অবকাঠামো রয়েছে, তা এই রোগ মোকাবিলায় একেবারেই অপ্রতুল। পারকিনসন্স চিকিৎসায় যে অগ্রগতি প্রয়োজন, সেটি আজও আমাদের স্বাস্থ্যের মূল স্রোতে আসেনি। অনেক রোগী চিকিৎসা না নিয়ে দ্রুত শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, শুধু মাত্র সচেতনতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে। এই প্রেক্ষাপটে ‘বিশ্ব পারকিনসন্স দিবস’-এর এবারের প্রতিপাদ্য–“বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের ক্ষমতায়ন, আবিষ্কার এবং যত্ন উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করুন”-এখানে যথার্থ বলেই প্রতিভাত হয়। বাংলাদেশেও এখন সময় এসেছে, যখন শুধু দিবস পালনে সীমাবদ্ধ না থেকে, এই রোগ নিয়ে গবেষণা, পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, এবং রোগীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি যত্ন পরিকল্পনার উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও বরাদ্দ, বিশেষ করে প্রবীণদের জন্য সমন্বিত সেবাকেন্দ্র এবং প্রশিক্ষিত চিকিৎসাকর্মী নিশ্চিত করা। বার্ধক্য কোনো অভিশাপ নয়, এটি মানবজীবনের স্বাভাবিক ধারা।

কিন্তু এই ধারা যেন সম্মানের সঙ্গে এবং যত্নের আবহে পূর্ণ হয়, সেই দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবারের। পারকিনসন্স রোগ কেবল একজন রোগীর নয়, বরং একটি পরিবারের, একটি সমাজের দায় হয়ে ওঠে। তাই এখনই সময়, এই রোগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা এবং সচেতনতা, চিকিৎসা ও সহানুভূতির পথ তৈরি করা।

বন্যপ্রাণীর কান্না: অব্যবস্থাপনা ও অবহেলার ছায়ায় চিড়িয়াখানা

একটি ভালুক চুপ করে পড়ে আছে টিনশেডের ঘরের এক কোণে। তার বাঁ পা পচে গেছে, নড়াচড়াও প্রায় বন্ধ। দর্শনার্থীরা দেখতে পাচ্ছে না–তবে যারা দেখছে, তাদের চোখে জল আসছে। এই চিত্র ময়মনসিংহের মিনি চিড়িয়াখানার। একটি চিড়িয়াখানায় এমন দৃশ্য কেবল দুঃখজনকই নয়, বরং এটি একটি ভয়াবহ বাস্তবতা–যেখানে প্রাণীরা বন্দি শুধু খাঁচায় নয়, বন্দি অবহেলা, অব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতায়। চিড়িয়াখানাটির পরিবেশই বলে দিচ্ছে কী পরিমাণ অব্যবস্থাপনা চলছে সেখানে। টিনশেডের ঘর, নেই আলো-বাতাস, নেই গাছপালা বা প্রাণীর স্বাভাবিক জীবনযাপনের পরিবেশ। চিড়িয়াখানা না হয়ে যেন হয়ে উঠেছে মৃত্যুর প্রহরগণনার জায়গা। যেখানে প্রাণীর সেবা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল প্রশাসনের, সেখানেই দেখা যাচ্ছে উদাসীনতা। চিড়িয়াখানার ইজারার মেয়াদ শেষ হয়েছে গত বছর জুনেই। নতুন করে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। চুক্তি শেষ, দায়িত্বও শেষ–এমন আচরণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ তথা জীবন্ত প্রাণীগুলোর সঙ্গে করা যায় না। একটি ভালুকের পচন ধরা পা আমাদের কেবল তার ব্যথাই জানান দেয় না, বরং আমাদের ব্যর্থতাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট অভিযানে গিয়ে উদ্ধার করেছে ২৩টি প্রাণী। প্রশ্ন হলো–এই প্রাণীগুলো এতদিন ধরে কী অবস্থায় ছিল? কে দেখছিল তাদের? কোথায় ছিল পরিবেশ অধিদপ্তর, বন বিভাগ, সিটি করপোরেশন? বাংলাদেশের বহু ছোট চিড়িয়াখানায় প্রাণীদের সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণের নজির রয়েছে। একদিকে সচেতনতা নেই, অন্যদিকে তদারকির অভাব। পশু-পাখিদের বন্দি করে ব্যবসা করা এক জিনিস, কিন্তু তাদের প্রাকৃতিক অধিকার হরণ করে, চিকিৎসাহীন অবস্থায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া আরেক জিনিস। এবং সেটি একটি অপরাধ। এখন সময় এসেছে পুরো বিষয়টিকে নতুনভাবে ভাবার। বন্যপ্রাণী রক্ষা আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন–সবকিছুকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। চিড়িয়াখানা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন মানসম্পন্ন অবকাঠামো, প্রশিক্ষিত কর্মী, এবং সর্বোপরি প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি। ভালুকটির পচে যাওয়া পা আমাদের বিবেককে নাড়া দিক। আমরা যেন বুঝি, বন্যপ্রাণী বিনোদনের উপকরণ নয়–তারা জীবিত প্রাণ। তাদের বাঁচিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্ব। অবহেলা নয়, দরকার যত্ন, আইন আর সচেতনতার সমন্বয়।

মেহেরপুরে তামাক চাষ, লাভের মোহে ক্ষতির অনিমেষ ছায়া

মেহেরপুরের উর্বর কৃষিজমিতে দিনে দিনে বিস্তার ঘটছে এক বিষবৃক্ষের–তামাক। কৃষকরা জানেন, তামাক শরীর ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তবুও অধিক মুনাফার আশায় তারা এই চাষে ঝুঁকছেন। দিনকে দিন নতুন নতুন জমি তামাকের আওতায় আসছে। যে জমিতে গত বছরও ছিল সবজির সমারোহ, এবার সেখানে তামাক গাছের কুপ্রভাব বিস্তার করছে। এই প্রবণতা শুধু কৃষকের শরীরের জন্য নয়, সার্বিকভাবে দেশের পরিবেশ, অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্যের জন্যও উদ্বেগজনক। বিশেষজ্ঞদের মতে, তামাক চাষে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয়। এ ছাড়া কৃষকের ও তার পরিবারের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে রয়েছে ক্যানসার, নিউরো-টক্সিক সমস্যা, শ্বাসজনিত রোগ এবং শিশুদের মধ্যে গ্রিন টোবাকো সিনড্রোম। এই চিত্র নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। আরও উদ্বেগজনক হলো, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদাসীনতা। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, জেলার তামাক চাষের কোনো তথ্যই তাদের কাছে নেই। অথচ বাস্তবে ব্রিটিশ-আমেরিকান টোব্যাকো, জাপান টোব্যাকোসহ একাধিক বহুজাতিক কোম্পানি কৃষকদের প্রণোদনা দিয়ে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে–বীজ, সার, কীটনাশক থেকে শুরু করে তামাক পাতার ক্রয় পর্যন্ত সব দায়িত্ব তারাই নিচ্ছে। এই ধরনের কার্যক্রম স্পষ্টতই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের পরিপন্থি। আইন অনুযায়ী, তামাক চাষের আগে সরকারের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু বাস্তবে এর কোনো প্রয়োগ নেই। আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগ নেই–এই চিরায়ত সমস্যাই যেন আবারও সামনে এলো। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন জাগে, সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কোথায়? কেন এই চাষের ওপর কোনো তদারকি নেই? কৃষকদের বিকল্প ফসল চাষে উদ্বুদ্ধ করতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? সরকারকে এখনই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তামাক চাষের অনুমতিপত্রের বিষয়টি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। কৃষকদের সচেতন করতে হবে তামাক চাষের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে। পাশাপাশি লাভজনক কিন্তু স্বাস্থ্যবান্ধব বিকল্প ফসলের জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা চালু করতে হবে। তামাক শুধু একটি ফসল নয়, এটি একটি ধ্বংসের ছায়া। মেহেরপুর যেন সেই ছায়ায় গ্রাসিত না হয়–এই দায় আমাদের সবার।

কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করা হবে না

হামিদ মীর

পাকিস্তানের ক্ষমতাবলয়ের লোকজন ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা নেবেন না মর্মে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে রেখেছেন। পাকিস্তানের ভৌগোলিক নকশা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার পরও আজ অবধি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়াকে অবজ্ঞা করার অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। ভাবখানা এরকম যে, ভৌগোলিক নকশা বদলে যাচ্ছে তো কী হয়েছে, বদলে যাক। কিন্তু কোনো না কোনো বড় সাহেবের খুব কাছের লোক হওয়ার চেষ্টায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি করা চলবে না। যেসব লোক এখন নিজেকে বেশ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলে জাহির করার খুব কাছাকাছি, তাদের কেউ কেউ ১০-১৫ বছর পর তাদের অতীতের কী কী কাজ পাকিস্তানের কত কত লোকসানের কারণ হয়েছে সেসব কথা বলবেন। এমনো হতে পারে, আলতাফ গওহরের মতো কোনো রিটায়ার্ড ব্যুরোক্র্যাট এমন দাবিও করতে পারেন, আমি পাকিস্তানে প্রদেশগুলোর মধ্যে যাতে মতদ্বৈধতা না বাড়ে সে জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। আলতাফ গওহর মাত্র ৩৯ বছর বয়সে পাকিস্তানের তথ্যসচিব হয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রথম ফৌজি আমির জেনারেল আইয়ুব খানের এত কাছে তিনি পৌঁছেছিলেন যে, লোকে তাকে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট বলে মনে করত। আইয়ুব খানের ‘ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস’ বইয়ের প্রকৃত লেখক তিনি ছিলেন বলে শেষ জীবনে স্বীকারও করেছিলেন। যখন উনি আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন সে সময় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় সেটি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। তবে তার সে অর্ধ-সমাপ্ত আত্মজীবনী ‘গওহর গজশাত’ নামে প্রকাশের ব্যবস্থা করে যান। বইটি অবশ্য তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। আজকাল কমপক্ষে তিনজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা তাদের আত্মজীবনী লিখছেন। তাদের মধ্যকার এক সাহেব জেনারেল মোশাররফের খুব কাছের লোক ছিলেন। বাকি দুইজন ছিলেন নওয়াজ শরিফের। তাদের একজন মুহতারাম সাবেক ব্যুরোক্র্যাট তার লেখা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে আমাকে জানিয়েছেন। বইয়ে তিনি শুধু অতীত ক্ষমতাশালীদের নয়, তার নিজের ভুলগুলোও স্বীকার করেছেন। আলতাফ গওহরও তার গওহর গজশাতে এটি লিখেছেন যে, তিনি পূর্বপাকিস্তানে ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে এক বাঙালিকে আটক করে বেদম পিটিয়েছিলেন। তা নিয়ে মামলা হয়েছিল এবং জজ সাহেবের সাথে মিলে কায়দাকানুন করে নিজেকে ওই মামলার সাজা থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি তার বস জেনারেল আইয়ুব খান সম্পর্কে যেসব কথা প্রকাশ করেছেন সেগুলো মাফ করার যোগ্য মোটেও না, তবে পাকিস্তান এখন যেসব সমস্যার মুখোমুখি সেগুলোর প্রেক্ষাপট বুঝতে দারুণ সহায়ক হচ্ছে। আলতাফ গওহর লিখেছেন ১৯৫৪ সালে আইয়ুব খান সেনাবাহিনী প্রধানের সাথে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। তখন থেকে আইয়ুব খান মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশ নিতে শুরু করেন এবং অনুভব করতে থাকেন যে, তার ভেতরে জাতিকে নাজাত দেয়ার ক্ষমতা সুপ্ত রয়েছে। তার এ নাজাতদানের ক্ষমতা প্রকাশ্যে আনতে তিনি এক পুস্তিকা রচনা করে প্রকাশ করেন। ১৯৫৪-তে লেখা ‘পাকিস্তানকি মওজুদাহ আউর আয়েন্দা মাসায়েল কা এক মুখতাছার জায়েযাহ’ শীর্ষক ওই প্রকাশনাতে তিনি পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান প্রেসিডেন্ট-শাসিত সরকারে নিহিত বলে উল্লেখ করেন। এ দলিল তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করেন। মন্ত্রিসভা সে দলিল নিয়ে তর্কবিতর্ক করে তার উপযুক্ততা পায়নি। এর কিছু দিন পর ১৯৫৬ সালের আইন মঞ্জুরি লাভ করে। আইয়ুব খানের সেনাপ্রধানের মেয়াদ দুইবার বাড়ানো হয়। এরপর তৃতীয়বারের মতো বর্ধিত করে নিতে তিনি তখন ব্যস্ত। প্রেসিডেন্ট ইস্কানদার মির্জা তার খায়েশ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মির্জার চেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন ১৯৫৮ সালের জুন মাসে তার মেয়াদ আরো দুই বছর বাড়িয়ে দেন। মেয়াদ বাড়ানোর কয়েক মাস পর ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কানদার মির্জার সাথে মিলে দেশে মার্শাল ল’ জারি করে সেনাপ্রধানের সাথে প্রধানমন্ত্রীও হয়ে যান। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি আসল ক্ষমতার মালিক প্রেসিডেন্ট বুঝতে পেরে জেনারেল আইয়ুব প্রেসিডেন্ট মির্জাকে পদত্যাগে বাধ্য করে প্রেসিডেন্টের চেয়ার দখল করেন। অতঃপর ১৯৫৬ সালের আইনের কাহিনী শেষ হয়ে যায়।

আলতাফ গওহর লিখেন, মার্শাল ল’ জারি করার অনেক আগে থেকে আইয়ুব খান ১৯৫৬ সালের আইন স্থগিত করার মতলব এঁটেছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় তিনি একজন ধর্মীয় পণ্ডিত গোলাম আহমদ পারভেজের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছিলেন। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে পারভেজ সাহেব ১৯৫৬ সালের অনৈসলামী আইন বাতিল করতে জেনারেল আইয়ুবকে ক্ষমতা দখল করা জরুরি বলে পরামর্শ দেন। পারভেজ সাহেব পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকারের বিপক্ষে ছিলেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে গায়ের ইসলামী মনে করতেন। তবে তিনি নতুন ইসলামী আইন তৈরির পক্ষে মতামত দেন। মার্শাল ল’ জারির পর ১৯৫৮ সালের ১৮ জুন পারভেজ সাহেব জেনারেল আইয়ুব খানকে একখানি চিঠি লিখে স্মরণ করিয়ে দেন, দেশে এখন উন্নতিকামী ইসলামী আইন করা জরুরি। তখন পির আলি মুহম্মদ রাশদি নামে আরেক সাহেব ছিলেন। তিনি ফিলিপাইনে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৬০ সালের ১৯ ডিসেম্বর দেশে রাজতন্ত্র জারি করে নিজেকে বাদশাহ ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে তিনি আইয়ুব খানকে এক চিঠি লেখেন। এরপর আইয়ুব খান গণতন্ত্র, ইসলাম ও শাহীতন্ত্রকে মিলিয়ে ১৯৬২ সালের আইন জারি করেন এবং দেশে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন চালু করেন। সেটিকে তার বাঙালি আইনমন্ত্রী বিচারপতি মুহাম্মদ ইবরাহিম প্রত্যাখ্যান করে পদত্যাগ করেন। আলতাফ গওহর তার বইয়ের কয়েক জায়গায় দাবি করেছেন, তিনি আইয়ুব খান এবং বাঙালি শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলকে কাছাকাছি আনতে বহুত চেষ্টা করেন যাতে করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার দূরত্ব খতম হয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি কোনো বাঙালি সাংবাদিক বা জ্ঞানীগুণী লোককে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করিয়েছেন আইয়ুব খানের বাঙালি মন্ত্রীরা তাদের ব্যাপারে তার কান ভারী করতেন। ওই মন্ত্রীরা ভাবতেন কোনো লেখাপড়া জানা বাঙালিকে যদি আইয়ুব খানের পছন্দ হয়ে যায় তবে খোশামোদ করে প্রেসিডেন্টের কাছের লোক হয়ে যাওয়া এসব লোক ছোট হয়ে যাবেন। একবার আলতাফ গওহর প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে স্মরণ করিয়ে দেন, আপনি ১৯৬২ সালের আইনের ভিত্তিতে ঢাকাকে দ্বিতীয় রাজধানী করেছেন। কিন্তু সেখানে কোনো কেন্দ্রীয় দফতর স্থানান্তর করেননি। শুনে আইয়ুব খান গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং বেশ রাগের সাথে বললেন, ওই লোকেরা আমাদের সাথে থাকতে পারবে না। আমি দ্বিতীয় রাজধানী এ জন্য করেছি যে, যখন তারা আলাদা হয়ে যাবে তখন অন্তত কোনো না কোনো অফিস কমপক্ষে পাবে। জেনারেল আইয়ুব কয়েকজন সিনিয়র অফিসারকে পাশে সরিয়ে রেখে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে সেনাপ্রধান করেন। আর সেই ইয়াহিয়া খান তার বস আইয়ুব খানকে পদত্যাগ করিয়ে মার্শাল ল’ জারি করে দেন। আলতাফ গওহর পেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছের লোক হওয়ার কারণে যেসব সিভিল সম্মাননা হাসিল করেছিলেন ইয়াহিয়া খান ছিনিয়ে নেন। এরপর আলতাফ সাংবাদিক-লেখক বনে যান। ভবিষ্যতের দিনগুলোতে আলতাফ গওহরের মতো কোনো রিটায়ার্ড ব্যুরোক্র্যাট তাদের বইতে কি জেনারেল জিয়াউল হক, জেনারেল পারভেজ মোশাররফ, বেনজির ভুট্টো, নওয়াজ শরিফ, ইমরান খান এবং শাহবাজ শরিফ তাদের ক্ষমতার মেয়াদে কী কী ভুল করেছেন তা লিখবেন? কিন্তু প্রশ্ন হলো ভুল যখন হতে থাকে তখন সেটি চিহ্নিত করা হয় না কেন? ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের কয়েক দিন আগে বিবাদ সৃষ্টিকারী চারটি নতুন খাল খনন পরিকল্পনা নেয়া হয়। তখন নিশ্চয় ব্যুরোক্র্যাটরা উপস্থিত ছিলেন। তারা কি এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নর সংক্রান্ত সরকারি ফাইলে চার খাল খনন জাতীয় নিরাপত্তায় যেসব বিপদ তৈরি করবে সে ব্যাপারে সাবধান করেছেন, না করেননি?

লেখক: হামিদ মীর; সাংবাদিক ও লেখক

নিষিদ্ধ পলিথিনে বিপন্ন প্রকৃতি

হৃদয় দেবনাথ

গত ১ নভেম্বর থেকে দেশে পলিথিনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। পলিথিন বন্ধে ইতোমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় সরকারের নেয়া এ উদ্যোগ তেমন কোনো কাজেই আসছে না। শপিংমল থেকে মুদি দোকানদারও ক্রেতাকে পলিথিনে করেই পণ্য ধরিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া নিষিদ্ধের প্রায় দুই মাস পার হতে চললেও সরকারের পক্ষ থেকে পলিথিনের ওপর দৃশ্যমান বড় ধরনের কোনো অভিযান পরিচালনা করতেও দেখা যায়নি। এমতাবস্থায় ক্রেতা-বিক্রেতা পড়ছেন উভয়সংকটে। স্বল্প মূল্যে পলিথিনের বিকল্প পথ তৈরি না করে সমাজ থেকে পলিথিন মুক্ত করা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন সচেতন মহল। এদিকে পরিবেশ রক্ষায় সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দ্রুতই পলিথিনের বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টি করে পরিবেশ রক্ষায় দেশকে পলিথিন মুক্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো। পরিবেশ সুরক্ষায় বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার যেমন শেষ নেই, তেমনিভাবে প্রচার-প্রচারণা ও গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণের জন্য যেসব উপাদানকে সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হয়, তার মধ্যে পলিথিন অন্যতম। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পলিথিন চরম হুমকি ও বিরাট চ্যালেঞ্জ। নিষিদ্ধ পলিথিনের সর্বব্যাপ্ত ব্যবহারে বিপন্ন হয়ে পড়েছে দেশের প্রকৃতি পরিবেশ ও প্রতিবেশ। হাট-বাজারগুলো সয়লাব হয়ে আছে পলিথিনের শপিং ব্যাগে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা পরিবেশ অধিদপ্তর কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও পুলিশ ও প্রশাসনের নাকের ডগায় পলিথিন উৎপাদন, বিপণন ও কেনাবেচা চলছে অবাধে। পলিথিন মূলত পলিমার জাতীয় এক ধরনের প্লাস্টিক যা মাটির মধ্যে শত শত বছরেও পচে না। এটি জমির গুণগত মান নষ্ট করে দেয় এবং মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়। পলিথিনের কারণে মাটি তার স্বাভাবিক পানি শোষণ ক্ষমতা হারায়, ফলে জমিতে পানি জমে থাকে এবং ফসলের ক্ষতি হয়।এসব পলিথিন মাটিতে পচে না,কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে ফলন কমে যায়। বাজারে মুদি দোকান থেকে শুরু করে মাছ, মাংস, শাকসবজি, ডিম, তরকারি, ফল, মিষ্টিসহ যে কোনো বিক্রীত পণ্য ভরে দেয়া হচ্ছে পলিথিনের ব্যাগে।এতে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ, ক্ষতি হচ্ছে কৃষিজমির। কমে যাচ্ছে মিঠা পানির মাছের উৎপাদন। হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। পলিথিন জ্বালিয়ে ফেলা হলে বায়ুম-লে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্যাসগুলো পরিবেশের ক্ষতি করে এবং মানুষের শ্বাসযন্ত্রের রোগসহ নানা শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ডাইঅক্সিন ও ফিউরানের মতো ক্ষতিকর পদার্থগুলো ফুসফুসের রোগ এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। প্রতিদিন কোটি কোটি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার শেষে ফেলে দেয়া হয়। পলিথিনের ক্ষুদ্র কণা বা মাইক্রোপ্লাস্টিক আমাদের খাবার ও পানিতে মিশে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, এই মাইক্রোপ্লাস্টিক মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে ক্যান্সারসহ নানা দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এ ছাড়া, পলিথিনের সঙ্গে যুক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলো শরীরের হরমোনের স্বাভাবিক কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব পলিথিন ব্যাগের একটা বড় অংশ নদীতে গিয়ে পড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে দেশের নদীগুলোর তলদেশে পলিথিনের পুরু স্তর জমেছে। এমনিতেই দেশের প্রায় সব নদনদীতে পলিথিন-প্লাস্টিক দূষণের মারাত্মক প্রভাব রয়েছে। পলিথিন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় সিটি করপোরেশন, জেলা শহর, পৌরসভা ও উপজেলা শহর এলাকায়। ফলে শহর এলাকার নদ-নদীগুলোই পলিথিন দূষণের শিকার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ঢাকার বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, বংশী, শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী; বরিশালের কীর্তনখোলা; চট্টগ্রামের কর্ণফুলী ও হালদা নদীর তলদেশে পলিথিনের পুরু স্তর পড়েছে। ফলে নদীর দূষণ তো বটেই, জীববৈচিত্র্যও ধ্বংস হচ্ছে। পলিথিন ও প্লাস্টিক দূষণে মাছের জীবনচক্র হুমকির মুখে পড়ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বৃষ্টি শেষে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার বড় কারণ এ পলিথিন। ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে পলিথিনের কারণে। সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোয় মূলত টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে না-ওঠা এর জন্য দায়ী। ফলে মাটি, পরিবেশ বিপন্ন হয়ে আমাদের খাবারে ঢুকে পড়েছে প্লাস্টিক, পলিথিন। গরিবের সাশ্রয়ী খাবার লালসাকেও ক্যান্সার সৃষ্টিকারী লেড, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়ামসহ বেশ কয়েকটি ভারী ধাতুর উচ্চমাত্রার উপস্থিতি পাওয়া গেছে দেশের বাজারগুলো সয়লাব হয়ে আছে নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগে। পরিবেশ সংরক্ষণে ২২ বছর আগে ২০০২ সালে পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে সরকার। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী পলিথিনে তৈরি সব ধরনের শপিং ব্যাগ উৎপাদন, আমদানি,বাজারজাতকরণ, বিক্রি ও বিক্রির জন্য প্রদর্শন, মজুত-বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়। এর ব্যত্যয় হলে জেল-জরিমানার বিধান রয়েছে। অথচ এ আইন লঙ্ঘন করেই প্রশাসনের নাকের ডগায় বাজারগুলোয় অবলীলায় বিক্রি হচ্ছে পলিথিন ব্যাগ। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সারাদেশে অবৈধ পলিথিন তৈরির কারখানা রয়েছে কমপক্ষে ৩ হাজার। এর মধ্যে পুরান ঢাকা এবং বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে রয়েছে ৭ শতাধিক কারখানা। এসব কারখানায় দৈনিক ১ কোটি ৪০ লাখ পলিথিন ব্যাগ উৎপাদিত হচ্ছে। পলিথিন মাটিতে মিশে যেতে লাগে ২০০ থেকে ৪০০ বছর। প্লাস্টিক পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ক্যারিব্যাগ বা পলিব্যাগ। হিসাবমতে, গড়ে জনপ্রতি বছরে ব্যাগ বানানো হচ্ছে ৭০০টি এবং একটি ব্যাগ গড়ে সর্বোচ্চ ১২ মিনিট ব্যবহারের পরই প্রকৃতিতে স্থান নেয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (বাপা) হিসাব অনুযায়ী, শুধু ঢাকাতেই প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি পলিথিন ব্যাগ জমা হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পলিথিনের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় ইথিন থেকে প্রাপ্ত পলিমারকে পলিথিন বলে। পরিবেশদূষণ, জীববৈচিত্র্য, অর্থনীতি ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য পলিথিন মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। আমাদের দেশে আশির দশকে পলিথিনের ব্যবহার শুরু হলেও পলিথিনের সহজলভ্যতাই এর ব্যবহার দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, ব্যাগ হাতে বাজারে যাওয়া যেন অসহনীয় তার চেয়ে ১০-১৫টি চকচকে পলিভর্তি বাজার নিয়ে ঘরে ফেরা বেশ আরামদায়ক। বিশ্বব্যাপী পরিবেশদূষণের কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো পলিথিনের যথেচ্ছ ব্যবহার। পরিবেশবিদদের মতে, পলিথিন তৈরিতে ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়, যা পরিবেশ সুরক্ষায় মোটেও উপযোগী নয়। পলিথিন এমন একটি পণ্য, যা মাটির সঙ্গে মিশতে আনুমানিক দেড় হাজার বছর সময় লাগে। পলিথিনের অবাধ ব?্যবহার বিশ্বব্যাপী একটি সমস্যা। পলিথিন অপচনশীল পদার্থ হওয়ায় এর পরিত্যক্ত অংশ মাটির অভ্যন্তরে ঢুকে মাটির উর্বরতা হ্রাস ও মাটিতে থাকা অণুজীবগুলোর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে। পলিথিন শুধু মাটির গুণাগুণ নষ্ট করছে তা-ই নয় বরং বিপন্ন করে তুলছে আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশকেও। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পরিবেশবিরোধী প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যবহার কমিয়ে আনতে মাঠপর্যায়ে কঠোর মনিটরিং, সমন্বিত তৎপরতা এবং ব্যাপক জনসচেতনতা দরকার। পাশাপাশি দ্রুত পচনশীল কাগজের ঠোঙা, কাগজ ও চটের ব্যাগের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

[লেখক : সংবাদকর্মী]

পরিবেশ সংরক্ষণে ২২ বছর আগে ২০০২ সালে পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে সরকার। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী পলিথিনে তৈরি সব ধরনের শপিং ব্যাগ উৎপাদন, আমদানি,বাজারজাতকরণ, বিক্রি ও বিক্রির জন্য প্রদর্শন, মজুত-বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়। এর ব্যত্যয় হলে জেল-জরিমানার বিধান রয়েছে। অথচ এ আইন লঙ্ঘন করেই প্রশাসনের নাকের ডগায় বাজারগুলোয় অবলীলায় বিক্রি হচ্ছে পলিথিন ব্যাগ। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সারাদেশে অবৈধ পলিথিন তৈরির কারখানা রয়েছে কমপক্ষে ৩ হাজার। এর মধ্যে পুরান ঢাকা এবং বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে রয়েছে ৭ শতাধিক কারখানা। এসব কারখানায় দৈনিক ১ কোটি ৪০ লাখ পলিথিন ব্যাগ উৎপাদিত হচ্ছে। পলিথিন মাটিতে মিশে যেতে লাগে ২০০ থেকে ৪০০ বছর। প্লাস্টিক পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ক্যারিব্যাগ বা পলিব্যাগ। হিসাবমতে, গড়ে জনপ্রতি বছরে ব্যাগ বানানো হচ্ছে ৭০০টি এবং একটি ব্যাগ গড়ে সর্বোচ্চ ১২ মিনিট ব্যবহারের পরই প্রকৃতিতে স্থান নেয়। বাংলাদেশ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (বাপা) হিসাব অনুযায়ী, শুধু ঢাকাতেই প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি পলিথিন ব্যাগ জমা হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পলিথিনের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় ইথিন থেকে প্রাপ্ত পলিমারকে পলিথিন বলে। পরিবেশদূষণ, জীববৈচিত্র্য, অর্থনীতি ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য পলিথিন মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। আমাদের দেশে আশির দশকে পলিথিনের ব্যবহার শুরু হলেও পলিথিনের সহজলভ্যতাই এর ব্যবহার দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, ব্যাগ হাতে বাজারে যাওয়া যেন অসহনীয় তার চেয়ে ১০-১৫টি চকচকে পলিভর্তি বাজার নিয়ে ঘরে ফেরা বেশ আরামদায়ক। বিশ্বব্যাপী পরিবেশদূষণের কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো পলিথিনের যথেচ্ছ ব্যবহার। পরিবেশবিদদের মতে, পলিথিন তৈরিতে ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়, যা পরিবেশ সুরক্ষায় মোটেও উপযোগী নয়। পলিথিন এমন একটি পণ্য, যা মাটির সঙ্গে মিশতে আনুমানিক দেড় হাজার বছর সময় লাগে। পলিথিনের অবাধ ব?্যবহার বিশ্বব্যাপী একটি সমস্যা। পলিথিন অপচনশীল পদার্থ হওয়ায় এর পরিত্যক্ত অংশ মাটির অভ্যন্তরে ঢুকে মাটির উর্বরতা হ্রাস ও মাটিতে থাকা অণুজীবগুলোর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে। পলিথিন শুধু মাটির গুণাগুণ নষ্ট করছে তা-ই নয় বরং বিপন্ন করে তুলছে আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশকেও। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পরিবেশবিরোধী প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যবহার কমিয়ে আনতে মাঠপর্যায়ে কঠোর মনিটরিং, সমন্বিত তৎপরতা এবং ব্যাপক জনসচেতনতা দরকার। পাশাপাশি দ্রুত পচনশীল কাগজের ঠোঙা, কাগজ ও চটের ব্যাগের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে

পরিবার: শিশুর প্রথম এবং সর্বাধিক কার্যকর পাঠশালা

রাজু আহমেদ

পরিবার শিশুর জন্য বিদ্যালয়, প্রথম পাঠশালা। এখানে যা যা শিখবে, সন্তান সারাজীবন তাই-ই আমল করবে। মানুষ পারিবারিক শিক্ষার বাইরে খুব বেশিদূর যেতে পারে না। পরিবার থেকে পাওয়া শিক্ষার বিপরীতে জীবদ্দশায় মানুষের আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র এবং নীতি-নৈতিকতার আমূল রূপান্তর হয় না। শিশুর সামনে কেমন আচরণ করা হচ্ছে, প্রত্যেক বাবা-মায়ের তা সচেতনভাবে খেয়াল রাখা উচিত। এমনকি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও যাতে শিশুদের সামনে কাঙ্ক্ষিত আচরণ করে, তা নিশ্চিত করা উচিত। যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক নেই, সন্তান পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণে সেটাই শিখবে। স্ত্রী যদি স্বামীকে সম্মান না করে, স্বামী যদি স্ত্রীকে মূল্যায়ন না করে, সন্তান তেমনটাই ধারণ করবে। সন্তান যেহেতু আসমান থেকে নাজিল হয় না, সুতরাং পারিপার্শ্বিকতার দ্বারাই তার মানস গঠন হয়। কাজেই দাম্পত্যের মান-অভিমান, ঝগড়াঝাঁটি, এসব থেকে শিশুদের দূরত্বে রাখা উচিত। শিশুদের মতো এত বেশি অনুকরণপ্রবণ দ্বিতীয় কোনো সত্তা ধরাধামে নেই। সামর্থ্য থাকার পরও শিশুদের বেহিসাব খরচ করতে শেখানো উচিত নয়। অসামর্থ্য হওয়ার পরেও শিশুকে সকল অভাব বুঝতে দেওয়া ঠিক নয়। যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক মধুর, সে পরিবারের সন্তানের মানসিক বিকাশ স্বাভাবিকভাবে ঘটে। যেখানে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে কাজে সহায়তা করে, বিপদের সময় ভরসা হয়ে ছায়া দেয়, একজনের বিপদে সবাই এগিয়ে আসে এবং আড়ালেও পরস্পরকে সম্মান দিয়ে কথা বলে, সেখানের শিশুদের মানবিক গুণাবলি অর্জন সহজ হয় এবং চিন্তার পূর্ণতা লাভ করে। পরিবারের মধ্যে শিশুদের লিঙ্গবৈষম্য করা চরম আত্মঘাতী কাজ। ছেলে-মেয়েকে সমান চোখে দেখতে হবে। এমনকি বেশি উদারতা দেখাতে গিয়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। মোটকথা, কেউ যাতে তার অবস্থানে মানসিকভাবে অনিরাপদ বোধ না করে। দামি খাবার এককভাবে সন্তানকে খাওয়ানো, ‘‘আমার সন্তান মুরগির থাই ছাড়া খায় না’’, এসব শেখানো বাবা-মায়েদের শেষ বয়সে দুর্ভোগের শেষ থাকে না। সন্তানকে অভাব কিংবা প্রাচুর্যের মধ্যেও সামাজিকতা শেখাতে হবে। রাতের জন্য সামান্য খাবার থাকলে বাবা-মা উপোস থেকে সন্তানের পাতে তুলে দেওয়ার রেওয়াজ আছে, যা চরম আত্মঘাতী। ভাগাভাগি করে খেতে হবে। এক-দুই বেলা না খেলে কেউ মারা যায় না। এই ভাগাভাগির রীতি সন্তানকে সহমর্মিতা ও সহনশীলতা শেখাবে। দানের অভ্যাস গড়তে সন্তানদের সামনে এবং তাদের হাত দিয়ে দান-সদকা করাতে হবে। নিয়ম করে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিশতে দিতে হবে। শিক্ষা বা চাকরির অজুহাতে কিংবা সামাজিক অবস্থান বিচার করে অনেকেই সন্তানদের গরিব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিশতে দেন না। সন্তান বাজে শব্দ শিখবে, এমন অজুহাতে অনেকে তাদের পাড়াপ্রতিবেশীর সন্তানদের সঙ্গে খেলতে দিতে চান না। এটা ঠিক নয়। অশ্লীল শব্দ যে কদর্য ব্যাপার, তা শিশুরা ছোটবেলাতেই শিখলে শুদ্ধ হওয়া সহজ হবে। বয়সের স্তরের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদের উপযুক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সন্তানকে ভালো-মন্দের পার্থক্য শেখানোর দায়িত্ব অভিভাবকদের। তবে পছন্দ-অপছন্দ করার স্বাধীনতাও থাকা উচিত। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, অথচ সন্তানের পোশাক পছন্দ করে দেওয়ার দায়িত্ব বাবা-মা, বিশেষ করে মা, ভালোবাসার অধিকার হিসেবে রাখেন, এটি ভুল সিদ্ধান্ত। বন্ধুত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে উত্তম-অধম বোঝানো যায়, কিন্তু হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। বাবা-মা যেমনই হোক, প্রায় সব সন্তানের কাছেই তারা শ্রেষ্ঠ আদর্শস্বরূপ। সন্তানের সামনে কখনো অশ্লীল কথা বা চরিত্রের নেতিবাচক দিক প্রকাশ করা উচিত নয়। যতটা সম্ভব চাদরে আবৃত থাকুন, এমনকি দাম্পত্যের আদরও। সন্তানকে শুধু শাসন করে বা নজরদারিতে রেখে মানুষ করা সম্ভব নয়; বন্ধুত্বের স্পর্শ থাকা দরকার। পরিবার থেকেই বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের স্নেহ করার পাঠ দিতে হবে। ধন্যবাদ দেওয়ার অভ্যাস ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রেওয়াজ, সন্তান পরিবার থেকে না শিখলে দুনিয়ার আর কোথাও থেকে তা শেখার সুযোগ পাবে না। সন্তানের মানুষ হওয়ার দৌড় মূলত পরিবার নামক পাঠশালা থেকেই শুরু হয়। সফল হওয়া, চাকরি পাওয়া, এসবের শিকড় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হলেও, মানুষ হওয়ার শিক্ষা আসে পরিবার ও সবচেয়ে কাছের মানুষদের কাছ থেকে। পরিবারের মতো কার্যকর পাঠশালা দ্বিতীয়টি নেই। বড় চাকরি পাওয়া, নামকরা কবি-সাহিত্যিক হওয়া আর সত্যিকারের বড় মানুষ হওয়া এক কথা নয়। মনুষ্যত্বের বীজ পরিবার থেকেই বপিত হয়। ছোট্ট শিশু বাবাকে যেমন আচরণ করতে দেখে, মাকে যেভাবে কথা বলতে দেখে, সেভাবেই আচরণ করতে ও বলতে শেখে। বাজে পরিবার থেকেও দু-একটি পদ্মফুলের জন্ম হয় বটে, তবে বিচ্ছিন্ন উদাহরণকে নিয়ম ধরে নেওয়া যাবে না। সাধারণত একজন মানুষ শৈশবে যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তার চরিত্র ও মানসিকতা অনেকাংশেই তার প্রতিফলন হয়। সুতরাং মা-বাবাকে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। গুড প্যারেন্টিংও অন্য যে কোনো দক্ষতার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এখানে ব্যর্থ হওয়া মানেই একটি ব্যর্থ প্রজন্মের পূর্বসূরির দায় বহন করা। ভালো বাবা-মা হওয়ার জন্য পরিবারে ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখাই মুখ্য। যেহেতু বর্তমানে বেশিরভাগ পরিবার একক পরিবার, তাই বাবা-মায়ের হাতেই একটি শিশু পুতুলের মতো গড়ে ওঠে। অভিভাবক সন্তানের মানসিকতা ও চিন্তাকে যেভাবে রূপান্তরিত করবে, সন্তানের মনও ঠিক সেভাবেই গঠিত হবে।

গোপন সামরিক তথ্য শেয়ার করে বিতর্কের মুখে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ইয়েমেনে ইরান-সমর্থিত হুথিদের বিরুদ্ধে মার্চ মাসে চালানো এক হামলার বিস্তারিত তথ্য ব্যক্তিগত সিগন্যাল চ্যাট গ্রুপে শেয়ার করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে অবগত একটি সূত্র রোববার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে, হেগসেথ তার স্ত্রী, ভাই এবং ব্যক্তিগত আইনজীবীসহ একটি গ্রুপ চ্যাটে এই তথ্য শেয়ার করেছিলেন। রয়টার্সের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। দ্বিতীয় সিগন্যাল চ্যাটের এই তথ্যফাঁসের ঘটনা হেগসেথের অননুমোদিত মেসেজিং অ্যাপে অত্যন্ত স্পর্শকাতর নিরাপত্তা তথ্য শেয়ার করার বিষয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। এর আগেও তার বিরুদ্ধে ইয়েমেনে হামলার ছক শেয়ার করার অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগে বলা হয়, হোয়াইট হাউসের 'গ্রুপ চ্যাটে' তিনি ভুল করে এক সাংবাদিক দ্য আটলান্টিক ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক জেফ্রি গোল্ডবার্গকে যুক্ত করেছিলেন। ফলে ইয়েমেনে হামলা সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা ওই সাংবাদিক আগে থেকেই জেনে যান এবং তা দ্য আটলান্টিক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। ঘটনাটি ব্যাপক বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ঘটনাটি এমন এক সময়ে সামনে এসেছে, যখন ওই তথ্যফাঁস তদন্তের অংশ হিসেবে গত সপ্তাহে পেন্টাগনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে। পরিচিত ওই সূত্রটি নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, দ্বিতীয় চ্যাটটি মূলত হেগসেথের নিয়োগ নিশ্চিত হওয়ার সময় তৈরি হয়েছিল প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য। কিন্তু তাতে সেনা হামলার পরিকল্পনার কিছু তথ্যও যুক্ত ছিল। চ্যাটে বিমান হামলার সময়সূচির বিস্তারিত উল্লেখ ছিল বলে তিনি জানান। প্রতিবেদনে বলা হয়, যে সময়ে সাংবাদিককে গ্রুপে যোগ করেছিলেন হেগসেথ, প্রায় একই সময়ে তিনি স্ত্রী, বন্ধুদের সঙ্গেও মার্কিন সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। এর ফলে ট্রাম্প প্রশাসনের গোপনীয়তা এবং কর্তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পেন্টাগনের প্রকাশিত কিছু ছবিতে দেখা গেছে, হেগসেথের স্ত্রী জেনিফার রাউচেট, যিনি ফক্স নিউজ-এর সাবেক প্রযোজক, বিদেশি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংবেদনশীল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মার্চ মাসে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পেন্টাগনে হেগসেথের এক বৈঠকে দেখা যায়, তার পেছনে বসে আছেন তার স্ত্রী। হেগসেথের ভাই পেন্টাগনে নিযুক্ত মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের লিয়াজোঁ কর্মকর্তা। ট্রাম্প প্রশাসন আগ্রাসিভাবে তথ্য ফাঁসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। আর এই প্রচেষ্টাকে পেন্টাগনে উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেছেন হেগসেথ। এদিকে দ্বিতীয় এ ঘটনার পর, ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা বলছেন, হেগসেথ আর তার পদে থাকতে পারেন না। পেন্টাগনের এক মার্কিন কর্মকর্তা প্রশ্ন তোলেন, 'এই নতুন তথ্য সামনে আসার পর কীভাবে হেগসেথ তার পদে থাকতে পারেন?'

ফরাসি আইন প্রণেতাদের ভিসা বাতিল করল ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ইসরায়েল সরকার ২৭ জন ফরাসি বামপন্থী আইন প্রণেতা এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের ভিসা বাতিল করেছে। রোববার ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চল সফর শুরু করার দুই দিন আগে প্রতিনিধিদলের ভিসা বাতিল করেছে বলে জানায় ওই দলটি। ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির দুই ব্রিটিশ সংসদ সদস্যকে ইসরায়েলে প্রবেশে বাধা দেওয়ার মাত্র কয়েক দিন পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো। ফ্রান্স দ্রুতই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে বলে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ জানান। এ নিয়ে কূটনৈতিক উত্তেজনা শুরুর পর এই খবর সামনে এলো। ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের মধ্যে গাজা পরিস্থিতি নিয়ে ম্যাখোঁ নেতানিয়াহুর ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। ইসরায়েলের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২৭ জনের ভিসা বাতিল করা হয়েছে এমন একটি আইনের অধীনে, যে আইন কর্তৃপক্ষকে ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে এমন ব্যক্তিদের নিষিদ্ধ করার অনুমতি দেয়। ফ্রান্সের ইকোলজিস্ট এবং কমিউনিস্ট পার্টির ১৭ জন সদস্য এক বিবৃতিতে বলেছেন, তারা ইসরায়েলের 'সম্মিলিত শাস্তির' শিকার হয়েছেন এবং ম্যাখোঁকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা জানায়, জেরুজালেমে ফরাসি কনস্যুলেট তাদের পাঁচ দিনের সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তারা আরো বলেন, 'আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শান্তির সংস্কৃতি জোরদার করার লক্ষ্যে তাদের মিশনের অংশ হিসেবে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চল সফরের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন তারা।' তারা বলেন, 'প্রথমবারের মতো, ইসরায়েল সরকার আমাদের এক মাস আগে অনুমোদিত ভিসা বাতিল করেছে।

আমাদের যাত্রার মাত্র দুই দিন আগে।' দলের সদস্যরা বলেন, 'আমরা বুঝতে চাই কেন এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত, যা সম্মিলিত শাস্তির মতো।' প্রতিনিধিদলে ছিলেন ইকোলজিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের ডেপুটি ফ্রাঁসোয়া রাফিন, অ্যালেক্সিস করবিয়ার এবং জুলি ওজেন, কমিউনিস্ট ডেপুটি সৌম্য বোরৌহা এবং কমিউনিস্ট সিনেটর মারিয়ানা মার্গেট। অন্য সদস্যরা হলেন শহরের বামপন্থী মেয়র এবং স্থানীয় আইন প্রণেতারা।

পোপ ফ্রান্সিস মারা গেছেন, বিশ্বনেতাদের শ্রদ্ধা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: বিশ্বের ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস গতকাল সকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। স্থানীয় সময় গতকাল সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে তিনি মারা যান। পোপ ফ্রান্সিস ছিলেন ৭৪১ সালের পর প্রথম নন-ইউরোপি-য়ান পোপ। ৭৪১ সালে সিরিয়ান বংশোদ্ভূত তৃতীয় গ্রেগরির মৃত্যুর পর রোমে আর কোনো নন-ইউরোপিয় পোপ আসেননি। তিনি ক্যাথলিক গির্জায় সংস্কার কখনো বন্ধ করেননি। তারপরও তিনি সকলের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। প্রায় ৬০০ বছরের মধ্যে স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়া প্রথম পোপ ছিলেন ফ্রান্সিসের পূর্বসূরি ষোড়শ বেঞ্জামিন। প্রায় এক দশক তারা একসঙ্গে ভ্যাটিকান গার্ডেনে ছিলেন। ষোড়শ বেঞ্জামিনের পর যখন ২০১৩ সালে পোপ নির্বাচিত হন ফ্রান্সিস, তখন তার বয়স ছিল সত্তরের কোটায়। গুরুতর অসুস্থতার পর সুস্থ হয়ে ওঠেন ফ্রান্স। গত রোববার ইস্টার সানডেতে সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার বারান্দায় উপস্থিত হয়ে ভ্যাটিকান উপাসকদের শুভেচ্ছা জানানোর একদিন পরেই ফ্রান্সিস মারা যান। চলতি বছরের শুরুতে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ফ্রান্সিস দু'বার মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। গত ২৩শে মার্চ হাসপাতাল থেকে ছাড় পাওয়ার আগে তাকে সেখানে ৩৮ দিন থাকতে হয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ১৩ মার্চ পোপ নির্বাচিত হন জর্জ মারিও বার্গোগ্লিও। পোপ হিসেবে নির্বাচিত হবার পর নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'ফ্রান্সিস'। আর্জেন্টিনার এই ধর্মযাজক দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতার জন্য বেশ পরিচিত ছিলেন। **পোপের প্রতি বিশ্বনেতাদের শ্রদ্ধা** বিশ্বের ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস মারা যাওয়ার খবরে শোকের ছায়া নেমে আসে বিশ্বজুড়ে। পোপ প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিশ্বনেতারা। ইউরোপীয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেইন বলেছেন, পোপ তার নম্রতা ও কম ভাগ্যবানদের প্রতি পবিত্র ভালোবাসা দিয়ে ক্যাথলিক চার্চের বাইরেও লাখ লাখ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে ''গভীরভাবে ব্যথিত'' জানিয়ে শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পোলিশ প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক পোপ ফ্রান্সিসকে একজন ''ভালো, উষ্ণ এবং সংবেদনশীল মানুষ'' হিসেবে স্মরণ করেছেন।

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরে তীব্র শ্বাসকষ্ট ও ত্বকের সমস্যা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ভারতের আসাম ও মেঘালয় সীমান্তের ছোট শহর বার্নিহাট বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহর। এই শহরের স্থানীয় বাসিন্দারা এখন তীব্র শ্বাসকষ্ট ও ত্বকের সমস্যায় ভুগছেন। সরকারি তথ্য অনুসারে, ওই অঞ্চলে শ্বাসযন্ত্রজনিত সংক্রমণের রোগীর সংখ্যা ২০২২ সালের ২ হাজার ৮২ থেকে ২০২৪ সালে বেড়ে হয়েছে ৩ হাজার ৬৮১। বার্নিহাট শহরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডা. জে মারাক জানান, আমরা প্রতিদিন যেসব রোগী দেখি, তাদের ৯০ শতাংশই কাশি বা অন্য কোনো শ্বাসজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিষাক্ত বায়ু শুধু শ্বাসজনিত রোগই নয়, ত্বকে র?্যাশ, চোখে জ্বালা, ফসল নষ্ট হওয়া এবং কাপড় বাইরে শুকাতে না পারার মতো সমস্যাও তৈরি করছে।

নীয় কৃষক দিলদার হোসেন বলেন, সবকিছুতেই ধুলা আর কালি জমে থাকে। অথচ উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম ও মেঘালয় রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত শহরটি সাধারণত সবুজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার মার্চে ২০২৪ সালের সবচেয়ে দূষিত শহর ও দেশের তালিকা যখন প্রকাশ করে, তখন দেখা যায়, সেই তালিকায় দূষিত শহরের ক্ষেত্রে বার্নিহাট এক নম্বরে আছে। আইকিউএয়ারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বার্নিহাটে বার্ষিক গড় পিএম ২.৫ ঘনমাত্রা ছিল প্রতি ঘনমিটারে ১২৮.২ মাইক্রোগ্রাম, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্ধারিত মানের চেয়ে ২৫ গুণ বেশি। পিএম ২.৫ হলো এমন কণিকা যেগুলোর ব্যাস ২.৫ মাইক্রোন বা তার কম।

কোটি টাকা পুরস্কারঘোষিত ভারতে মাওবাদী নেতাসহ নিহত ৮

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ভারতের ঝাড়খণ্ডের বোকারো জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ৮ মাওবাদী নিহত হয়েছেন। বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন কোটি টাকা পুরস্কারঘোষিত নেতা বিবেকও। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। ঝাড়খণ্ডের ডিজিপি অনুরাগ গুপ্ত জানিয়েছেন, বোকারো বন্দুকযুদ্ধে নিহত মাওবাদীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিবেক। তার মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। সিআরপিএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বোকারোর বন্দুকযুদ্ধে মোট ৮ জন মাওবাদীর লাশ উদ্ধার করেছে নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা। উদ্ধার হয়েছে একটি একে সিরিজের রাইফেল, একটি এসএলআর, তিনটি ইনসাস রাইফেল, একটি পিস্তল ও আটটি দেশি ভারমার রাইফেল।

চারদিনের সফরে ভারতে পৌঁছেছেন জেডি ভ্যান্স

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: চারদিনের সফরে ভারতে পৌঁছেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। গতকাল সকাল ১০টার দিকে দিল্লির পালাম বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করে তার বিমান। ভ্যান্সের সঙ্গে রয়েছেন তার স্ত্রী উষা ভ্যান্স এবং তিন শিশুসন্তান– ইওয়ান, বিবেক ও মিরাবেল। ভারতে পৌঁছানোর কয়েক ঘণ্টা পরই হয়। হোয়াইট হাউস এই সফরকে 'অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক অগ্রাধিকার' বলে বর্ণনা করেছে। অপরদিকে ভারত বলেছে যে ভ্যান্সের এই সফর 'উভয়পক্ষকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার সুযোগ করে দেবে'।

আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই প্রথম ভারতের মাটিতে পা রাখলেন ভ্যান্স। পালাম বিমানঘাঁটিতে তাকে স্বাগত জানান ভারতের কেন্দ্রীয় রেল এবং তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বিমানঘাঁটিতে ভ্যান্সকে 'গার্ড অব অনার' দেওয়া সপরিবারে ভ্যান্স যাবেন স্বামীনারায়ণ অক্ষরধাম মন্দির পরিদর্শন করতে। তার পর হস্তশিল্পের একটি শপিংমলেও যেতে পারেন তারা। দিল্লি ছাড়াও ভ্যান্স ও তার পরিবার আগ্রা এবং জয়পুরও যাবেন।

বিনোদন

দীর্ঘদিনের বান্ধবীকে বিয়ে করলেন ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘদিনের বান্ধবীকে বিয়ে করলেন 'টোয়াইলাইট'খ্যাত হলিউড অভিনেত্রী ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট। তার স্ত্রীর নাম ডিলান মায়ার। গত রোববার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের নিজ বাড়িতে ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন ক্রিস্টেন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সেলিব্রেটি গসিপ সাইট টিএমজেড এ খবর প্রকাশ করেছে। একটি সূত্র টিএমজেড-কে বলেন, "রোববার লস অ্যাঞ্জেলেসের বাড়িতে ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে বাগদত্তা ডিলান মায়ারকে বিয়ে করেন ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট। তাদের দুজনের সঙ্গেই আমার কথা হয়েছে।" ক্রিস্টেনের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন অভিনেত্রী অ্যাশলে বেনসন ও তার স্বামী ব্র্যান্ডন ডেভিস। তাদের ছবিও প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যমটি। মার্কিন লেখক, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক নিকোলাস মায়ারের কন্যা ডিলান মায়ার। তিনিও একজন চিত্রনাট্যকার ও প্রযোজক। ২০১১ সালের ৩০ অক্টোবর মুক্তি পায় জনপ্রিয় হলিউড সিনেমা 'টেয়াইলাইট' সিনেমা। এতে জুটি বেঁধে অভিনয় করেন ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট ও রবার্ট প্যাটিনসন। এ সিনেমায় অভিনয় করার আগেই অর্থাৎ ২০০৯ সালে সম্পর্কে জড়ান তারা। পরবর্তীতে তা ভেঙে যায়। স্টুয়ার্ট অভিনীত 'স্নো হোয়াইট অ্যান্ড দ্য হান্টসম্যান' সিনেমার পরিচালক রুপার্ট স্যান্ডার্সের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন ক্রিস্টেন। ২০১২ সালে এটি প্রকাশ্যে আসে। অসম এই প্রেম নিয়ে ক্ষমাও চান এই নির্মাতা। অভিনেত্রী স্টেলা ম্যাক্সয়েলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট। ২০১৯ সাল পর্যন্ত সম্পর্কে ছিলেন তারা। ক্রিস্টেন স্টুয়ার্টের প্রেমিক-প্রেমিকার তালিকা দীর্ঘ; কখনো পুরুষ, কখনো নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। তবে ২০১৭ সালে ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট ঘোষণা দেন– তিনি সমকামী। ২০১৩ সালে সিনেমার শুটিং সেটে ডিলান মায়ারের সঙ্গে পরিচয় হয় ক্রিস্টেন স্টুয়ার্টের। অভিনেত্রী স্টেলা ম্যাক্সয়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পর ডেট করা শুরু করেন ক্রিস্টেন-ডিলান। ২০২১ সালে বাগদান সারেন তারা।

ইতালিতে 'বরবাদ' দেখতে প্রবাসীদের ঢল

বিনোদন ডেস্ক : দেশের পর বিদেশেও প্রেক্ষাগৃহে ঝড় তুলেছে শাকিব খানের 'বরবাদ' সিনেমা। সম্প্রতি ইতালির রোম শহরে মুক্তি পেয়েছে মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত এই ছবি। আর মুক্তির প্রথম দিনেই প্রবাসী দর্শকদের মাঝে শাকিব খানের সিনেমা দেখা নিয়ে ব্যাপক উন্মাদনা চোখে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেসব ছবি ঝড়ের গতিতে ছড়িয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, 'বরবাদ' দেখতে প্রেক্ষাগৃহে রীতিমতো জনস্রোত তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছে সিনেমা হলে। প্রবাসীরা হুমড়ি খেয়ে উপভোগ করেছেন 'বরবাদ'। 'বরবাদ'-এর প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমি বলেন, ?'মুক্তির শো হাউসফুল গেছে। আজকেও শো রয়েছে। অগ্রিম টিকিটে হাউসফুল হয়ে গেছে। ভেসিনে যেসব শো রয়েছে, সেগুলো আগেই হাউসফুল হয়ে গেছে। মিলানে মুক্তি দেওয়ার কথা চলছে। সব মিলিয়ে দেশের মতো বিদেশেও ভালো রেসপন্স পাচ্ছি।' প্রযোজক আরও বলেন, 'ডিস্ট্রিবিউটরদের সাথে আলাপ হয়েছে। তারা জানিয়েছেন, দর্শকদের এমন চাপ যে আগামীতে আরও শো বাড়ানো হচ্ছে।' এদিকে, ইতালির পাশাপাশি শাকিব খানের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এসকে ফিল্মস ইউএসএ-এর পরিবেশনায় যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতেও চলছে 'বরবাদ'। স্টার সানডে হওয়ার পরেও দর্শকদের চাপে দুটি দেশের বাংলা অধ্যুষিত অঞ্চলের থিয়েটারগুলোতে দুটি করে বাড়িয়ে মোট চারটি শো চালানো হচ্ছে। চলতি এপ্রিলেই 'বরবাদ' মুক্তি পেতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ডেনমার্ক ও মধ্যপ্রাচ্যে। এছাড়া দেশেও মুক্তির ২২তম দিনেও বেশ ভালো চলছে সিনেমাটি। মুক্তির ২০ দিনে ৫০ কোটি ৮২ লাখ টাকার গ্রস কালেকশন হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন।

এবার এমা ডার্সির সাথে জুটি বাঁধছেন টম ক্রুজ

বিনোদন ডেস্ক : ব্রিটিশ অভিনেত্রী এমা ডার্সি এবার যুক্ত হয়েছেন টম ক্রুজের নতুন সিনেমায়। 'বার্ডম্যান' ও 'দ্য রেভেন্যান্ট'-এর মতো প্রশংসিত চলচ্চিত্র নির্মাতা আলেহান্দ্রো গোনসালেস ইনারিতুর পরিচালনায় আসছে এই বড় বাজেটের নতুন ছবিটি। এর নাম এখনো প্রকাশ করা হয়নি। বর্তমানে ছবিটির শুটিং চলছে যুক্তরাজ্যের পাইনউড স্টুডিওতে। এমা ডার্সির পাশাপাশি এই সিনেমায় অভিনয় করছেন টম ক্রুজ, জন গুডম্যান, জেসি প্লেমন্স, সান্দ্রা হুলার, সোফি ওয়াইল্ড এবং মাইকেল স্টুহলবার্গ। সিনেমাটিতে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে এমা ডার্সি গণমাধ্যমে বলেন, 'আলেহান্দ্রো ও টমের মতো অসাধারণ এবং নিখুঁত শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি দারুণ উচ্ছ্বসিত। তারা দুজনই নিজেদের কাজে পারদর্শী, এবং তাদের সঙ্গে কাজ করাটা এক ধরনের সৌভাগ্য।' চলচ্চিত্রটির একটি প্রাথমিক সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে, পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তি এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিজেকে মানবজাতির ত্রাতা হিসেবে প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। যদিও এই 'ক্ষমতা' এবং 'বিপর্যয়' রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, নাকি অতিপ্রাকৃত- তা এখনো স্পষ্ট নয়। এদিকে, খুব শিগগিরই টম ক্রুজকে আবারও বড় পর্দায় দেখা যাবে 'মিশন: ইমপসিবল- দ্য ফাইনাল রেকনিং' সিনেমায়। শিরোনামটি তার জনপ্রিয় চরিত্র ইথান হান্টের শেষ অভিযানের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে পরিচালক ক্রিস্টোফার ম্যাককোয়ারি জানিয়েছেন, সিনেমা

না দেখা পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তিনি বলেন, 'মিশন: ইমপসিবল সিনেমাগুলোতে যেমন চরিত্ররা অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে, তেমনি সিনেমাটিও তৈরি হয় এক ধরনের দিকবিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে। সবকিছু সবসময় পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় না, কিন্তু শেষমেশ ঠিকঠাক হয়ে যায়- এটাই আমরা আশা করি।'

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত? উর্বশীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক : বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলার। এবার তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ভারতীয় পুরোহিতদের দু'টি সংগঠন। উত্তরাখণ্ড চারধাম তীর্থ পুরোহিত মহাপঞ্চায়েত এবং দ্য ব্রহ্ম কপাল তীর্থ পুরোহিত পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উর্বশীর মন্তব্য ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে। তাই তার বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, উত্তরাখণ্ড চার ধাম তীর্থ এবং ব্রহ্ম গোপাল তীর্থ উর্বশীর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে আলাদা করে স্মারকলিপি জমা দিয়ে এই দাবি জানিয়েছে ডিজিপি দীপম শেঠিকে। এই দুই সংগঠনের দাবি, উর্বশীর এই মন্তব্য ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে।

আবারও বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন সামান্থা

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেতা নাগ চৈতন্যের সঙ্গে সংসার ভাঙার পর একের পর এক ঝড় বয়ে গেছে অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর জীবনে। অভিনেত্রী প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন তার মনের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন। সেখানে আর কারও জায়গা নেই! কিন্তু প্রেম কি কখনও বলে কয়ে আসে! যে সামান্থা মনের দরজায় তালা দিয়েছিলেন, তার মনের নাগাল পেলেন বলিউডের পরিচালক রাজ নাদিমরু। সামান্থার প্রযোজনায় প্রথম সিনেমা 'শুভম' মুক্তি পেতে চলেছে আগামী ৯ মে। তার আগে তিরুপতি বালাজির মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। সঙ্গে ছিলেন তার চর্চিত প্রেমিকও। অনেকের দাবি, নাগার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর নাকি রাজ নিদিমোরুর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন সামান্থা। তাই রাজের সঙ্গে পর পর কাজ করছেন তিনি। গত বছর নভেম্বর মাসে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়া রাজ এবং ডিকের পরিচালনায় 'সিটাডেল: হানি বানি' নামের ওয়েব সিরিজ। যেখানে অভিনয় করতে দেখা গেছে সামান্থাকে। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালে রাজ-ডিকে পরিচালিত 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান' দ্বিতীয় সিজনেও অভিনয় করেছিলেন সামান্থা।

কক্সবাজারে ছুটে গেলেন পরীমণি

বিনোদন ডেস্ক : কয়েকদিন ধরেই সংবাদের শিরোনাম আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমণি। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমে তার দুটি পোস্ট নানা জল্পনা সৃষ্টি করে নেটিজেনদের মাঝে। তাদের ধারণা, তরুণ গায়ক শেখ সাদীর সঙ্গে নায়িকার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, আর তেমন কিছুরই ইঙ্গিত দিয়েছেন পরীমণি। এমন আবহের মাঝে ঢাকার বাইরে অবস্থান করছেন পরীমণি। নায়িকা জানান, তার ম্যানেজার তুরানকে জন্মদিনের 'সারপ্রাইজ' দিতে কক্সবাজারে ছুটে যান তিনি। সঙ্গে নায়িকা এও জানান, তার সহকর্মীরাই তার পরিবার। তবে ধারণা করা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে একমাত্র ছেলে পূণ্যকে নিয়ে কক্সবাজারেই অবস্থা করছেন তিনি। সেখান থেকে গত রোববার সকালে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন তিনি। যা দেখে স্পষ্ট, অবকাশ যাপনে সমুদ্রের পাড়ে 'একটা সুন্দর সকাল' কাটালেন পরীমণি। সেখান থেকে ছেলে পূণ্য ও সহকর্মীদের নিয়ে নানা মুহূর্তও ভাগ করে নেন নায়িকা। পরদিন সামাজিক মাধ্যমে একগুচ্ছ ছবি ভাগ করে নেন পরীমণি। সিম্পল, ফিটিং আউটফিটেই এদিন নিজেকে ধরা

দেন নায়িকা। পরনে সবুজ টি শার্ট; নানা পোজ দিয়ে সেলফিতে নিজেকে মেলে ধরলেন নায়িকা। আর ক্যাপশনে লেখেন 'সকাল সকাল'। পরীমণির এই ছবিগুলো প্রকাশ্যে আসতেই একরকম তোলপাড় নেটমাধ্যম; আসে নানা মিশ্র প্রতিক্রিয়াও। নায়িকার মোহনীয় অবতার যেমন ভক্তদের মনে নাড়া দেয়, তেমনি নায়িকাকে নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্যও করেন কেউ কেউ।

সুইমিংপুলে থেরাপি নিচ্ছেন মিম!

বিনোদন ডেস্ক : কখনো পেশাগত কাজ, আবার কখনো ব্যক্তিগত কারণে দেশ-বিদেশ ঘুরতে দেখা যায় চিত্রনায়িকা বিদ্যা সিনহা মিমকে। কিছুদিন আগেই থাইল্যান্ডে ভ্রমণে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে একগুচ্ছ স্থিরচিত্র শেয়ার করে আনন্দ ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন মিম। গত রোববার সন্ধ্যায় ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা এসব ছবিতে মিমকে সুইমিংপুলের জলে দেখা যাচ্ছে। যেখানে বেশ খোশমেজাজে তিনি। এর ক্যাপশনে এই অভিনেত্রী লেখেন, 'পুলে রিল্যাক্স করাই আমার থেরাপি।' ছবিতে মিমের সঙ্গে আছেন তার স্বামী সনি পোদ্দারও। ছবিগুলো কোথায় তোলা, তা অবশ্য লেখেননি মিম। ২০০৭ সালে লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে বিনোদন জগতে প্রবেশ করেন বিদ্যা সিনহা মিম। হুমায়ুন আহমেদ পরিচালিত 'আমার আছে জল চলচ্চিত্রে' অভিনয় করে দর্শকদের নজরে আসেন তিনি। এরপর থেকে টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রে কাজ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন এই নায়িকা। মিম অভিনীত সর্বশেষ ব্যবসাসফল সিনেমা 'পরাণ'। এরপর 'দামাল' ও 'অন্তর্জাল' মুক্তি পায়। এখনও বেশ কয়েকটি নতুন সিনেমার প্রজেক্ট নিয়ে কথা হচ্ছে বলেও জানালেন তিনি। শিগগিরই আসবে সেইসব সিনেমার ঘোষণা।

জলাশয়ের পাশ থেকে উড়াল দিচ্ছে একটি বক। পাশেই বসে আছে আরেকটি বক। আরিফপুর, পাবনা।

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে নিহত জাকিরকে হারিয়ে অর্ধপাগল মা

দুর্গাপুর, নেত্রকোনা প্রতিনিধি : ঢাকায় দিনমজুরির কাজ করতো নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার বাকলজোড়া ইউনিয়নের ২৫ বছর বয়সী জাকির হোসেন। গ্রামের বাড়িতে একটা ঘর তৈরির স্বপ্নে কষ্টের রোজগারের টাকায় এক খণ্ড জমি কিনেছিলো সে। কোটা সংস্কারআন্দোলন চলাকালে বিগত ২১ জুলাই ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় জাকির। তাকে কবরস্ত করা হয় সেই জমিতেই। নিহত জাকির হোসেনের বাড়ি দুর্গাপুরের পূর্ব বাকলজোড়া গ্রামে। ওই গ্রামের মৃত ফজলু মিয়ার ছেলে সে। একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে এখন পাগলপ্রায় মা মিছিলি বেগম। মৃত জাকিরের মা মিছিলি বেগম জানান, রাজধানীর বাড্ডায় মাকে নিয়ে ভাড়া থাকতো জাকির হোসেন। ঘটনার আগের দিন ওয়াসার পানির লাইন মেরামতের কাজে চিটাগং রোড এলাকায় গিয়েছিলো সে। কাজ শেষে আন্দোলন আর কারফিউয়ের কারণে বাড্ডায় মায়ের কাছে ফেরা হলোনা তাঁর। ২১ জুলাই বিকেলে চিটাগং রোড এলাকার একটি দোকানে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে সে নিহত হয়। পরে অন্য সহকর্মীরা জাকিরের লাশ নিয়ে আসে বাড্ডায়, তাঁর মায়ের কাছে। পরদিন গ্রামের বাড়িতে ঘর নির্মাণের জন্য কেনা জায়গায় শেষ শয্যা হয় জাকিরের। গত রোববার বিকেলে সরেজমিনে দেখা যায়, জাকিরের উপার্জনে কেনা জমিতে কবরের পাশেই একটি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এই ঘরে থাকবেন তার গৃহহীন মা মিছিলি বেগম। ঘরের কাজ ৫০ ভাগের মতো হয়েছে, জাকিরের কবরের পাশেই বাঁশের বেড়া ধরে দাড়িয়ে আছেন মা, ভাবছেন ছেলের রেখে যাওয়া স্মৃতি গুলো। মিছিলি বেগম বলেন, ছোট সময় ঢাকা গেছিগা কষ্ট করছি অনেক, ছেলেও বড় হয়ে টাকা কামাইয়া সব কষ্ট দূর করে দিছিলো কিন্তু এভাবে সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে ভাবছি না। এখন ঘর হইলেই কি-না অইলেই কি ? আমার বিলাসিতা সবই শেষ। স্বপ্ন আছিলো বড় ঘরে তুলে ছেলেরে বিয়ে করিয়ে বউ আনবো কিন্তু কিছুই হইলো না আমার সব কিছুই শেষ। এখন কোনোভাবে বেঁচে আছি আমি এই আরকি। জাকিরের উপার্জনে কেনা জায়গা থাকলেও তার মায়ের থাকার মতো কোনো ঘর ছিল নাই। রাতে থাকতে হতো আশপাশের কিংবা স্বজনদের বাড়িতে। বর্তমানে তাকে সমাজকল্যাণ পরিষদের বরাদ্দের একটি ঘর নির্মাণ করা দেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. নাভিদ রেজওয়ানুল কবীর। তিনি প্রতিবেদককে বলেন, জাকিরের মায়ের নিকটতম আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। থাকার মতো ঘর ছিল না। এ বিষয়টি আমাদের মান্যবর জেলা প্রশাসক স্যার জানার পরে জাকিরের মাকে একটি ঘর প্রদান করা হয়েছে।

দেবীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মেকানিক নিহত

পঞ্চগড় প্রতিনিধি : পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে ডাম্প ট্রাক মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রুবেল ইসলাম (২৫) নামে এক মেকানিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় হাবিব নামে ট্রাকটির এক সহকারী গুরুতর আহত হয়েছেন। দেবীগঞ্জ পৌরসভার আব্দুলপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রুবেল ইসলাম ভোলা সদর উপজেলার রামদাসপুর ইউনিয়নের রাজারামপুর গ্রামের কালু রাড়ির ছেলে। তিনি নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় বোনের বাড়িতে থাকতেন এবং সেখান থেকেই মেকানিকের কাজ করতেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নীলফামারীর ডোমার উপজেলা থেকে একটি ডাম্প ট্রাক মেরামতের জন্য দেবীগঞ্জের আব্দুলপুর এলাকায় জুয়েল নামে এক মেকানিকের দোকানে আনা হয়। সেখানে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত ট্রাকের বডির একটি অংশ পাশের পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইনের সংস্পর্শে আসে। এতে রুবেল ইসলাম বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ সময় তাকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন ট্রাকের সহকারী হাবিব। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে এসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দুজনকে উদ্ধার করে দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রুবেল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন এবং হাবিবের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এবিষয়ে দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. তুলসী রানী জানান, দুই জনকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। এর মধ্যে একজন মৃত ছিলেন, অন্যজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রংপুর মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করা হয়েছে। দেবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোয়েল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এখনও কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উখিয়ায় দোকান ভাড়া নিয়ে কথা কাটাকাটি : কলেজ শিক্ষককে হত্যা

কক্সবাজার প্রতিনিধি : কক্সবাজারের উখিয়া ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক মো: ইকবালকে হত্যার ঘটনায় মো: শরিফ প্রকাশ বট্টল (৪৫) নামে এক ব্যক্তি আটক করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি)মোহাম্মদ আরিফ হোসাইন। আটককৃত শরিফ রাজাপালং ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের পূর্ব সিকদার বিলের শামসুল আলমের ছেলে। প্রয়াত শিক্ষক মো:ইকবাল সাংবাদিক ইফতিয়াজ নুর নিশানের বাবা। উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরিফ হোসাইন জানান-ঘটনাস্থলে পুলিশ টিম পাঠানো হয়েছে বাকি আসামীদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে।

পাট ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ বিতরন

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলায় কৃষকদের মাঝে পাট ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ বিতরন করলেন উপজেলা কৃষি অফিস। গতকাল উপজেলা কৃষি হলরুমে আনুষ্ঠানিক ভাবে সার বীজ বিতরন উদ্বোধন করেন উপজেলা নিবাহী অফিসার অমিত রায়। উপজেলা কৃষি অফিসার আরজিনা বেগম বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-১ মৌসুমে কৃষি প্রনোদনা কর্মসূচির আওতায় পাট ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়। প্রথম দিনে ১ শ জন কৃষককে মাঝ বীজ বিতরন করেছেন।

রসুনের দাম বাড়তে শুরু করেছে

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হিলিতে সপ্তাহের ব্যবধানে রসুনের দাম কেজিতে বেড়েছে ৬০ টাকা। সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বেড়েছে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ী ও বিক্রেতারা। তবে হঠাৎ দাম বাড়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারন ক্রেতারা। ব্যবসায়ীরা বলছেন, গত কয়েক মাস ধরে দেশি রসুন দিয়ে ক্রেতাদের চাহিদা মেটানো হচ্ছিল। সরবরাহ বেশি থাকায় দামও কম ছিল। এখন সরবরাহ কম, এজন্য দাম বেড়েছে। সামনে ঈদ আরও দাম বাড়তে পারে। গতকাল সোমবার হিলি বাজার ঘুরে দেখা যায়, গত সপ্তাহে রসুনের কেজি প্রকারভেদে ৮০-৯০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। এখন একই রসুন প্রকারভেদে ১৪০-১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে ছোট আকারের গুলো ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দাম বাড়ায় কেনার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন ক্রেতারা। রসুন কিনতে আসা লাইলী আক্তার বলেন, 'পুরো রমজানে রসুন কিনলাম ৮০ টাকায়। এমনকি গত সপ্তাহেও ৮০-৯০ টাকায় কিনলাম। সপ্তাহের ব্যবধানে এমন কী হয়ে গেলো বাজারে, ১৪০-১৫০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। তবে ছোট আকারের গুলো ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবু কোনোভাবেই কেজিতে ৬০ টাকা বাড়ার কারণ দেখছি না। এটি ব্যবসায়ীদের কারসাজি। মজুত করে দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন তারা।' বাজার মনিটরিংয়ের বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর দিনাজপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বোরহান উদ্দিন বলেন, 'নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত হাট-বাজারের দোকানগুলোতে অভিযান চালানো হয়। দোকানিরা কত দামে কিনে কত দামে বিক্রি করছেন, তার মূল্য তালিকা টাঙিয়েছেন কিনা সেটি মনিটরিং করা হয়। কেউ কোনও কারণ ছাড়া পণ্যের দাম বাড়ালে অভিযোগ প্রমাণিত হলে জরিমানা করা হয়। আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা থেকে নৌপথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বালু নেন ব্যবসায়ীরা। বালু নিতে আনা নৌযানের অপেক্ষা। কাটাখালা, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট।

ডিগ্রি সমমানের দাবিতে সিলেটে নার্সিং শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি

এইচ এম শহীদুল ইসলাম, সিলেট প্রতিনিধি : সিলেটে নার্সিং শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা কোর্সকে স্নাতক সমমানের স্বীকৃতির দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি ও মানববন্ধন করেছেন শিক্ষার্থীরা। নগরীর চৌহাট্টাস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এ কর্মসূচি পালন করেন ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সের শিক্ষার্থীরা। পরে দুপুর ১২টার দিকে মিছিল সহকারে জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ের সামনে গিয়ে অবস্থান করেন তারা। এসময় একটি প্রতিনিধি দল সিলেট জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপিও প্রদান করে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, এইচএসসি পাশের পর তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স ও ছয় মাসের ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করেও তারা চাকরির ক্ষেত্রে এইচএসসি সমমানের মর্যাদা পান, যা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পরিশ্রমের প্রতি অবমূল্যায়নের শামিল। তাদের দাবি, এই কোর্সগুলোকে ডিগ্রি পাস কোর্সের স্বীকৃতি দিতে হবে, যাতে তারা ন্যায্য মূল্যায়ন ও সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন। দাবি পূরণ না হলে তারা পরবর্তী সময়ে আরও কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেবেন বলে জানিয়েছেন।

পাংশায় সন্তান জন্ম দিলেন বিধবা নারী

পাংসা, রাজবাড়ি প্রতিনিধি : পাংশায় এক নারীর এক বছর আগে মারা যান স্বামী। তিন কন্যা সন্তান নিয়ে পড়েন বিপাকে। অভাবে এক পর্যায়ে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। বিয়ের আশ্বাসে একাধিকবার অবৈধ শারীরিক সম্পর্কে জড়ান এক চা দোকানীর সাথে। সম্পর্কের জেরে গর্ভবতী হয়ে পড়েন ওই বিধবা নারী। গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করে ব্যর্থ হন ওই চা দোকানী। ঘটনাটি ঘটেছে রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলায়। অভিযুক্ত ওই চা দোকানী হলেন, উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের বিল গজারিয়া গ্রামের শাহেদ শেখের ছেলে মো: খায়রুল ইসলাম। বাহাদুরপুর ইউনিয়নের সেনগ্রাম বাজারে তার একটি চায়ের দোকান রয়েছে। জানা যায়, গত ১৩ এপ্রিল দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে পাংশার এন, আর ক্লিনিকে আসেন ওই নারী। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় গর্ভে ৬ মাসের মৃত সন্তান রয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসলে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বর্তমানে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় ওই নারী ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসাধীন নারী জানান, গত এক বছর আগে আমার স্বামী মারা গেছে। তিন কন্যা সন্তান নিয়ে কোনমত খেয়ে না খেয়ে চলছিলাম। খায়রুল শেখ বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে আমার সাথে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে আমি গর্ভবতী হই। সে আমার গর্ভের সন্তান নষ্ট করতে বলে। আমি গর্ভবতী হওয়ার ছয় মাস পূর্ণ হলে বাচ্চাটি পেটের মধ্যেই মারা যায়। বিয়ে করার কথা বলে খায়রুল আমার সাথে যে অন্যায় করেছে, আমি তার বিচার চাই। এ ঘটনায় অভিযুক্ত খায়রুল শেখের চায়ের দোকানে গেলে দোকান বন্ধ পাওয়া যায়। এসময় প্রতিবেশী ব্যবসায়ীরা জানান, এ ঘটনার পর থেকেই খায়রুলের দোকানটি বন্ধ রয়েছে। তিনি বাজারে আসেন না। ঘটনার বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত খায়রুল শেখের বাড়িতে গিয়ে সাংবাদিক পরিচয় দিলে তিনি কৌশলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। তার পরিবারের কেউ এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি। এন, আর ক্লিনিকের নার্স সাদিয়া রহমান জানান, ১৩ এপ্রিল দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে পেটে ব্যথা নিয়ে ক্লিনিকে আসেন।

ফরিদগঞ্জ উপজেলায় তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী আটক

চাঁদপুর প্রতিনিধি : গত ৪ সেপ্টেম্বর হতে যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে চাঁদপুর জেলায় সকল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এরই অংশ হিসাবে স্থানীয় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ফরিদগঞ্জ আর্মি ক্যাম্প এবং ফরিদগঞ্জ থানা পুলিশ কর্তৃক তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত যৌথ অভিযানে ফরিদগঞ্জ উপজেলার গজারিয়া নামক স্থান থেকে তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী মোঃ মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী (৫২)কে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির থেকে ১০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত দ্রব্যসামগ্রী এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ফরিদগঞ্জ থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্পের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এর তথ্য জানানো হয়।

ধর্ষণের ভিডিও ধারণ, দারোগার বিরুদ্ধে মামলা

বরিশাল প্রতিবেদক : এক গৃহবধূকে ধর্ষণ ও বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারন করার অভিযোগে ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানার এক উপ-পরিদর্শকের (এসআই) বিরুদ্ধে বরিশালের আদালতে নালিশি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বরিশালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ওই গৃহবধূ বাদী হয়ে মামলা দায়েরের পর বিচারক মুহাম্মদ রকিবুল ইসলাম নালিশি অভিযোগ তদন্ত করে সিআইডি পুলিশকে প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। গতকাল সোমবার সকালে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ সহকারী আজিবর রহমান জানিয়েছেন, মামলায় অভিযুক্ত রাজিব হোসেন ঝালকাঠি সদর উপজেলার কান্ডারগাতি এলাকার রুস্তম আলী হাওলাদারের ছেলে। বর্তমানে সে ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানায় এসআই পদে কর্মরত রয়েছেন। মামলার বরাতে বেঞ্চ সহকারী বলেন, এসআই রাজিব হোসেন ভোলার বোরহানউদ্দিন থানায় কর্মরত থাকার সময় ওই থানা এলাকার এক গৃহবধূর সাবেক শ্বশুরের দায়ের করা একটি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন। সেই সূত্রে পরিচয়ে তাদের সাথে বিভিন্ন সময় মোবাইল ফোনে কথা হতো। ২০২৪ সালের ২২ এপ্রিল ওই গৃহবধূ এয়ার কুলার ক্রয়ের জন্য বের হন। তখন এসআই রাজিব হোসেনের সাথে দেখা হলে তিনি বরিশাল শহর থেকে ভালো এয়ার কুলার ক্রয় করে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। এতে রাজি হলে এসআই রাজিব তাকে নিয়ে বরিশালে আসেন। রাতে ভোলা ফিরতে না পারায় স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে তারা বরিশাল নগরীর সদর রোডের আবাসিক হোটেল আলী ইন্টারন্যাশনালের ৫০২ নম্বর কক্ষে ওঠেন। সেখানে গৃহবধূকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করা হয়। এছাড়াও কৌশলে তাকে বিবস্ত্র করে পর্নো ভিডিও করা হয়। ওই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে বোরহানউদ্দিন উপজেলায় এসআই রাজিবের ভাড়া বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করেন। এ ঘটনায় এসআই রাজিবের বিরুদ্ধে ভোলা জেলা পুলিশ সুপারের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি এসআই রাজিবের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হয়েছে।

বেনাপোল বন্দরে স্ক্যানিং ছাড়াই চলছে পণ্য প্রবেশ, ঝুঁকিতে নিরাপদ বাণিজ্য

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : বেনাপোল স্থলবন্দরে ভারত থেকে আসা পণ্যবোঝাই ট্রাকে স্ক্যানিং কার্যক্রম এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে। স্ক্যানিং কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বাড়ছে চোরাচালান। বন্দর ব্যবহারকারীরা বলছেন, স্ক্যানিং কার্যক্রম বন্ধ থাকায় দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের সুবিধা হলেও ভোগানি– ও হয়রানি পোহাতে হয় সাধারণ ব্যবসায়ীদের। এতে করে নিরাপদ বাণিজ্য ঝুঁকিতে পড়লেও কোনো মাথাব্যথা নেই কাস্টমস কর্তৃপক্ষের। বাণিজ্য সংশ্লিষ্টরা জানান, এ পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় বেনাপোল ও পেট্রাপোল বন্দর ব্যবহার করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে আগ্রহ বেশি ব্যবসায়ীদের। বাণিজ্য নিরাপত্তায় কাস্টমস, বন্দর, বিজিবি ও সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা নজরদারি করে থাকে। পণ্যবোঝাই ট্রাকে যাতে মিথ্যা ঘোষণার কোনো পণ্য বা চোরাচালান পণ্য ঢুকতে না পারে বেনাপোল বন্দরের বাইপাস সড়কে কাস্টমস নিয়ন্ত্রণাধীন একটি মোবাইল স্ক্যানিং মেশিন রয়েছে। যেটি পরিচালনা করছে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ফাইবার এসোসিয়েটস। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে স্ক্যানিং মেশিনটি এক বছর ধরে বন্ধ থাকার পর অবশেষে বেনাপোল বন্দর কার্গোভেহিকেল টার্মিনালে নতুন আরেকটি স্ক্যানিং মেশিন বসানো হয়েছে। এটি পরীক্ষামূলক স্ক্যানিং শেষে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের জন্য তিন মাস আগে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হলেও পণ্যবোঝাই কোনো ট্রাক স্ক্যানিং করা হচ্ছে না। যে কারণে অবাধে বৈধপথে চোরাচালান ও অনিয়মের ঘটনা ঘটছে। ফলে নিরাপদ বাণিজ্য ঝুঁকিতে পড়েছে। ভারতের পেট্রাপোল সীমানে–র তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে পণ্য পরিবহনকারী ট্রাক থেকে ১৬টি স্বর্ণ চালান আটক করেছে ভারতের সীমান–রক্ষী বিএসএফ। এপারের দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে কাস্টমস ও বন্দর পেরিয়ে অবাধে স্বর্ণসহ বিভিন্ন অবৈধ পণ্য আটক হচ্ছে ওপারের পেট্রাপোল সীমানে–। এছাড়া স্ক্যানিং মেশিন সচল না থাকায় এই সুযোগে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে আমদানি বাণিজ্যের নামে অযোগ্য ও চোরাচালান পণ্য নিয়ে আসছে দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীরা। আমদানিকারক বাবলুর রহমান জানান, স্ক্যানিং মেশিন বন্ধ থাকার সুযোগে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে আমদানি বাণিজ্যের নামে চোরাচালানে অতিরিক্ত পণ্য নিয়ে আসছে দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীরা। এতে অপরাধ বাড়ছে ও সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। নিরাপদ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্ক্যানিং মেশিনটি সচল রাখা খুব জরুরী। পণ্য বহনকারী ট্রাকচালক মহসিন খান জানান, বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন সচল থাকলে চোরাচালান সম্ভব হতো না। জরুরিভিত্তিতে স্ক্যানিং মেশিন সচল করা দরকার। মেশিন সচল থাকলে ট্রাকে কেউ অবৈধ পণ্য উঠাবে না। মেশিন তদারকিতে নিযুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ফাইবার এসোসিয়েটস বেনাপোল অফিসের ব্যবস্থাপক বনি আমিন জানান, মোবাইল স্ক্যানিং মেশিনটি সচল না থাকায় প্রায় এক বছর তারা পণ্যবোঝাই ট্রাক স্ক্যানিং করতে পারেননি।

শহর থেকে তোশক নিয়ে ভ্যানে করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিক্রি করেন তাঁরা। রানীপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুর।

সৈয়দপুরে দুই প্রধান শিক্ষককের বিদায় সংবর্ধণা

নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক প্রধান শিক্ষককে অবসর ও অপরজনকে বদলিজনিত বিদায় সংবর্ধণা প্রদান করা হয়েছে। সৈয়দপুর উপজেলা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ফোরামের পক্ষ থেকে ওই সংবর্ধণা অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। এটির আয়োজন ছিল শহরের আল-ফারুক একাডেমি মিলনায়তনে। অনুষ্ঠানে তুলশীরাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নাসিমা বানুকে বদলিজনিত এবং সিপাইগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী মহসিন আলীকে অবসরজনিত সংবর্ধণা দেয়া হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সৈয়দপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নুর-ই-আলম সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সৈয়দপুর উপজেলা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ফোরামের সভাপতি ও হাজারীহাট স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ লুৎফর রহমান চৌধুরী। সভা পরিচালনা করেন। খ্যালিশা বেলপুকুর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ আমিরুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন সৈয়দপুর উপজেলা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ফোরামের সেক্রেটারি ও আল ফারুক একাডেমির প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, সানফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোখলেছুর রহমান জুয়েল, লক্ষণপুর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রেজাউল করিম রেজা, আইসঢাল খিয়ারপাড়া আলিম এন্ড ভোকেশনাল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো আফজাল বিন- নাজির, শ্বাষকান্দর আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান, কয়ানিজপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ্ সরকার, চওড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফজলুল হক, সৈয়দপুর রাজ্জাকিয়া গফুরিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিদায়ী অতিথিদের হাতে ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ও সৈয়দপুর উপজেলা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

গজারিয়ায় বাল্বহেডের ধাক্কায় পানিতে পড়ে শ্রমিক নিখোঁজ সন্ধানে ডুবুরি দল

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : বৈরী পরিবেশ উপেক্ষা করে গজরিয়ার মেঘনায় নিঁখোজ বাল্কহেড শ্রমিকের সন্ধানে ফায়ার সার্ভিসের ডুবরি দল। সকাল আটটায় মেঘনা নদীতে প্রচন্ড বাতাস, ভারী বৃষ্টি তবু থেমে নেই ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা ইউনিটে ডুবরি দল কাজ করছে। গজারিয়া উপজেলার বালুয়াকান্দী ইউনিয়ন এর তেতৈতলা মেঘনা ঘাট বাজার সংলগ্ন মেঘনা নদীতে আবারও পড়ে গিয়ে নিঁখোজ হন বাল্কহেড শ্রমিক আতাবর(৫০)। এই একই স্থানে গত এক বছরে পানিতে পড়ে তিন জন শ্রমিক নিখোঁজ হন, যাদের দুএক দিন পরে হোসেন্দী ইউনিয়নের মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়। এই শ্রমিকদের রয়েছে পরিবার তাঁরা কারো সন্তান, কারো পিতা সব মিলিয়ে ভাবতে গেলে এদেশের নৌ শ্রমিকদের জন্য কষ্ট লাগে,, অনেক সময় তাদের লাশটা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। নৌ ডুবরি দলের কষ্টটা স্বার্থক হোক, শ্রমিক আতাবর এর লাশটা খুঁজে পাক এই প্রত্যাশা করছি।

চট্টগ্রামে দুপুরে হকার উচ্ছেদ সন্ধ্যায় ফের দখলে

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রাম শহরের কোতোয়ালী থানার নিউমার্কেট এলাকায় সকালে দখলমুক্ত করে যাওয়া ফুটপাত সন্ধ্যা হতেই ফের দখল হয়ে গেছে। ভ্রাম্যমাণ হকাররা তাদের পসরা নিয়ে দোকান খুলে বসেন। ওই উচ্ছেদের পর যে রাস্তায় স্বস্তিতে হাঁটছিলেন পথচারীরা সেটি ফের দখলে নিয়েছে হকাররা। হকাররা এর আগেও এমন ধরনের কাজ করেছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এত অনুরোধ করার পরেও কোনো কাজে আসেনি। হকাররা কোন ধরনের নিয়মনীতির তোয়াক্কা করছেনা। নিউমার্কেটের সড়ক ও ফুটপাত হকারমুক্ত করতে ব্যবস্থা নেয় সিটি কর্পোরেশন। এর কিছুক্ষণ পর মেয়র ডা. শাহাদাত গিয়ে দখলমুক্ত ফুটপাত পরিদর্শন করেন। ওই মুহূর্তে তিনি ঘোষণা দেন 'শহর হবে পরিচ্ছন্ন'। কিন্তু সন্ধ্যা নামতেই সেই পুরোনো চেহারায় ফিরে যায় নিউমার্কেট এলাকা। গতকাল সোমবার ও সেখানে একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। স্থানীয় এলাকাবাসী জানায়, সারি সারি চৌকি বিছিয়ে হকাররা দখলে নিয়েছে ফুটপাত পুরোটাই। অনেকে চৌকির সঙ্গে ছোট বাঁশ টাঙিয়ে সীমানা দিচ্ছেন। আবার অনেকে শার্ট, প্যান্ট, জুতাসহ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিছিয়ে রেখেছেন আর ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে হাকডাক করছেন। কয়েকজন পথচারী অভিযোগ করে বলেন, নিউমার্কেটে রাস্তাগুলো হকারদের কারণে সরু হয়ে যাওয়ায় হাঁটা যায় না। সকালে দেখলাম অভিযান হলো। ফুটপাত ফাঁকা হলো, কি স্বচ্ছন্দে সবাই চলাচল করেছি। কিন্তু সন্ধ্যা নামতেই তার চেয়েও বেশি জমজমাট হয়ে উঠে ফুটপাতগুলো। পরিকল্পনা না থাকলে লোক দেখানো অভিযান বেশিক্ষণ টেকে না। এর আগেও ফুটপাত থেকে হকার উচ্ছেদ হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং নগর বাসির দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। জলসা মার্কেটসহ রিয়াজউদ্দীন বাজার এলাকার দোকানিরা জানান, হকারদের কারণে ক্রেতারা তাদের দোকানের সাইনবোর্ড দেখতে পান না। তবে অভিযান চালিয়ে লাভ কি হলো, আবারও ফুটপাত দখলে নিয়েছে হকাররা। সকালেই হকারমুক্ত হয়েছিল, যার ফলে আমাদের দোকানগুলো রাস্তার ওপাশ থেকে দেখা যাচ্ছিল।

ঘোড়াঘাটে আ.লীগ ও যুবলীগের দুই নেতা গ্রেফতার

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলা মামলায় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে গ্রেফতার করেছে ঘোড়াঘাট থানা পুলিশ। অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলা দক্ষিন দেবীপুর গ্রামের আব্দুর নুরের ছেলে মাহবুর রহমার মাবু (৪৮)। তিনি সিংড়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড শাখা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক। অপরজন বুলাকীপুর ইউনিয়নের বলগাড়ী বাজারের আব্দুস সালামের ছেলে। তিনি ওই ইউনিয়নের যুবলীগের সাধারন সম্পাদক। উল্লেখ্য গত বছরের ২৪ আগষ্ট ঘোড়াঘাট পৌর ছাত্র দলের সদস্য শহিদ শেখ বাদী হয়ে ঘোড়াঘাট থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, পৌর কাউন্সিলর, ইউপি চেয়ারম্যানসহ অজ্ঞাতনামা ৭০ থেকে ৮০জনকে আসামী করা হয়।

গাছের ডালে বসে আছে বড় প্রজাতির পানকৌড়ি। কামিলা ছড়ি, রাঙামাটি।

শিরোপার দোড়গোড়ায় লিভারপুল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : লেস্টার সিটির মাঠে গিয়ে পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিলো লিভারপুল। ম্যাচ শেষ হতে যাচ্ছিলো গোলশূন্য ড্র'তে। কিন্তু ৭৬তম মিনিটে এসে বদলি হিসেবে মাঠে নামা ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আরনল্ডের দুর্দান্ত এক গোলে লেস্টার সিটিকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে দিলো লিভারপুল। এই জয়ের ফলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা থেকে হাতছোঁয়া দূরত্বে অল রেডরা। আগামীকাল বুধবার যদি ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে আর্সেনাল হেরে যায় কিংবা পরের ম্যাচে লিভারপুল যদি টটেনহ্যামকে হারিয়ে দিতে পারে তাহলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয় শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যাবে তাদের। শুধু তাই নয়, ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ ফুটবলে রেকর্ড ২০তম শিরোপা ঘরে তুলবে লিভারপুল। ৩৩ ম্যাচ শেষে ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অল রেডরা। তাদের চেয়ে ১৩ পয়েন্ট পিছিয়ে আর্সেনাল। পরের ম্যাচেই মীমাংসা হয়ে যাবে হয়তো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের। লেস্টার সিটি রয়েছে রেলিগেশনের খাঁড়ায়। ৩৩ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে তারা রয়েছে ১৯তম স্থানে। লিভারপুলকে হারাতে পারলে হয়তো তাদের রেলিগেশনের অবস্থা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি মিলতো; কিন্তু তা আর হলো না আলেকজান্ডার আরনল্ডের গোলের কারণে। ম্যাচ শেষে আলেকজান্ডার আরনল্ড বলেন, 'আমরা শিরোপা জয়ের একেবারে দ্বারপ্রান্তে।' চার ম্যাচ মাঠের বাইরে ছিলেন আরনল্ড। ফিরেই গোল পেলেন, আক্ষেপ ঘুচলো তার। তিনি বলেন, 'আমি ফিরতে পেরেছি, এ জন্য অনেক খুব খুশি লাগছে।'

বাংলাদেশে জীবননাশের শঙ্কায় ছিলেন হাথুরু!

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বাংলাদেশে ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুতে পরিবর্তন আসে। যার ধারাবাহিকতা ছিল ক্রীড়াঙ্গনেও। সেই পরিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচের চাকরি হারান চন্ডিকা হাথুরুসিংহে। তার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাতিল করে দেয় বিসিবির বর্তমান কমিটি। এরপরই বাংলাদেশ ছেড়ে অস্ট্রেলিয়া চলে যান হাথুরু। তবে গত রোববার হঠাৎ করেই হাথুরুসিংহে স্বীকার করেন, বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার সময় তিনি জীবননাশের শঙ্কায় ছিলেন। বাংলাদেশে তখন যে অবস্থা ছিল এবং নিরাপত্তার অভাবের কারণে এমনটা মনে করেছিলেন তিনি। নিরাপত্তার অভাবে তিনি নাকি আক্ষরিক অর্থেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। যে কারণে দ্রুত ঢাকা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ক্রিকবাজ জানিয়েছে এ খবর। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন কমিটি দায়িত্ব নেয়ার পর আচরণবিধি লজ্ঘনের দায়ে হাথুরুসিংহেকে সাময়িক বরখাস্ত করে। এরপরই তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। পরে, বিসিবি তাকে বরখাস্ত করে। ওই সময় হাথুরুসিংহে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি অস্বীকার করলেও গত রোববার কোড স্পোর্টের সাথে কথা বলার আগ পর্যন্ত তিনি তার সাথে আসলে কী ঘটেছিল তা নিয়ে কখনও কথা বলেননি। হাথুরু বলেন, 'বিসিবির সিইওর (প্রধান নির্বাহী নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন) আমার প্রতি শেষ পরামর্শ ছিল, আমার চলে যাওয়া উচিত। বোর্ডের কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।' সিইও তাকে কী বলেছিলেন, সেটাও জানান হাথুরু। '(সিইও বলেন) আপনার কি যাওয়ার টিকিট আছে?' এটা আসলে আমার জন্য একটি সতর্কতা সংকেত ছিল। তখনই আমি কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম'- কোড স্পোর্টে গত রোববার এভাবেই হাথুরুসিংহেকে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে। হাথুরু বলেন, 'সাধারণত বাংলাদেশে চলাচল করার সময় আমার সাথে একজন ড্রাইভার এবং একজন বন্দুকধারী থাকতেন। তিনি (সিইও) বললেন, তুমি কি আজ তোমার বন্দুকধারী এবং ড্রাইভারকে সঙ্গে নেবে? আমি বললাম, না। আমার কাছে শুধু ড্রাইভার ছিল। আমি সরাসরি ব্যাংকে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশ ছাড়ার জন্য টাকা তুলতে চেয়েছি।

স্বর্ণের আইফোন উপহার পেলেন শাহীন

স্পোর্টর্স ডেস্ক : পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ২০২৫ শুধু মাঠের পারফরম্যান্সেই নয়, খেলোয়াড়দের জন্য ব্যতিক্রম সব উপহারে আলোচনায় এসেছে। করাচি কিংস যখন জেমস ভিন্সকে হেয়ার ড্রায়ার আর হাসান আলিকে ট্রিমার উপহার দিয়ে চমক সৃষ্টি করেছিল, তখন লাহোর কালান্দার্স সেই চমককে ছাড়িয়ে গেছে এক অনন্য উপহারে। পিএসএলের দল লাহোর কালান্দার্স তাদের খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের উপহার দিয়েছে নানা কিছু। তবে দলের অধিনায়ক শাহীন শাহ আফ্রিদি যা পেয়েছেন, তা দেখে চমকে গেছেন তার সতীর্থরাও। শাহীনকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে ২৪ ক্যারেট স্বর্ণে মোড়ানো আইফোন ১৬ প্রো। অধিনায়ক হিসেবে শাহীন আফ্রিদি দায়িত্বের প্রমাণ দিচ্ছেন। যদিও চোট থেকে ফিরে আসার পর তার বোলিংয়ে আগের ধার কিছুটা কমেছে, তবে পারফরম্যান্স ও দলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ উজ্জ্বল। আর এমন সোনায় মোড়ানো উপহার তার প্রতি ফ্র্যাঞ্চাইজির আস্থারই নিদর্শন। এই অভিজাত উপহার হাতে পেয়ে বিস্মিত শাহীন বললেন, 'এইটা তো অনেক বড় উপহার!' পাশে থাকা সতীর্থদের চোখে-মুখে তখন মুগ্ধতা ও ঈর্ষার মিশ্র অনুভূতি। মজার ছলে হারিস রউফ তখন বলে ওঠেন, 'না ভাই, এইটা তো একদমই ঠিক হয়নি!'

কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা প্রকাশ করলো বিসিসিআই

স্পোর্টর্স ডেস্ক : বয়স বাড়ছে, পারফরম্যান্স নেই আগের মতো। যেকোনো সময়ই যেতে পারেন অবসরে। তবে এসব গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে ভারত জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে বহাল তবিয়তেই আছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। 'এ' প্লাস ক্যাটাগরিতে দুইজনেরই বেতন সাত কোটি রুপি। বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ৩৪ জন খেলোয়াড়ের তালিকায় চার গ্রেডে আছে একঝাঁক নতুন মুখ। শৃঙ্খলাজনিত অভিযোগ কাটিয়ে আবারো বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ফিরেছেন শ্রেয়াস আইয়ার এবং ইশান কিষাণ। সোমবার ২০২৪-২৫ মৌসুমের জন্য ভারতের পুরুষ দলের কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা প্রকাশ করে বিসিসিআই। পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে খেলোয়াড়দের চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে- 'এ' প্লাস, 'এ', 'বি' এবং 'সি'। যেখানে চুক্তিতে ফিরেছেন শ্রেয়াস আইয়ার এবং ইশান কিষাণ। 'এ' ক্যাগরিতে উর্ত্তীণ হয়েছেন রিশভ পান্ট আর প্রথমবারের মতো এই তালিকায় ঢুকেছেন সাত নতুন মুখ।

ফাইনালে অনিশ্চয়তা, চোটে পড়লেন লেভানডোভস্কি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : লা লিগায় গত রোববার সেল্‌তা ভিগোর বিপক্ষে ৪-৩ গোলের রোমাঞ্চকর জয়ের ম্যাচে রবার্ট লেভানডোভস্কির হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে বার্সেলোনা। ম্যাচের ৭৮তম মিনিটে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন লা লিগার শীর্ষ গোলদাতা। শুরুর রিপোর্টগুলো জানিয়েছে, হ্যামস্ট্রিং ছিঁড়ে যাওয়ায় অন্তত দুই সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে পোলিশ স্ট্রাইকারকে। ক্লাব এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'রোববারের টেস্ট শেষে নিশ্চিত হওয়া গেছে রবার্ট লেভানডোভস্কির বাম হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। তার ফেরা নির্ভর করছে উন্নতির ওপরে।' বার্সেলোনা ও লেভানডোভস্কির জন্য এই চোট বড় ধাক্কা। প্রায় তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাকে। তাতে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে কোপা দেল রে ফাইনালে তার খেলা হবে না।

লেভানডোভস্কির অনুপস্থিতিতে হ্যান্সি ফ্লিক সব প্রতিযোগিতায় চলতি মৌসুমে ১৭ গোল করা ফেরান তোরেসকে খেলানোর চিন্তা করছে।

নাটকীয় জয়ে শিরোপার দৌড়ে টিকে রইলো রিয়াল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ম্যাচে তখন শেষ বাঁশি বাজার অপেক্ষা। ইনজুরি টাইম চলছে। পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায় রিয়াল মাদ্রিদ। তবে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে তো শেষ মিনিট পর্যন্ত শেষ বলা যায় না। ঘরের মাঠে আরও একবার শেষ মুহূর্তে ঝলক দেখালো রিয়াল। গত রোববার রাতে লা লিগার উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ফেদেরিকো ভালভার্দের ৯৩তম মিনিটে এক গোলের আগে এন্ড্রিক অফসাইডে ছিলেন, ফলে গোলটি বাতিল হয়ে যায়। রিয়াল মাদ্রিদের মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যাম দ্বিতীয়ার্ধে হেডে একটি দারুণ সুযোগ তৈরি করেন, কিন্তু অ্যাথলেটিক গোলরক্ষক উনাই সিমন অসাধারণ দক্ষতায় সেটি ঠেকিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত ডেডলক ভাঙেন ফেদেরিকো ভালভার্দে। প্রতিপক্ষের একটি দুর্বল

দুর্দান্ত ভলিতে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয় ছিনিয়ে নিয়েছে নিয়েছে রিয়াল। এই জয়ে শিরোপা দৌড়ে টিকে রইলো কার্লো আনচেলত্তির দল। পুরো ম্যাচজুড়ে রিয়াল বল দখলে রাখলেও, অ্যাথলেটিক বিলবাও তাদের রোটেটেড দল নিয়েও দুর্দান্ত প্রতিরক্ষা প্রদর্শন করে। ম্যাচের ৭৯তম মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়র একটি গোল করলেও ভিএআর সিদ্ধান্তে দেখা যায়, ক্লিয়ারেন্সের সুযোগ নিয়ে দুর্দান্ত ভলিতে বল জালে পাঠান তিনি। চ্যাম্পিয়নস লিগে আর্সেনালের বিপক্ষে মাঝসপ্তাহের হতাশাজনক বিদায়ের পর এই জয় রিয়ালকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। এই জয়ের ফলে তাদের পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৬৯, যা দ্বিতীয়স্থানে থাকা বার্সেলোনার থেকে মাত্র ৪ পয়েন্ট কম। অন্যদিকে, অ্যাথলেটিক বিলবাও ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

লাইফস্টাইল

একটু মোটা হতে চাইলে যা খাবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আমাদের দেশে সঠিক মানের সুষম খাবারের অভাবে অনেক মানুষের স্বাস্থ্য খুব চিকন। চিকন স্বাস্থ্যের জন্য অনেকেই অনেক জায়গায় অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার হয়ে থাকে। এই বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য অনেকেই মোটা হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকে। আজকের প্রতিবেদনে জানাবো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন কয়েকটি খাবারের কথা। যেগুলো খেলে আপনার ইচ্ছানুযায়ী বাড়াতে পারবেন স্বাস্থ্য। চলুন, তাহলে জেনে নেওয়া যাক। কিসমিস, মোটা হওয়ার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর খাবার হচ্ছে কিসমিস। কিসমিস আঙুর ফলের শুকনা রূপ। যা তৈরি হয় সূর্যের তাপ অথবা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের সাহায্যে। কিসমিস সহজেই হজমযোগ্য। ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, জিংক, লৌহ, ফ্লোরাইড, পটাশিয়াম, ফোলাট, নিয়াসিন, কোলিন, ভিটামিন বি-৬ এবং রিবোফ্লাবিন জাতীয় পুষ্টিগুণ রয়েছে কিসমিসে। যা রাতে ১ গ্লাস পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে খেলে শরীরের শক্তি, ওজন বৃদ্ধি ও মোটা হওয়া নিশ্চিত। খিচুড়ি, খিচুড়িতে বিদ্যমান কার্বোহাইড্রেড ও প্রোটিন মোটা হতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। খিচুড়ি তৈরির অন্যতম উপাদান ডালে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-সি, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, খাদ্যআঁশ ও অ্যামাইনো এসিড। খিচুড়ি রান্নার সঙ্গে যদি বিভিন্ন ধরনের সবুজ সবজি দেওয়া যায় তাহলে খাবারটি সুষম হয়। তাই খিচুড়ি একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন মোটা হওয়ার অন্যতম খাবার। আলু, আলু আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন তরকারির সঙ্গে রান্না করে খাই। আলু সিদ্ধতে রয়েছে শর্করা, তন্ত্র, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় আলু থাকলে মোটা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রতিদিন দুটি করে আলু সিদ্ধ খেলেও মোটা হওয়া যায়। যা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন একটি খাবার। ডিম, ডিম সহজিয়া একটি খাবার। ডিম সেদ্ধ, রান্না, ভাজিও খেতে পারেন। ডিমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন, যা আপনাকে মোটা হতে সহযোগিতা করবে। এছাড়া ডিমের কুসুমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালরি। যা আপনাকে মোটা ও শক্তিশালী করে তুলবে। বাদাম, বাদামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-থ্রি, ফ্যাটি এসিড, ক্যালরি, ফাইবার, প্রোটিন ও ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ খাবার। যা খেলে শরীরের ওজন বাড়ানোর পাশাপাশি মোটা হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভাত ও ভাতের মাড়, সমাজ ও সংস্কৃতির কারণে ভাত আমাদের সবচেয়ে পরিচিত ও নিয়মিত খাবার।

চায়ের সঙ্গে ধূমপান করলে যে ক্ষতি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ব্যস্ত জীবনে দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা আমাদের নিত্যসঙ্গী। তাই তো অনেকে মাথা হালকা রাখতে একটু পর পর চা পান করেন। সেই সঙ্গে সিগারেটে টান দেওয়ার অভ্যাসও আছে অনেকের। এতেই মস্তিষ্কের বোঝা নেমে যায় বলে মনে করেন তারা। তবে সাধারণ মানুষের একাংশের এমন কর্মকাণ্ড দেখে চমকে যান বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তার ওপর যদি আবার চা খেতে খেতে ধূমপান করেন, তা হলে শরীরের আরো ক্ষতি ডেকে আনবেন। দেহে বাসা বাধবে একাধিক জটিল অসুখ। আজকের প্রতিবেদনে জানবেন চায়ের সঙ্গে ধূমপান করলে কী কী ক্ষতি হতে পারে। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক। **হার্টের ক্ষতি,** বিশেষজ্ঞদের মতে, একটা সিগারেটে মোটামুটি ৬ থেকে ১২ গ্রাম নিকোটিন থাকে। আর এই উপাদান হার্টের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিকোটিনের কারসাজিতে হার্টের রক্তনালী সংকুচিত হয়ে পড়তে পারে। যার জন্য স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এমনকী বিপদে ফেলতে পারে হার্ট অ্যাটাক। অপরদিকে আবার দিনে ৭-৮ কাপ চা খেলে হার্ট রেট বেড়ে যেতে পারে। উর্ধ্বমুখী হতে পারে প্রেশার। সেই কারণেও হার্টের ক্ষতি হয়। তাই সাবধান হন। **ক্যানসার** গবেষণায় দেখা গেছে, চা খাওয়ার সময় ধূমপান করলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়ে যায়।

গরুর মাংসের সুস্বাদু শাহী রেজালা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সাপ্তাহিক ছুটির দিনে খাওয়া মানেই বাহারি পদের মাংস রান্না। কম-বেশি সবাই গরুর মাংস খেতে পছন্দ করেন। আর মেহমান এলেতো কথাই নেই, বাড়িতে সেদিন গরুর মাংস থাকবেই। তাই খাবারে ভিন্নতা আনতে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রান্না করুন গরুর মাংসের সুস্বাদু শাহী রেজালা। চলুন জেনে নেওয়া যাক শাহী রেজালার মজাদার রেসিপি। যা যা লাগবে: গরুর মাংস, পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, হলুদ, জিরা-ধনিয়া, কিশমিশ-আলু বোখারা, টকদই, বাদামবাটা, চিনি, কাঁচামরিচ, জয়ফল ও জয়ত্রী, গরম মসলা, তেজপাতা ও সয়াবিন তেল (সব উপকরণ নেবেন পরিমাণ মতো)। যেভাবে রাঁধবেন: প্রথমে মাংস ভালোমতো পরিষ্কার করুন। এবার সব উপকরণ পরিমাণমতো নিয়ে একসাথে মিশিয়ে ঘণ্টাখানেক মেরিনেট করে রাখুন। মাংস মেরিনেট হলে চুলায় বসিয়ে দিন একটি সসপ্যান। সসপ্যানে তেল গরমে করে পেঁয়াজ কুচি, তেজপাতা, গরম মসলা দিয়ে মেরিনেট করা মাংস দিন। মাঝারি আঁচে মাংস ভালো করে নেড়েচেড়ে সেদ্ধহওয়ার জন্য ঢেকে দিন ১০ মিনিটের মতো।

এ সময়ের মাঝে ঢাকনা উঠিয়ে একটু নেড়ে দিতে পারেন যেন চুলার তাপে সসপ্যানে মাংস না লেগে যায়। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে কিশমিশ ও আলুবোখারা দিন। এরপর ঢাকনা দিয়ে মৃদু আঁচে আরও কিছু সময় রান্না করুন। একপর্যায়ে লবণ ঠিকঠাক হয়েছে কি না দেখুন। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই মাংস থেকে তেল উঠতে শুরু করবে। তেল উঠতে শুরু করলেই চুলা থেকে নামিয়ে নিন গরুর মাংসের সুস্বাদু শাহী রেজালা। পরিবেশন করুন গরম গরম।

কমলার কারিশমা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বিশ্বের নানা অঞ্চলের পাশাপাশি বাংলাদেশেও বেশ চাহিদার ফল। স্বাদে টক বা মিষ্টি। এটি সাধারণত শীতকালীন ফল ও ঠ?াণ্ডা মৌসুমে বেশি পাওয়া যায়। ঠাণ্ডাজনিত অসুখ সারাতে এ ফলটি অত্যন্ত কার্যকরী। সহজলভ্যতা, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কমলা উৎপাদন হয় ব্রাজিলে। ধারণা করা হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম কমলা উৎপন্ন হয়। ব্যবহার, কমলা ফল বা জুস হিসেবে খাওয়া হয়। ফ্রুট সাল?াদ ও বিভিন্ন ডেজার্টেও এর ব্যবহার রয়েছে। কমলার খোসা দিয়ে তৈরি হয় অরেঞ্জ অয়েল যা খাবারে ফ্লেভার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও কমলার খোসা দিয়ে ড্রিংকস ও পারফিউম তৈরি হয়। কমলা ফুলের পাপড়ি দিয়ে রোজ ওয়াটারের ফ্রুট ভার্সন অরেঞ্জ ওয়াটার তৈরি হয়। কমল?ার পাতা পানিতে সিদ্ধ করে তৈরি করা হয় হারবাল চা। কমলার আচার ও জেলি বহু আগে থেকেই বাজারে ও খাবার টেবিলে সহজলভ্য একটি উপাদান। পুষ্টিমান, ঙ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন, ফাইবার ও ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ কমলা ত্বক, চোখ ও হৃৎপিণ্ডের জন্য আদর্শ খাবার। এটি নিয়মিত খেলে শরীরে ক্যানসার সেল বেড়ে উঠতে পারে না। ঙ কমলাতে উপস্থিত বিটা-ক্যারোটিন একটি শক্তিশালী এন্টি-অক্সিডেন্ট। চোখের জন্য ভালো এ ফলটি ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বাঁচায় ও বয়সের ছাপ দূরে রাখে। ঙ ভিটামিন এ ও সি দুটোই ভীষণ শক্তিশালী এন্টি-অক্সিডেন্ট। এগুলো ফ্রি রেডিক্যালসের খারাপ প্রভাব থেকে ইমিউন সিস্টেমকে সুস্থ রাখে। পাশাপাশি কার্ডিওভাস্কুলার ডিজেজ প্রতিরোধ করে। ঙ কমলায় ক্যালরির পরিমাণ খুব কম। এতে কোনো স্যাচুরেটেড ফ্যাট নেই। রয়েছে প্যাকটিন একটি ডায়েটারি ফাইবার যা শরীরের অতিরিক্ত ওজন ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে। ঙ এতে আরও রয়েছে হেসপারেটিন, নারিনগিন ও নারিজেনিন ফ্লেভোনয়েড যা এন্টি-অক্সিডেন্ট, এন্টি-ইনফ্লেমেটরি হিসেবে কাজ করে ও ইমিউন সিস্টেমের সুস্থতা বজায় রাখে। আপনি জানেন কি- ভ্যানিলা ও চকলেটের পর সারাবিশ্বে জনপ্রিয় ফ্লেভার হচ্ছে কমলা। ইংল্যান্ড ও ইতালিতে কমলা ও কমলার ফুল কসমেটিক্স ও পারফিউমে ব্যবহৃত হয়।

প্রাকৃতিক উপাদানে মেকআপ রিমুভার

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মেকআপ রিমুভার হিসেবে আমরা অনেকেই বাজারের চলতি প্রোডাক্টের ওপর ভরসা করি। যা নানা রাসায়নিক উপাদানে তৈরি। এসব রিমুভারের প্রধান সমস্যা হলো- ত্বক শুকিয়ে ফেলে, অন্যথায় তেলতেলে দেখায়। কসমোলজিস্টদের ভাষ্য, বাজারের চলতি প্রোডাক্টের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নেওয়া উচিত। বিকল্প হিসেবে বেছে নিন প্রাকৃতিক উপাদান। : দেখা যাক, সেগুলো কী কী-নারিকেল তেল : শুধু চুলচর্চায় নয়, রূপচর্চায়ও নারিকেল তেল দারুণ উপকারী। তবে নারিকেল তেল কিনুন একদম প্রাকৃতিক এবং খাঁটি। মেকআপ তোলার জন্য নারিকেল তেল হাতের তালুতে নিয়ে মুখে হালকা বুলিয়ে নিলেই হলো। আমন্ড অয়েল : যারা নারিকেল তেলে অভ্যস্ত নন, তারা বেছে নিন আমন্ড অয়েল। হালকা, সুগন্ধযুক্ত এই তেল কিন্তু মেকআপ রিমুভারে দারুণ। শেভিং শেষে এই তেল ব্যবহার করা যায়। এমনকি ওয়্যাক্সিংয়ের পরেও কার্যকরী। কটন বলে আমন্ড অয়েল নিয়ে মেকআপ তুলুন। দুধ : শরীরের জন্য তো বটেই, ত্বকের জন্যও উপকারী।

চাল ধোয়া পানি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : অথবা ভাতের মাড়- যেকোনওটিই ব্যবহার করতে পারেন ত্বকের যত্নে। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল ও সুন্দর হবে। ব্যবহারের জন্য যেভাবে তৈরি করবেন চালের পানি- * আধা কাপ চাল ভালো করে ধুয়ে নিন। ৩ কাপ পানিতে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন চাল। ছেঁকে পানি আলাদা করে নিন। * আধা কাপ চাল ধুয়ে ১ কাপ পানিতে ফুটিয়ে নিন। মাড়টুকু সংগ্রহ করুন ব্যবহারের জন্য। * আধা কাপ চাল ১ কাপ পানিতে আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পানি ছেঁকে একটি মুখবন্ধ বয়ামে রেখে দিন দুইদিন। এরপর ব্যবহার করুন এই পানি। **যেভাবে ব্যবহার করবেন,** * টোনার হিসেবে চমৎকার কাজ করে চালের পানি। চাল ভিজিয়ে রাখা পানি স্প্রে বোতলে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন কয়েক ঘণ্টা। পরিষ্কার ও শুকনা ত্বকে স্প্রে করুন। প্রাকৃতিক বাতাসে শুকিয়ে নিন ত্বক। * দুই দিন রেখে দেওয়া পানি স্প্রে বোতলে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। ঠাণ্ডা হলে পরিষ্কার ত্বকে স্প্রে করুন। ভেজা টিস্যু দিয়ে মুছে নিন ত্বক। এটি ময়েশ্চারাইজারের কাজ করবে। * ভাতের মাড়ে তুলা ভিজিয়ে ত্বকে চক্রাকারে ঘষুন। এটি ময়লা ও মেকআপ দূর করবে ত্বকের।

* দুই দিন রেখে দেওয়া চালের পানিতে মোটা টিস্যু ভিজিয়ে সেটি পরিষ্কার ও শুষ্ক ত্বকে রেখে দিন। ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন ত্বক।

চালের পানি ত্বকে নিয়মিত ব্যবহার করবেন কেন? * বলিরেখা দূর করে টানটান ও সুন্দর করে ত্বক। * ত্বক উজ্জ্বল করে প্রাকৃতিকভাবে। * ব্রণ দূর করে ত্বকের। * ব্রণের দাগ ও কালচে দাগ দূর করে। * লোমকূপের ভেতর থেকে ময়লা ও অতিরিক্ত তেল বের করে। * শুষ্ক ত্বকে প্রাণ ফেরায়।